সুশীলা বীরসিংহ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ব্বাঙ্ক।

জয়পুর রাজবাটীর উদ্যান।

একজন সভাসদ ও এক জন সম্ভ্রান্ত
নাগরিকের প্রবেশ।

সভা। রাজসভায় যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তারই মুখ কেমন ভার ভার দেখ্‌ছি। তা হবে না কেন। যখন রাজা এমন দুঃখিত তখন সভাসদেরা মুখ ভার না করে আর কি করেন বল।

নাগ। কেন, ব্যাপার টা কি?

সভা। রাণীর মাসতুত ভাই, ভীমকেতুর সঙ্গে রাজকুমারী সুশীলার বিবাহ হয় রাজার বড় ইচ্ছা, কিন্তু রাজকুমারী ধনসম্পত্তিবিহীন এক যুবা-পুরুষের প্রণয় পাশে বদ্ধ হয়ে গোপনে তাঁকেই বরমাল্য প্রদান করেছেন। তাঁদের উভয়ের প্রণয়বৃত্তান্ত মহারাজের কর্ণগোচর হবামাত্রেই তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে সেই যুবকের নির্ব্বাসনে আজ্ঞা দিয়েছেন,

আর শুন্‌ছি না কি আপনার কন্যাকেও কারারুদ্ধ করেছেন; এতেই মহারাজের অন্তঃকরণ বড়ই অপ্রসন্ন এই জন্য আমাদের রাজসভা যেন বিষাদে মগ্ন রয়েছে।

নাগ। ভাল, কেবল রাজাই কি দুঃখিত; ভীমকেতুকেই কন্যা দিতে এত ইচ্ছা?

সভা। কেবল রাজাই কেন, রাণীরও নিতান্ত ইচ্ছা যে ভীমকেতুর সঙ্গে বিবাহ টা হয়; এই জন্য রাণী ও ভীমকেতু যে দুঃখিত হয়েছেন তা বলা বাহুল্য, কিন্তু সভাসদ সকলেই রাজার সম্মুখেই মুখ ভার করে থাকেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে এতে আহ্লাদিত বৈ আর কিছুই নয়।

নাগ। কেন?

সভা। রাজা যাকে রাজকুমারীকে দিতে উৎসুক সে নিতান্ত অভদ্র; এমন কি, সহস্র মুখেও তাঁর সকল দোষ বল্যে উঠা যায় না, আর যিনি দেশান্তরিত হলেন তিনি রাজবংশজাত না হোন্ কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে রাজকুমারীর যোগ্যপাত্র, অতি সচ্চরিত্র, যেমন রূপবান্ আবার তেমনি গুণবান্‌ও বটে। আহা! এমন লোক এ পৃথিবীতে মেলা ভার; কৈ? আমিতো এমন দেখ্‌তে পাইনে।

নাগ। উঃ তুমি যে তাকে আকাশে তুল্‌চো।

সভা। আকাশে তুলিনি, তাঁর যথোচিত গুণ ব্যাখ্যার ত্রুটি করায় বরং তাঁকে পাতালেই ফেলছি।

নাগ। লোকটা কে বলো দেখি? তার নাম কি, কোন বংশেই বা জন্ম?

সভা। আমি এতো সাতসতেরো জানি না। তাঁর পিতার নাম রঘুনাথ, তিনি স্বর্গীয় রাজা প্রতাপ সিংহের

পক্ষ হয়ে মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত যুদ্ধে বিস্তর খ্যাতি লাভ করেছিলেন; তাতে রাজা তাঁর প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সিংহরাজ পদবী প্রদান করেন। তাঁর আর দুইটী পুত্র ঐ যুদ্ধে নিহত হয়, সেই শোকে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু কালে তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন, পরে একটি সন্তান প্রসব করে তিনিও দেহ ত্যাগ করেন। রাজা সেই পিতৃ মাতৃহীন শিশুটীকে লয়ে লালন পালন করতে লাগ্‌লেন, আর তার নাম রাখলেন বীরসিংহ, এবং তাঁকে নানাবিধ বিদ্যায় শিক্ষা দিলেন, ঐ বীরসিংহ নিশ্বাস গ্রহণের ন্যায় সহজেই সকল বিদ্যা অভ্যাস করলেন। উপযুক্ত সময়ে তার ফলও ফল্লো। রাজসভায় গণ্য মান্য ও সকলের প্রিয় হওয়া—যা প্রায় কারো ঘটে না তাও তিনি হয়েছিলেন। রাজসভা মধ্যে তিনিই যুবকগণের দৃষ্টান্তস্থল, ও প্রবীণদের আদর্শ হলেন। আর তাঁর প্রেয়সী, যাঁর জন্য তাঁকে দেশত্যাগী হতে হলো, তিনিও যে তাঁকে কত ভাল বাসেন ও ভক্তি করেন তার পরিচয় তিনি তো নিজেই দিয়েছেন। অতো কথায় কাজ কি, রাজকুমারী যে লোককে আপনার হৃদয় পর্য্যন্ত সমর্পণ করেছেন তিনি সামান্য লোক নন, তা তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

নাগ। তোমার কথাতেই তাঁর উপর আমার ভক্তি জন্মাচ্ছে, সে যা হোক রাজকুমারী ভিন্ন মহারাজের কি আর সন্তান সন্তুতি নেই?

সভা। হাঁ, এখন তিনিই তাঁর একমাত্র সন্তান, আরও বিশেষ শুন্‌তে চাও তো বলি শুন। তাঁর আর দুই পুত্র ছিল, বড়টীকে তার তিন বৎসর বয়সে আর ছোটটীকে সূতি-

কাগৃহ থেকেই কে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে। তার পর তারা যে কোথায় গেল, এখনও জীবিত আছে কি না, তার এপর্য্যন্ত কোন সংবাদই পাওয়া যায় নি।

নাগ। সে কত দিন হলো অ্যাঁ ?

সভা। সে প্রায় আজ্ বিশ বৎসর হলো।

নাগ। আশ্চর্য্য ! রাজার ছেলেদেরও এমন করে নিয়ে গেল গো ! তাদের রক্ষার জন্য সেখানে কি কোন লোক জন ছিল না ? এত দিনেও কি তাদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না ?

সভা। আশ্চর্য্যই হউক আর যাই হউক, আমি যা বল্লেম তা কিন্তু যথার্থ।

নাগ। না, মহাশয়ের কথায় যে আমি অবিশ্বাস যাচ্চি, তা মনে করবেন না।

সভা। এই যে রাণী, রাজকুমারী আর বীরসিংহ, এই দিকেই আস্‌ছেন। চুপ্ চুপ্ ও কথা এখন থাক।

[প্রস্থান।

[রাজ্ঞী, বীরসিংহ ও সুশীলার প্রবেশ।]

রাণী। মনে করো না সুশীলে, বিমাতার মত
তোমা পরে বিষদৃষ্টি রয়েছে আমার।
রাজাজ্ঞা কি করি ! বন্দি হয়েছ আমার ;
তবু এই নাও, দিনু তোমা-হাতে চাবি
খুলিতে তোমার বন্দিঘর, তোমাকেও

(বীরসিংহের প্রতি)

বলি বাছা, যখনি দেখিব মহারাজ
কিছু হয়েছেন শান্ত, আমি বল্যে কয়্যে
যাতে তুষ্ট হন তোমা পরে, তা করিব।
ক্রোধে জ্বলিছেন তিনি, তাঁহার আদেশ
কিছু দিন কষ্ট করে করহ পালন।
অবোধ নওত তুমি——

বীর। যে আজ্ঞা করেন
মহারাণী, আজি আমি যাব হেথা হতে।

রাণী। দেখো বাছা, বুঝেসুঝে চলো। আমি যাই
বেড়াইগে একটুকু ওইদিক্ পানে।
তোমাদের প্রণয়েতে কণ্টক পড়িল
বড় দুঃখ মোর কিন্তু কি করিব বল?
মহারাজ স্পষ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, যেন
কথা না কহিতে পার তোমরা দুজনে।

[প্রস্থান।

সুশী। "মুখে মধু হৃদে ক্ষুর, এই তো বিষম ক্রুর!"
হৃদয়বল্লভ! জ্বলিছেন পিতা মোর
ক্রোধানলে অকারণে, মরি দুঃখে তাই;
তবু নাহি ডরি তাতে। পিতৃ-আজ্ঞা যাহা

শিরোধার্য্য তা আমার কিন্তু ওহে নাথ!
কেমনে বাঁচিব বল তোমার বিরহে,
অমূল রতন তুমি সংসার ভিতরে।
অচিরে পাইব পুন তোমা হেন ধন,
এ আশাতে কোনমতে রব প্রাণে প্রাণে।

বীর। কেঁদনা কেঁদনা প্রিয়ে মুছ অশ্রুজল।
তোমার শোকাশ্রু হেরি পুরুষেরও মন
কঠিন এমন সে যে, তাও যায় গলে।
যথায় তথায় থাকি, গন্ধর্ব্ব বিবাহে
করিয়াছি যেই পণ "থাকিব তোমারি"
পালিব তা প্রাণপণে—হয়ো না ব্যাকুল।
মহারাষ্ট্র-দেশে গিয়ে সেতারা নগরে
নরোত্তম শ্রেষ্ঠীগৃহে করিব বসতি ;
পিতার পরম বন্ধু ছিলা নরোত্তম ;
পত্রমাত্রে তাঁর সনে মম পরিচয়।
পত্রাদি লিখিও তথা ভুল না হে প্রিয়ে,
তব হস্তাক্ষর সুধা বিদেশে জীবন।

[রাণীর পুনঃ প্রবেশ]

রাণী। থাক্ থাক্, শীঘ্র শেষ কর কথা বার্ত্তা
তোমাদের, রাজা এলে কি হবে জান তো ?

বিরক্ত হবেন কত আমার উপরে।
(স্বগত) রাজাকে আনিতে হল হেথা একবার ;
কষ্ট নাহি পেতে হবে আনিতে তাহারে।
হায় মরি যত অপকার করি আমি,
সে মনে ভাবে পরম বন্ধু আমি তার।

[প্রস্থান।

বীর। যাই তবে, প্রাণ আমার, দেও হে বিদায়,
যতই বিলম্ব করি না সরে চরণ
বাঁধা যেন মন্ত্রবলে।
সুশী।   কেন প্রাণনাথ !
যাইবারে ব্যস্ত এত, রহ মুহূর্ত্তেক।
হীরক অঙ্গুরী এই, দেখ, মা আমায়
দিছিলেন ভাল বাসি ; দিলেম তোমারে ;
লও নাথ, পর দেখি। আমি মরে গেলে
যত দিন না বরিবে অন্য কোন নারী,
রেখ ইহা সযতনে।
বীর।   কি বলিলে প্রিয়ে ?
অন্য কোন নারী আমি করিব বরণ ?
ঈশ্বর অন্তরযামী ! হও সাক্ষী তুমি,

প্রেম পাশে যদি পড়ি অন্য প্রমদার
সে পাশ হউক যেন মম মৃত্যুপাশ।

(অঙ্গুরী পরিতে পরিতে)

যত দিন বেঁচে থাকি তুইও হেথা থাক্।
আমিও দিতেছি এই স্বর্ণের বলয়;
বরমাল্য দিয়ে মোরে যথা তব ক্ষতি,
ভাগ্যেতে পরম লাভ হইল আমার,
আভরণ বিনিময়ে তুমিই হারিলে,
জিতিলাম আমি তাহে; সে যা হোক্ প্রিয়ে
ভাল বেসে দিতেছি যা করহ ধারণ,
প্রেমের শিকল এই, তোমা হেন বন্দী
ভিন্ন কার হাতে সাজে?

(বলয় পরাইয়া)

সুশী। তবে বল নাথ!
আর কবে দেখা হবে; যত দিন তুমি
থাকিবে বিদেশে শূন্য এই জীবলোক!

বীর। এ কি? রাজা এদিকে এসে পড়লেন যে।

জয়সিংহ এবং সভাসদ্গণের প্রবেশ।

জয়। রে দুরাচার নরাধম, তুই আমার চক্ষের বিষ আমার সম্মুখ হতে দূর হ। আমার এই আজ্ঞার পর যদি

পুনর্ব্বার রাজসভায় দেখতে পাই তা হলে তৎক্ষণাৎ তোর প্রাণদণ্ড কর্‌বো।

বীর। ঈশ্বর আপনার ভাল করুন, রাজসভার আর আর সকলেরই মঙ্গল হোক্ আমি এখান থেকে চল্‌লেম।

[বীরসিংহের প্রস্থান।

সুশী। (স্বগত) এ মর্ম্ম বেদনার কাছে মৃত্যু যন্ত্রণাও তুচ্ছ বোধ হয়।

জয়। রে স্বেচ্ছাচারিণি! তোকে লয়ে কোথায় আমি এই বৃদ্ধাবস্থার সকল ক্লেশ বিস্মৃত হব, তা না হয়ে তুই অকালে আমাকে জরাগ্রস্ত কর্‌লি?

সুশী। আমি মিনতি কর্‌ছি যে আমার বিষয় নিয়ে আপনি আর বৃথা কষ্ট কর্‌বেন না। আমার মন কোন দিকে যাবার নয়, আমি যে যাতনা পাচ্চি তার নিকটে অন্য কোন যাতনা যাতনাই বোধ হচ্চে না।

জয়। তুই কি লজ্জা, ভয়, ভক্তি, সকলই জলাঞ্জলি দিয়েছিস্?

সুশী। আমার আশাও গেছে, সকলই গেছে, তাতে এখন যা বলেন তাই।

জয়। রাজমহিষীর ভ্রাতাকে তোকেই দেবো মনে করে-ছিলেম।

সুশী। (স্বগত) না দিয়েছেন হয়েছেই ভাল, হীরে ফেলে কি কেউ অঙ্গার নেয়।

জয়। তুই এক সামান্য ভিখারীকে বরণ করে আমার এই রাজসিংহাসনকে কলঙ্কিত কর্‌তে উদ্যত হয়েছিস্।

সুশী। (স্বগত) বরং আমি সেই সিংহাসনকে উজ্জ্বলই করছি। (প্রকাশে) মহারাজ, আমি মনে করতেম বীরসিংহের সঙ্গে আমার যে প্রণয় হয়েছে সে আপনারই প্রসাদে, শৈশবাবধি আপনি আমাদের উভয়ের সহবাসে অনুমোদন করতেন বলে আমি মনে মনে আপনাকে কতই ধন্যবাদ দিতুম। মহারাজ এ অধীনী তাঁর যোগ্য নয়।

জয়। তুই হলি কি? একেবারে পাগল হলি না কি?

সুশী। (স্বগত) হা অদৃষ্ট! আমি যদি রাজার ঘরে না জন্মে এক দুঃখীর ঘরে জন্মাতেম্ আর বীরসিংহ আমা-দের প্রতিবাসী হতো তা হলে কত সুখেই না থাকতেম।

রাণীর পুনঃ প্রবেশ।

জয়। আবার দু জনকে একত্র হতে দিয়েছ, এখানে আমার আজ্ঞা প্রতিপালিত হয় না? নিয়ে যাও, একে রুদ্ধ করে রাখ গে।

রাণী। মহারাজ ক্ষান্ত হউন, সুশীলা তুমি শান্ত হও! আমি একে এখন একটু বুঝাই আর মহারাজ অন্যত্রে গিয়ে ধৈর্য্যধারণ করুন; কি করবেন, সংসারে থাকতে গেলেই দুঃখ পেতে হয়।

জয়। প্রতিদিন বিন্দু বিন্দু রক্তপাত হয়ে অল্প বয়সে জরাজীর্ণ হয়ে যদি দেহ ত্যাগ করে তা হলে এর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

[জয়সিংহ এবং সভাসদের প্রস্থান।

রাণী। (সুশীলার প্রতি) মহারাজের অবাধ্য হওয়া কি তোমার উচিত হয়।

ভোলানাথের প্রবেশ।

এই যে তোমাদের ধাত্রীপুত্র, বীরসিংহের অনুচর।—কি সংবাদ।

ভোলা। আপনার ভ্রাতা ও আমার প্রভুর সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হয়ে গেল।

রাণী। অ্যাঁ! কোন অনিষ্ট তো হয় নাই।

ভোলা। হাঁ, আর একটু হলেই হতো, ভাগ্যে আমার প্রভুর তেমন রাগ হয় নি, তাই যুদ্ধ না করে যেন কেবল খেলাই কর্‌ছিলেন; আর কাছে যে লোক জন ছিল তারা তখনই তাঁদের ছাড়িয়ে দিলে।

রাণী। আঃ বাঁচলেম, ভাগ্যে কারো কোন অনিষ্ট হয় নাই।

সুশী। আপনার এইতো সাহসী ভাই, বাবা ভাল বেসে আবার আমার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চান্। (স্বগত) আঃ পোড়া কপাল! মড়ার উপর আবার খাঁড়ার ঘা, সে যাচ্চে দেশত্যাগী হয়ে তার সঙ্গে আবার যুদ্ধ, কি সাহসী পুরুষ! (ভোলার প্রতি) তুমি যে তাঁকে ছেড়ে এখানে এসেছ।

ভোলা। তাঁরই আজ্ঞাতে এসেছি। আমার বড় ইচ্ছে ছিল যে তাঁকে জয়পুরের সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছে রেখে আসি, তা তিনি তাও আমাকে যেতে দিলেন না। এই পত্র গুলিন আপনাকে দিতে বলেছিলেন। এখন রাজকুমারী যেরূপ আজ্ঞা করেন।

রাণী। ভোলানাথ দেখ্‌ছি যে তোমাদের অত্যন্ত বিশ্বাসী পাত্র।

ভোলা। অধীনের প্রতি মহারাণীরও যথেষ্ট অনুগ্রহ।

রাণী। এসো একবার ঐ দিকে বেড়ান যাক্।

সুশী। আর প্রহরেক পরে তুমি আবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রকাশ্য পথ।

ভীমকেতু ও দুই সভাসদের প্রবেশ।

ভীম। আঃ কি বলবো তোমরা ছাড়িয়া দিলে,এখন যে আপনার হাত আপনি কামড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে।

প্র সভা। কাপড়টা বদলান্ মশায় বদ্‌লান্; যে যুদ্ধ বাবা!—একেবারে রক্তারক্তি।

ভীম। কাপড়ে কি রক্ত লেগেছে? তা হলে না হয় বদলাই, মারটা মেরেছি যে, অ্যাঁ খুব ঠুকে দিয়েছি, আমার সঙ্গে আবার চালাকি! কেমন হে তুমি বল কি, তার কি লাগে নি?

দ্বি সভা। (স্বগত) না, তার বড় ভাবনা নেই; তার গায়ে তোমার তলোয়ারও লাগে নি, তুমি তার কিছুই কর্‌তে পারো নি।

প্র সভা। লাগে নি মহাশয়? তাকে একেবারে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছেন আবার লাগে নি? তবে বলুন না কেন তার বাতাসের শরীর।

দ্বি সভা। (স্বগত) যুদ্ধে বীর বড়, এদিকে পালাতেও খুব পটু।

ভীম। যুদ্ধের সময়ে সে কি আমার সাম্‌নে মূহুর্ত্তেক দাঁড়াতে পারে।

দ্বি সভা। (স্বগত) সে দাঁড়াতে পারে না, না তুমি দাঁড়াতে পার না ?

প্রথম। হাঁ, তাও কি হয় আপনার কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্য ? আবার আপনি রাণীর ভাই সম্পর্কে রাজার শালা প্রাণে প্রাণে বেঁচে গেল এ যাত্রা এই ঢের।

ভীম। যদি লোক জন ছাড়িয়ে না দিত তা হলে টের টা পেতেন।

দ্বিতীয়। (স্বগত) তা হলে টেরের আর বাকী থাকতো না।

ভীম। আর ঐ অকাল কুষ্মাণ্ডটাকে তার মনে ধর্‌লো হে! আর আমা হেন লোকটাকে আদর নেই ?

দ্বিতীয়। (স্বগত) আহা! কি যোগ্য পাত্র টি, রূপে কামদেব, আর বুদ্ধিতে বৃহস্পতি বল্লেই হয়।

প্রথম। রাজকুমারী রূপবতী বটে, কিন্তু যখন আপনাকে অনাদর তখন তাকে আর বুদ্ধিমতী কি করে বল্‌বো ?

দ্বিতীয়। (স্বগত) আহা! সেই রূপবতী এমন বুদ্ধিমানের হাতে পড়লেই হতো আর কি!

ভীম। তবে চল যাওয়া যাক, এটা অমনি অমনি গেল, আরও ঘা কতক দিলে হতো ভাল।

দ্বিতীয়। (স্বগত) ঘা কতক দেওয়া উদিকে থাক, ঘা কতক খেতেন সেইটা হয়নি। আর তাতেই বা কি হতো গাধা পিটিয়ে কি ঘোড়া হয়।

ভীম। তুমি তো আমার সঙ্গে যাবে? চল।

প্রথম। যে আজ্ঞা চলুন।

ভীম। চল সকলে যাওয়া যাক তবে।

দ্বিতীয়। যে আজ্ঞা চলুন তবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর এক কুটরী।

সুশীলা ও ভোলানাথের প্রবেশ।

সুশী। তাঁর আর কোন সংবাদ এনেছ? তাঁর শেষ কথাটী যে কি, তা শুন্‌তে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হচ্ছে।

ভোলা। কেবল আপনার ভাগ্যকে নিন্দা করে রোদন কর্‌তে কর্‌তে তার হস্তে যে একটী অঙ্গুরী ছিল তাই বার বার চুম্বন কর্‌তে লাগ্‌লেন।

সুশী। (স্বগত) হায় রে! এমন যে এক সামান্য জড়-পদার্থ আমার অপেক্ষা তার ভাগ্য ভাল! (প্রকাশে) আর কিছু বলে ছিলেন?

ভোলা। না আর কিছু বলেন নি। তিনি অগ্রসর হলেন আমি তাঁর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম, তিনিও বার বার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে লাগ্‌লেন; ভাবে বোধ হলো যেন তাঁর শরীরটাই এগোচ্ছে কিন্তু মন এই খানেই পড়ে রয়েছে।

সুশী। যদি আমি সেখানে থাক্‌তেম তা হলে যতক্ষণ না আমার চক্ষু ক্ষয় হয়ে যেতো ততক্ষণ তাঁকে আমার চক্ষু ছাড়া কর্‌তেম না ; তার পর যখন নিতান্ত অদৃশ্য হতেন, তখন আর কি করি—মুখ ফিরিয়া কাঁদতেম। তবে বল দেখি তাঁর পত্রাদি কত দিনে পাওয়া যাবে।

ভোলা। তার জন্য রাজকুমারীর চিন্তার আবশ্যক নাই, অবসর পেলেই নিশ্চয় পত্র লিখ্‌বেন।

[ভোলানাথের প্রস্থান।

সুশী। বিদায় লইল যবে প্রাণপ্রিয় মোর
পুরাতে দিলনা বিধি মনের যে সাধ।
ভেবে ছিলাম কতই বলিব নাথেরে
বিদায়ের কালে, যথা ; "মনে রেখ তারে
তোমা ভিন্ন জানে না যে অন্য কোন জন ;
মনোরমা রামা হেরি মহারাষ্ট্র দেশে
পড়ো না কুহক জালে রাক্ষসী মায়ার,
কলঙ্কিত করো না হে তব শুভ্র যশে,
করো না চিরদুঃখিনী এই অধীনীরে।"
মনেতে যে ছিল সাধ মনেই রহিল ?
শেষ আলিঙ্গন দিব শেষ দেখা যবে
তাও ঘটিল না হায় ! আইলেন রাজা

প্রবল ঝটিকা হয়ে, এক পলকেতে
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল প্রেমের কলিকা।
আহা, মরি মরি !

[প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সেতারা—নরোত্তম দাসের বাটীর অভ্যন্তর গৃহ।

নরোত্তম, জনার্দ্দন ও এক জন গুজরাটী বণিকের প্রবেশ।

জনা। আপনাকে যথার্থ বল্‌ছি তাঁকে জয়পুরেই দেখেছি। যখন আমি দেখেছিলেম তখন তাঁর নামটা সবেমাত্র বেরিয়েছে, তখন তাঁর যে সকল গুণ শুনা গিয়াছিল, তা এমনই কি প্রশংসনীয়।

নরো। তুমি ভাই যখনকার কথা বল্‌ছো, তবে তখন তাঁর সকল গুণ প্রকাশ হয় নি।

গুজ। আরে রেখে দাও, লোকটা এমনই কি বল; আমার সঙ্গে গুজরাটে দেখা হয়েছিল; অমন লোক ঢের দেখা গিয়াছে।

জনা। রাজকুমারী না কি তাঁকে ভাল বেসেছেন সেই জন্যই লোকেরা তাঁকে এত দূর বাড়িয়ে তুলেছে, কিন্তু তাতে তাঁর নিজের গুণের কি পরিচয় টা দিলেন।

গুজ। তার পর তাঁর নির্ব্বাসন হওয়াতে—

জন। হাঁ, ঠিক বলেছো ? তার অকারণে নির্ব্বাসন রাজকুমারীর কারারুদ্ধ হওয়া এই সকল কারণে লোকেরা সব দুঃখ কর্‌ছে কি না, তাতেই এঁর নামটা আরও বেড়ে গিয়েছে; তা তাঁকে না বাড়ালে রাজকুমারীই বা কি মনে কর্‌বেন, তাঁকেও তো প্রবোধ দেওয়া চাই। আচ্ছা সে যা হোক, এখন যে তিনি তোমার বাটীতে আস্‌ছেন ? তোমাদের পরিচয়টা কিরূপে হলো, বলো দেখি।

নরো। আমি তাঁর পিতার সহযোদ্ধা ছিলেম, তাতে অনেক সময়ে শত্রুহস্ত হতে তাঁর পিতা আমার প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষা করেছিলেন।

বীরসিংহের প্রবেশ।

নরো। এই যে বীরসিংহ উপস্থিত, এঁকে যথাযোগ্য অতিথিসৎকার করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে উচিত। আপনারা এঁর সঙ্গে পরিচিত হউন, ইনি আমার পরম বন্ধু, এঁর গুণ মুখে কি ব্যাখ্যা কর্‌বো এর পর ক্রমে পরিচয়েতেই জান্‌তে পারবেন।

গুজ। মহাশয় আমার সঙ্গে এঁর আজকের আলাপ নয়, পূর্ব্বে ভরুচে এঁর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বীর। সে সময় আপনি যে আমার উপকার করেছিলেন তার জন্য চির-ঋণী হয়ে রয়েছি।

গুজ। মহাশয় সে কথা আর কেন, এমনি কি উপকার করছি। আপনার সঙ্গে আমার সেই স্বদেশী আর এক জন

গুজরাটীর যে বিবাদ হয়েছিল, তারই মধ্যস্থ হয়ে বিবাদটা মিটিয়ে দিচ্ছিলেম বৈত নয়, আচ্ছা আপনারা অমন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মারামারি করতে উদ্যত হয়েছিলেন কেন মহাশয়?

বীর। তখন অতো জানতেম না, সবে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি আপনি অতো সাত পাঁচ না ভেবে অন্যের পরামর্শেই চলতেম বটে, কিন্তু এখন বয়েসও হয়েছে, বিবেচনাও করতে পারি, আপনি যে বল্লেন, তুচ্ছ বিষয়, তা বলতে কি আমার বিবেচনায় এখনও সে বিষয়তো বড় তুচ্ছ বোধ হয় না।

গুজ। তা বলে কি তা নিয়ে আপনাদের যুদ্ধ করা সাজে; আপনারা দুজনই সমান যোদ্ধা, কে কাকে পরাস্ত করতেন বলা যায় না, দুজনই হয়তো মারা পড়তেন।

জনা। আপনাদের কি নিয়ে বিবাদটা হয়েছিল আমরা শুনতে পাইনে?

গুজ। তা পাবেন না কেন? কাল আমাদের রাত্রে যে বিষয় নিয়ে তর্ক হচ্ছিল এও প্রায় সেইরূপ। তা কি শুনবেন, আমরা সকলেই আপনার আপনার দেশের স্ত্রীলোকদের প্রশংসা করছিলেম। ইনি বল্লেন আমাদের রজপুত স্ত্রীদের মত সতী সাধ্বী পতিব্রতা গুজরাটের কোন নারীই নয়।

জনা। ইনি এখন ত এত দেখেছেন শুনেছেন, বলছেন এত দিনেও কি সে মত ফেরেনি?

বীর। এখনো আমার সেই মতই আছে।

জনা। তাই বলে যে আমাদের মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁদের তুলনা হয় তা মনে করবেন না।

বীর। তা ভাই আমি যা বলেছি তার চেয়ে এক তিলও কমাতে পারিনে, আমার কথা মান্য কর বা নাই কর। আমি

সকল রজপুত স্ত্রীদের কথা বল্‌তে চাইনে আমার আপনার স্ত্রী যে—তবে আপনাদের কাছে একটি গুপ্ত কথা বল্‌তে হলো যেন প্রকাশ না হয়।

জনা। তা বলুন না, আমরা তা কখনই প্রকাশ কর্‌ব না।

বীর। জয়পুরের যে রাজকুমারী তার রূপ গুণের কথাতো আপনারা সকলেই শুনেছেন, তিনিই আমাকে গন্ধর্ব্ব-বিবাহে বরণ করেছেন। তা আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি তাঁর মত সতী সাধ্বী এদেশের কোন স্ত্রীকে দেখা যায় না।

জনা। তা আমি কখনই স্বীকার করতে পারিনে। এমন হতে পারে যে অনেক স্ত্রীলোকের অপেক্ষা তাঁর চরিত্র ভাল বটে, যেমন তোমার এই অঙ্গুরী অনেক অঙ্গুরীর চেয়ে ভাল দেখা যাচ্চে কিন্তু তাই বলে যদি বল যে তেমন স্ত্রীরত্ন আর পাওয়া যায় না, তা হলে বলনা কেন, তোমার অঙ্গুরীর মত অঙ্গুরী পৃথিবীতে মেলে না।

বীর। এই হীরকের মূল্য অনুসারেই যেমন একে প্রশংসা করছি, তেমনি তাঁরও গুণ অনুসারেই তাঁর ব্যাখ্যা করছি।

জনা। এ অঙ্গুরীর মূল্য তুমি কি বিবেচনা কর?

বীর। একে আমি অমূল্য রত্ন মনে করি।

জনা। তবে তো তুমি তোমার সেই অনুপমা স্ত্রীর চেয়েও এই সামান্য অঙ্গুরীটাকে অধিক মূল্যবান্ মনে কর দেখছি?

বীর। তা কখনই হতে পারে না। এই যে অঙ্গুরী দেখচ এর যদি উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায় তা হলে একে বিক্রয় করা যেতে পারে, আর তেমন পাত্র পেলে তাকে দানও

করা যায়, কিন্তু যে রত্নটীর কথা বল্‌ছ তা এমন সামগ্রী নয় যে লোকে তাকে কিনে নিতে পারে; সে বহু তপস্যার ফল।

জনা। কিন্তু জান তো ভাই কেমন করে কি হতে পারে তা কি বলা যায়, স্ত্রীলোকের মন! তোমার এই অঙ্গুরীটী যেমন চুরী যেতে পারে, সেইরূপ যদি তেমন তেমন লোক হয় তা হলে সে মনও চুরী করতে পারে।

বীর। আমার স্ত্রীর মন চুরী কর্‌তে পারে, তোমাদের মহারাষ্ট্র দেশে এমন কেহই নেই। তোমাদের এদেশ যে চোরের আড্‌ডা তাতে অঙ্গুরীটার জন্য ভয় হয় বটে।

নরো। থাক এ কথায় আর কাজ নেই মহাশয়েরা ক্ষান্ত হউন।

বীর। আচ্ছা তবে থাক, ইনি যে আমার সঙ্গে এমন মন খুলে কথা কচ্চেন, তাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হলেম।

জনা। আপনার, সেই সতী সাধ্বী প্রেয়সীর সঙ্গে যদি দুট চার টা কথা কইতে দেন তা হলে একবার দেখাতে পারি, কেমন না তিনি আমার ফাঁদে পড়েন।

বীর। তা কখনই পার না।

জনা। আচ্ছা! যদি যা বল্লেম ঠিক তাই কর্‌তে পারি। তা হলে কি হবে? আর এ কথা যে কেবল আপনার স্ত্রীর বিষয়ে বল্‌চি তা নয় পৃথিবীতে এমন কোন নারী নেই যাকে আমি বশ কর্‌তে না পারি।

বীর। আচ্ছা যাও না একবার গিয়ে দেখ না, সেখানে গেলে তোমার পরিশ্রমের উপযুক্ত ফলই পাবে এখন।

জনা। সে আবার কি?

বীর। এমন কিছুই নয়, একটী অর্দ্ধচন্দ্র, যদিও তাহতে গুরুতর দণ্ড তোমার কপালে ঘট্‌বে দেখছি।

নরো। ও কথা যেতে দিন মহাশয়; আর কি কোন কথা নেই, আসুন আর কোন যিষয় নিয়ে কথা বার্ত্তা কওয়া যাক।

জনা। যদি আমার কথা না রাখ্‌তে পারি তো কি বলেচি, এতে আর কি বলবো আমার সর্ব্বস্ব পণ মহাশয়।

বীর। তবে যথার্থই আমার স্ত্রীকে বশ কর্‌তে যাবে না কি?

জনা। যদি বলেন তো এখনই যাই। আপনি যাকে সতী সাবিত্রী মনে করেছেন সে যে কত দূর অটল তা আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারি। আচ্ছা আমাকে এই অঙ্গুরীটী দিন, কেমন না রাজসভায় গিয়ে আপনার স্ত্রীর মন হরণ কর্‌তে পারি।

বীর। এ অঙ্গুরী তাই বলে আপনাকে দিতে পারিনে, এ আমার প্রাণ হতেও প্রিয়তর।

জনা। আমি শুধু শুধু তোমার অঙ্গুরী চাচ্চিনে তার বদলে তোমাকে এক হাজার মোহর দিচ্চি, আর আমি যা বলেছি তা যদি না কর্‌তে পারি তা হলে আমার নাম জনার্দ্দনই নয়।

বীর। হাঁ! আচ্ছা তোমাকে এই অঙ্গুরী দিচ্ছি, আর এও বল্‌ছি তুমি যা মনে কর্‌চ তা কখনই পার্‌বে না, এই লও আমার অঙ্গুরী।

নরো। এ বাজি রাখা আমার মত নয়।

জনা। মশায় থামুন্ না। (বীর সিংহের প্রতি) আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছি তার প্রমাণ যদি ফিরে এসে

না দেখাতে পারি, তবে এই স্বর্ণমুদ্রা আপনার, অঙ্গুরীও আপনার আর সে যে রত্ন তা তো আপনার থাক্‌বেই, কিন্তু এও বলি তার সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, আর তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কর্‌বার যাতে সুগম হয় তাও করে দিতে হবে।

বীর। আচ্ছা তা আমি করে দেব, এখন তবে এই পণই রইল, যদি তুমি গিয়ে তাকে বশ কর্‌তে পার তা হলে তো কোন কথাই নেই; সে যদি এমন অসতী হয় তা হলে তো তার বিষয় নিয়ে কথা কবারই আবশ্যক করে না কিন্তু যদি তা না পার তা হলে তুমি যে তার সতীত্ব নষ্ট কর্‌তে উদ্যত হয়েছ তার জন্য এই প্রখর অসিই তোমার যমস্বরূপ হবে।

জনা। তথাস্তু, এক্ষণই আমি জয়পুরে যাচ্চি পণের কথা টা আর জুড়াতে দেওয়া হবে না!

বীর। আচ্ছা তবে যাও

[বীরসিংহ ও জনার্দ্দনের প্রস্থান।

গুঞ্জ। কথায় কথায় যা হলো সত্য সত্য কাজেও তা ঘটবে না কি?

নরো। যে ভাব তাই বা হয় জনার্দ্দন যে পিছোয় এমন বোধ হয় না, যে আকার দেখা যায় তাতে ওদের সঙ্গ ছাড়া এখন নয়—চল যাওয়া যাক্‌।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

জয়পুর—রাজবাটীর এক কুঠরী।

রাণী ও মাধবের প্রবেশ।

রাণী। কি হে বৈদ্যরাজ! তোমাকে যে শিকড়গুলি আন্‌তে বলেছিলেম তা এনেছ তো?

মাধ। রাজমহিষী আজ্ঞা করেছেন তার অন্যথা কেমন করে করি—এনেছি (একটা কৌটা প্রদান) কিন্তু যদি ক্ষমা করেন তবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি এ ভয়ানক মারাত্মক বিষ আনতে এ অধীনকে কেন অনুমতি কর্‌লেন? এ বিষ কারো হাতে পড়্‌লে কি রক্ষা আছে?

রাণী। এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ এ ভারি আশ্চর্য্য! তোমার নিকট আমি এত দিন রসায়ন বিদ্যা ও নিদান শাস্ত্র শিক্ষা কর্‌লেম—এখনো কি আমার পরিচয় পাও নাই? আমাকে কত প্রকার সামগ্রী প্রস্তুত করতে শেখালে, এমন কি মহারাজের যে কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় আমিই তা নিজ হস্তে প্রস্তুত করে দেই। যে বিদ্যা আমি এত সাধনা এত পরিশ্রম করে শিখলেম তা কি কখন ভুল্‌তে পারি? ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় আমার পণ্ডশ্রম মাত্রই কি সার হবে? তা নয়, শ্রম ধৈর্য্য ও পরীক্ষাতে দিন দিন যাতে অধিক পারদর্শী হতে পারি তা কর্‌তে বাকি রাখি নাই। তুমি আমাকে যে সকল দ্রব্য এনে দিলে তার এখন গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখব। এ কি আমি কোন

মানুষকে খাওয়াতে যাচ্ছি —বিড়াল কুকুরকে দিয়ে এর ফলাফল পরীক্ষা করে দেখা—আর কিছু নয় তার জন্য কোন আশঙ্কা করো না।

মাধ। এরূপ কর্‌তে গেলে আপনার অন্তঃকরণ ক্রমে কঠিন হয়ে যাবে আর এই সকল গুণাগুণ পরীক্ষাতে মনের বিকারই জন্মাবে ?

রাণী। না, তার কোন ভয় নাই, (স্বগত) এই যে ভোলানাথটা আসছে, একে ভাল করে গড়ে পিটে নিতে হবে। এটা বীরসিংহের বড় ভক্ত আমার ভেইয়ের বড় বিদ্বেষী !

ভোলানাথের প্রবেশ।

কি গো ভোলানাথ ?—(বৈদ্যের প্রতি) তবে বৈদ্যরাজ এখন তোমার ত কর্ম্ম হয়ে গেছে এখন তুমি যাও।

মাধব। (স্বগত) বড় ভাল গতিক নয় ! কিন্তু তুমি যে কারো অনিষ্ট করবে তার কোন পন্থা রাখি নাই।

রাণী। (ভোলানাথের প্রতি) শোন একটা কথা আছে।

মাধব। (স্বগত) রাণীকে বিশ্বাস নাই। মনে করছেন যে কতই বিষ পেয়েছি কিন্তু উনি যে ভয়ানক ক্রূর কখন্ কি করে বসেন তার ঠিক নাই—ওঁরে যে আমি বিষ যুগিয়ে এনে দিব তা আর করছি নে, যা দিয়েছি তা ত বিষ নয়—এক প্রকার নিদ্রাকর্ষণী ওষধি মাত্র। হয় ত প্রথমে তা বিড়াল কুকুরকে খাইয়ে দেখবেন, বোধ হবে যেন তারা মরেই গেছে কিন্তু তারা ত মরবে না কত ক্ষণ মৃতবৎ অচেতন হয়ে পড়ে থাক্‌বে তার পর সজীব হয়ে উঠবে। ;‘শঠে শাঠ্যং

সমাচরেৎ" —"যে যেমন লোক তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার কর্‌তে হয়।"

রাণী। মাধব তবে এখন তুমি এস, আমার যখন প্রয়োজন হবে তোমাকে ডেকে পাঠাব।

মাধব। যে আজ্ঞা এখন বিদায় হই।

[মাধবের প্রস্থান।

রাণী। বল কি? এখনো সে কি কান্দিছে বিহ্বলা?
শুকাল না তার অশ্রুনীর? হল কি সে?
তৃণতুল্য লঘু গণে পিতার আদেশ—
সিনেহ মমতা আর সব গেল ভুলে?
তুমি বাছা একটুকু কর মনোযোগ।
বলি শুন, যখনি শুনিব তোমা কাছে
ভীমকেতু পরে তার হয়েছে আদর
ভুলিয়াছে বীরসিংহে সুশীলা আমার—
তোমার সৌভাগ্য-রবি হইবে উদয়,
দেখে নিও, ভোলানাথ, কহিনু তোমারে।
শুন মোর উপদেশ, বীরসিংহ পরে
রেখ না প্রত্যাশা আর, করো না নির্ভর;
ফিরেছে তোমার ভাগ্য—দিনে দিনে ক্ষয়
কৃষ্ণপক্ষ শশিকলা নিশি নিশি যথা,

নাম মাত্র না রহিবে আর কিছু দিনে—
এমন যে লক্ষ্মীছাড়া—দুর্ভাগ্য ভিখারী—
সহায় সম্পত্তি হীন বিধির বিপাকে—
(কোথাও দাঁড়ায় যে সে নাহি তার স্থান)
তার পরে কিসের ভরসা বল দেখি ?

(রাণীর হস্ত হইতে কৌটা পতন ও ভোলানাথ তাহা তুলিয়া লয়।)

কি অমূল্য সামগ্রী এ জানিবে কি তুমি ?
রাখ তুমি, দিলেম তোমারে। এর গুণে
তরিলেন মহারাজ মৃত্যু মুখ হতে
কত বার ! এমন ঔষধ কেহ কোথা
দেখে নাই, শুনে নাই—সর্ব্ব রোগ হর !
এই বা কি ? দিব আরো কত পুরস্কার
জানিতে পারিবে পরে—যদি কর সব
যা কহি তোমারে। বলঁ গিয়ে সুশীলারে
বুঝে সুঝে চলে যেন কেন আর বৃথা
মনস্তাপ ; মহারাজ জ্বলিছেন ক্রোধে !
যাও শান্ত কর তারে ; করোনা আমার
নাম, তুমি বুঝাইলে বুঝিবে সুশীলা।

কত করে দেব আমি, দেখো তোমা তরে।
জানইতো ভালবাসে সুশীলা তোমাকে
তার মন ফিরে যদি তোমার কৌশলে
তোমা পরে কৃপাদৃষ্টি দিবে ভীমকেতু
রাজাকেও বল্যে কয়ে যাতে ভাল হয়
তোমার করিব তাহা — আমিও রয়েছি
দেখে তব কর্ম্ম কাজ, মুক্তহস্তে দিব
পুরস্কার — যাও যা কহিনু রেখ মনে।

ভোলা। (স্বগত) যেই দণ্ডে হতাদর হয় তার পরে —
আত্মঘাতী হব আমি কহিনু তোমারে

[ভোলানাথের প্রস্থান।

এটা বড় ধূর্ত্ত — এর সঙ্গে পারা ভার!
যদি বা মেয়েটা ভুলে বারেক তাহারে
এ যেন জ্বালিয়ে দেয় তার অনুরাগ —
মনে করে দেয় এই তারে পদে পদে।
যে সামগ্রী দিনু আমি খায় যদি ভুলে
নিশ্চিন্ত হইব। এই কালসর্প গেলে
পথের কন্টক মোর ঘুচিবে নিশ্চয়।
সেটাও না মানে যদি আমার বচন

তারে দিতে হবে এই বিশল্য করণী
আমার হৃদয় শল্য বিশল্যকরণী ?

[প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর অন্যতম প্রকোষ্ঠ।

সুশীলার প্রবেশ।

সুশী। জনক নিষ্ঠুর অতি, বিমাতা সে ক্রুর
সধবা রমণী, তারে করিতে বরণ
আইল পাগল বর, ছল বলে তার
পতি হল দেশান্তর ; সেই প্রাণপতি
যারে পেলে ভুলে যাই সকল যন্ত্রণা,
পূরে সকল কামনা। অভাগিনী মোরে
কেননা হরিল চোরে ভায়েদের মত।
স্বর্গবাসী হয়ে যেনা লভে মনোবাঞ্ছা।
কি সুখ তাহার ? কিন্তু নীচ ঘরে থেকে
মনের মতন পেয়ে, সন্তোষ অরামে
কাটায় জীবন যেই – ধন্য সেই সুখী !

ভোলানাথের প্রবেশ ।

ভোলা। সেতারা থেকে একটী লোক আমার প্রভুর নিকট হইতে পত্রাদি লয়ে রাজকুমারীর সাক্ষাৎকার জন্য এখানে এসেছেন।

সুশী। যাও, যাও, তাঁকে সমাদর করে এখানে নিয়ে এস।

[ভোলানাথের প্রস্থান।

জনার্দ্দনের সহিত ভোলানাথের পুনঃ প্রবেশ।

জনা। আমি আপনার স্বামী বীরসিংহের নিকট হতে আস্‌ছি। চিন্তিত হবেন না, তিনি কুশলে আছেন এবং আপনাকে তাঁর অকৃত্রিম প্রেম জানিয়েছেন (পত্র প্রদান)

সুশী। (স্বগত) এ আমার স্বামীর বন্ধু না হলে আর আমাদের বিবাহের কথা জানতে পার্‌ত না (প্রকাশে) এস—এস—তোমাকে দেখে বড় সন্তুষ্ট হলেম।

জনা। (স্বগত) এঁর রূপ যেমন উজ্জ্বল দেখ্‌ছি, মনও যদি তেমনি নির্ম্মল হয় তবে ত আর রক্ষা নাই। যাহোক, এখন সাহসকেই আশ্রয় করা যাক্‌। আমরা পিছু হট্‌বার পাত্র নই—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"। যদি পলাতেও হয় তবে যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে পলান যাবে—সহজে নয়।

সুশী। (পাঠ) "ইনি এখানকার এক জন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—আমার বিস্তর উপকার করেছেন—এঁকে যথোচিত সম্মান দিয়া আমাকে আপ্যায়িত করিবে"—আঃ বাঁচলেম—এ পত্রখানি পড়ে আমার মন জুড়াল। ভোলানাথ ইনি

যাতে এখানে সুখস্বচ্ছন্দে থাকেন তাতে যেন সাধ্যমত যত্নের ক্রটি না হয়।

জনা। সুন্দরি—আপনার আতিথ্য বচনেই অনুগৃহীত হলেম!—হায়! লোকেরা পাগল না কি? পরমেশ্বর তাদের দুই চক্ষু দিয়েছেন, এই সুনীল গগনমণ্ডল এই বিস্তীর্ণ রত্নাকর—সূর্য্য চন্দ্র এমন সব সামগ্রী দেখ্‌ছে, তার ভেদাভেদ বুঝচে, তবু কি সুন্দর কি কুৎসিত এর মধ্যে প্রভেদ করতে পারে না!

সুশী। মহাশয়, কি হয়েছে?

জনা। এতে কি চক্ষের কোন দোষ থাকবে? না—বানরেও যদি সুরূপা, আর কুৎসিতা দুই কামিনী দেখে তা হলে এক জনকে মুখভঙ্গি করে তিরস্কার করে, আর জনের নিকট গিয়ে আহ্লাদে নৃত্য করে। বুদ্ধিরই কি ভ্রম হবে—কৈ, এক জন উন্মাদেরও ত এমন হয় না।

সুশী। ব্যাপারটাই কি, বল না?

জনা। যখন ভোগাসক্ত ব্যক্তির সুস্বাদু সামগ্রীতে অরুচি হয় তখন ছাই ভস্ম খেতেও তার মন যায়। দেখুন না কেন কত লোকে সুমিষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করে বিকৃত সুরা পানকেই জীবনের অন্নপান করে তাতেই আসক্ত হয়ে থাকে।

সুশী। একি? কি হয়েছে—আপনার ত কোন অসুখ হয় নাই?

জনা। না, অসুখ হবে কেন—আমি ভাল আছি। (ভোলানাথের প্রতি) আমার সঙ্গে যে একটী লোক এসেছে তাকে বাইরে একলাটি ফেলে রেখে এসেছি—একবার দেখে এস ত ভাই সে কি করছে।

ভোলা। হাঁ, যাই দেখিগে।

ভোলানাথের প্রস্থান

সুশী। আমার স্বামী তো ভাল আছেন; তিনি আমোদ আহ্লাদ করেন ত?

জনা। হাঁ তাতে বিলক্ষণ পটু—তাঁর মত আমুদে লোক কম দেখা যায়—

সুশী। তিনি যখন এখানে ছিলেন, তখন অনেক সময় বিষণ্ণভাবে থাকতেন—কেন তা বলতে পারি না।

জনা। আমি ত তাঁকে কখন বিষণ্ণ দেখি নাই, কোথা থেকে তাঁর একটা মাতাল বন্ধু জুটেছে—সে একটা কামিনীর প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করবার জন্য পাগল হয়েছে—তাকে আপনার স্বামী উপহাস করে বলেন—(সে দিন আমার সাম্‌নেই বল্‌লেন) খেপেছ না কি? স্ত্রীলোকের মন যে জানে সে কি কখন উদ্বাহশৃঙ্খল সাধ করে আপনার গলায় পরতে যায়? জানই ত "বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ"।

"রমণী অবনিপালে যে করে বিশ্বাস
দাঁড়ায়ে বালির বাঁধে হয় সে হতাশ"

সুশী। আমার স্বামী কি এমন কথা বলবেন?

জনা। আমি যথার্থ বলছি—তাঁর এই রূপ বিদ্রূপ শুনে হাসতে হাসতে আমার নাড়ী ছিঁড়ে গেল।

সুশী। তবে যে তিনি একেবারে বদলে গেছেন দেখছি।

জনা। কিন্তু তাও বলি রাজকুমারী, তাঁর একটুকু বিবেচনা করে চলা উচিত। তাঁর প্রতি দৈবের ত যথেষ্ট অনুগ্রহ—

আপনার মত স্ত্রী পেয়েছেন এ অপেক্ষা আর তাঁর অধিক সৌভাগ্য কি হতে পারে? তাতে আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে—আশ্চর্য্যও হচ্ছে আবার দুঃখও হচ্ছে।

সুশী। দুঃখ কেন হচ্ছে?

জনা। এক জনকে দেখে দুঃখ হচ্চে আর কি?

সুশী। আপনি যে আমার দিকেই তাকাচ্চেন।

জনা। হায়রে—এমন রূপবতী গুণবতী স্ত্রীকে ছেড়ে পরস্ত্রীর প্রতি—আর বলে কি হবে—এর পর তার সমুচিত দণ্ড—শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক—তিনি অবশ্যই পাবেন।

সুশী। আঃ স্পষ্ট করেই বল না? কথার ভাবে বোধ হচ্ছে তুমি তাঁর বিষয় কতক কতক জান—আমাকে একরূপ সংশয়ে ফেলছ কেন? ভালই হয় মন্দই হয় একটা নিশ্চয় জানা ভাল, তা জান্‌লে প্রতীকারের যদি কোন উপায় থাকে তা করা যেতে পারে, তাই বলছি যা যা জান সব খুলে বল।

জনা। রাজকুমারী সদৃশা নিরুপমা স্ত্রী, যার এই সু-কোমল কর স্পর্শে সমুদয় শরীর স্নিগ্ধ হয়—যার মুখচন্দ্রের জ্যোৎস্না চক্ষুদ্বয় অনন্যগতি হয়ে পান করতে থাকে—এমন স্ত্রীরত্ন যদি কারো হয় আর সে যদি একটা সামান্য বেশ্যার সঙ্গে রঙ্গ করতে থাকে—তার দুষ্কর্ম্মান্বিত অপবিত্র হস্তে হাত দিয়ে কলঙ্কিত করে—যে মুখে ছল ছাড়া আর কথা নাই সেই মুখ চুম্বন করে—তা হলে কি তাকে মনুষ্য বলা যায়— বজ্রপাতে বক্ষস্থল বিদীর্ণ হলেও তার সমুচিত শাস্তি হয় না।

সুশী। তবে কি তিনি জয়পুর এক কালে বিস্মৃত হয়েছেন?

জনা। শুধু জয়পুর বিস্মৃত হন নাই—রাজকুমারীকেও ভুলে গেছেন।—আপনাকে এই সকল হৃদয়ভেদী বাক্য শুনাবার আমার ইচ্ছা ছিল না—এ সকল কথা মুখে আনব না তাই স্থির করেছিলেম কিন্তু আপনাকে দেখে আর মৌন থাকতে পারলেম না।

সুশী। যাও, আর অধিক আমি শুনতে চাই না।

জনা। সুন্দরি! আপনার দুর্ভাগ্য দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। এক জন পৃথিবীর সম্রাট্ যে স্ত্রীকে লাভ করলে তার সিংহাসন দ্বিগুণতর উজ্জ্বল হয়, সেই স্ত্রীর সতীন কারা হলো? না যারা উদরপূরণের জন্য আপনাদের সতীত্বকে জলাঞ্জলি দেয়। সেই দুর্ভাগা রমণীরা তার সতীন হলো? আপনি রাজকন্যা, এর কোন প্রতিবিধান করা আপনার কর্ত্তব্য।

সুশী। কি বললে? তোমার কথাই যে আমি বুঝতে পাচ্ছি না, তুমি যা বলছ তাতে আমার মন কোন রূপেই সায় দিচ্ছে না।

জনা। সে যখন অন্য স্ত্রীর সঙ্গে রঙ্গ করে বেড়াচ্ছে তখন আপনিই কি সতী সাবিত্রী হয়ে চিরকাল থাকবেন? আপনি কি তার আচারের প্রতিশোধ দিবেন না? শোধ তুলুন—আমিত আপনার অনুগত চরণদাস রয়েইছি—সে লম্পট অপেক্ষা আমিও আপনার সর্ব্বাংশে যোগ্য—আর চিরকাল আপনার পদানত হয়ে থাকব।

সুশী। ভোলানাথ! ভোলানাথ! আঃ সে এর মধ্যে গেল কোথায়?

জনা। তবে এ অধীনকে কি———

সুশী। দূর হ তোর কি লজ্জা নাই, এখনি তুই আমার সম্মুখ হতে পলায়ন কর, না হলে আমি মহারাজকে তোর সকল কথা বলে দেব। তোর কথাতে যে আমি এত ক্ষণ কাণ দিয়েছি তাতেই আমাকে ধিক্। তোর যদি কিছু মাত্র মান অপমান বোধ থাকত তবে এক জন রাজকন্যার কাছে এসকল কথা মুখে আনতে সাহস করতিস নে। তুই যার নিন্দা কর্‌ছিস তার দাসের ক্রীত দাস হবারও তুই যোগ্য নস। আর যার মন হরণ করবার জন্য তুই বৃথা বাক্য ব্যয় করছিস সে তোকে পিশাচ তুল্য দেখছে। ভোলানাথ আমাকে একলা রেখে কোথায় গেলি? তুই আমাকে এমন করে অপমান করলি, রোস্ আমি রাজাকে বলে দিচ্ছি। ও ভোলানাথ!

জনা। বীরসিংহ, তোমার কি ভাগ্য! রাজকুমারীকে যে তুমি কায়মনো বাক্যে বিশ্বাস করেছ তার ইনি যোগ্যই বটেন আর তুমিই এর যোগ্য পতি, এমন পতি কোন স্ত্রীও পায় না এমন স্ত্রীও কোন পুরুষের ভাগ্যে হবে না। আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন আমি কেবল আপনাকে পরীক্ষা করবার জন্যই এত বল্লেম।

সুশী। তুমি এখন তোমার অবিনয়ের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছ না কি?

জনা। তিনি দেবতুল্য পুরুষ, আমি কি তাঁর নিন্দা কর্‌তে পারি! তাঁর যে কিছু নিন্দা করেছি সে কেবল আপনাকে পরীক্ষা করবার জন্য, আপনার স্বামীর আদেশ মতই করেছি। তাতে আমার যে অপরাধ হয়েছে তা মার্জ্জনা

করবেন। এখন জান্‌লেম তিনিও যেরূপ পত্নীব্রত পতি, আপনিও সেইরূপ পতিপ্রাণা সতী।

সুশী। আচ্ছা এখন সে সব কথা থাক্‌—আমার ইচ্ছা যে তুমি রাজসভায় কিছু দিনের জন্য অবস্থিতি কর।

জনা। রাজকুমারীর যথেষ্ট অনুগ্রহ! আমার একটী নিবেদন আছে আপনাকে জানাব মনন করেছি তুচ্ছ বিষয় বটে তবু আপনাকে জানাই।

সুশী। কি বল না!

জনা। আমরা কয়েক বন্ধু মিলে (বীরসিংহও তার মধ্যে এক জন) আমাদের পেষওয়াকে মণি মাণিক্য প্রভৃতি উপহার দিবার সংকল্প করেছি। সেই সকল সামগ্রী সংগ্রহ করাও আমার এখানে আসিবার এক উদ্দেশ্য, এখন এই বিদেশে সেই সকল বহুমূল্য দ্রব্য কোথায় রাখি তার স্থান নাই—রাজকুমারী যদি অনুগ্রহ করে আপনার নিকট দুই এক দিনের জন্য রেখে দেন তবে নিতান্ত বাধিত হই।

সুশী। তা আর রাখ্‌তে কি? বিশেষতঃ যখন তুমি বলছ আমার স্বামীও তার মধ্যে আছেন তখন ত আমার কর্ত্তব্যই তা। সে সকল সামগ্রী আমি এমন স্থানে রেখে দেব যে হারাবার কোন ভয় থাক্‌বে না। আমি আপনার শয়নগৃহেই রেখে দেব।

জনা। সেই সকল সামগ্রী আমি একটি সিন্দুকের মধ্যে বন্দ করে রেখে দিয়েছি। যদি অনুমতি করেন আজ রাত্রেই আপনার নিকট প্রেরণ করি। আমি এস্থান হতে কল্য যাবার মনস্থ করেছি।

সুশী। না, না, কালই চলে যাবে, সে কি?

জনা। আজ্ঞা হাঁ কল্যই যেতে হবে। আপনার স্বামীকে যদি কোন পত্রাদি লেখবার থাকে ত আজকের মধ্যেই লিখে রাখুন।

সুশী। এত ক্লেশ করে এসেছ আবার কালই চলে যাবে?

জনা। কাল না গেলেই নয়। তা না হলে পেষওয়াকে যে উপঢৌকন দেবার কথা বললেম তার সময় অতীত হয়ে যাবে।

সুশী। তবে আজই আমি পত্রাদি লিখে রাখব। দেখ সিন্দুকটা আমার নিকট পাঠায়ে দিও তা আমি অতি যত্নে রেখে দেব।

। প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক—জয়পুর রাজবাটীর সম্মুখ।

ভীমকেতু ও দুই সভাসদের প্রবেশ।

বীর। কি আপদ্! বাজীটা হারালেম! সেই দানটা পেলেই হত আর কি! আ! মিছিমিছি দশ হাজার টাকা গেল গো।

প্রথম। তাতে গেল এল কি? তাকে যে ঠুকে দিয়েছিলেন আর সে মরে গেলেও আপনার সঙ্গে খেলাতে আসবে না। পাসার বাড়ি তার মাথা ভেঙ্গে দিয়ে রক্তারক্তি করেদিলেন তাতেই তাকে হার মানতে হলো।

দ্বিতীয়। (স্বগত) কি গুণ ব্যাখ্যাই হচ্চে!

প্রথম। তাকে আপনি যে গালাগালিটে দিলেন তাতে ভূত ভেগে যায়, ও ত ও!

ভীম। তাতে সে তলয়ার খুলে যুদ্ধ কর্‌তে আসে আর কি? আমি তার সঙ্গে কেন লড়াই কর্‌তে যাব সে কি আমার সমতুল্য ব্যক্তি—আমি যদি রাণীর ভাই না হতেম ত দেখিয়ে দিতেম একবার—তার যুদ্ধ করা বেরিয়ে যেত।

দ্বিতীয়। তা বটেই ত—আপনার কি যে-সে লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা সাজে—যুদ্ধং দেহি বলে এলেই কি আপনি যার-তার সঙ্গে মারামারি কত্তে যাবেন?

ভীম। তা বৈকি?

প্রথম। শুনেছেন মহারাষ্ট্র দেশ হতে একটী লোক রাজসভায় এসেছেন?

ভীম। সত্য না কি? তা এ খবরটা আমাকে কেউ এর আগে দিলে না? আমি কি কেউ নই?

প্রথম। শুন্‌ছি সে বীরসিংহের এক জন বন্ধু।

ভীম। সেই পাজী হতভাগা বীরসিংহের বন্ধু? তবেই বোঝা গেছে লোকটা কেমন। চোরে চোরে মাশতুত ভাই এ তার কোন কাজ গোছাতেই এসে থাক্‌বে, বুঝলে কি না? হা! হা! হা!—তোমাকে এ সংবাদটা কে দিলে?

প্র। মশায়েরই এক জন ভৃত্য।

ভীম। আমি কি তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারি। আমার ত তাতে মান যাবে না?

দ্বিতীয় (স্বগত) তোর আছে কি যে যাবে (প্রকাশে) তার কোন আশঙ্কা কর্‌বেন না—তিনি এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—

ভীম। তবে তাকে একবার দেখে আসি—চল—দেখি লোকটা কেমন আর বীরসিংহের কথাই বা কি বলে।

দ্বিতীয়। আপনারা এগুন—আমি এলেম বলে।

[ভীম ও প্রথম সভাসদের প্রস্থান।

কি কুবুদ্ধি ঘটেছে রাণীর কেবা জানে!
কোথা দ্বিপদ গর্দ্দভ ভীমকেতু—কোথা
সুশীলা রাজকুমারী—এদের বিবাহ
দিতে হয়েছে পাগল। যেমন সে রাণী

সবারে করেছে বশ আপন বুদ্ধিতে,
রাজা রাজসভাসদ নত পদতলে ;
তেমনি তাহার মূর্খ ভাই—জানে না যে
বিশ থেকে দশ গেলে হাতে কত থাকে।
হা সুশীলে! গুণনিধি রাজকন্যা, শীলা!
এত দুঃখ ছিল কি গো তোমার কপালে!
তোমার যন্ত্রণা হেতু কত ষড়্‌যন্ত্র
করিছেন তোমার বিমাতা। পিতা তব
তার বশবর্ত্তী - সর্প যথা মন্ত্রবশ -
বেদবাক্য হেন মানে তাহার বচন—
দেখে তার চোখে, তার কানে শুনে ; তাহে
কোথা হতে জুটিল এ হতভাগ্য ভীম!
রাজকন্যা, তব দুঃখে কেহ নহে দুখী ;
নির্ব্বাসিত বীরসিংহ নির্ব্বিঘ্নে আসুন
ফিরে জয়পুরে, মিলে বিবাহ বন্ধনে
রাজ্য ভোগ কর সুখে তোমরা দুজনে
দেবতা সদয় হয়ে রাখুন তোমারে
এ ঘোর বিপত্তি মাঝে—সুকোমল চিত্ত
তব রাখুন প্রসন্ন সতত সুখে দুখে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর অভ্যন্তর—সুশীলার শয়নগৃহ—এক পার্শ্বে এক সিন্দুক (সুশীলা গ্রন্থ হস্তে শয়ানা—সহচরী দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা।)

সুশী। কেও? কে আছে হোথা? আছ কি নলিনী?

নলি। এই যে রাজকুমারী, কি আজ্ঞা করেন?

সুশী। কত রাত বল দেখি?

নলি। প্রায় দ্বিপ্রহর

সুশী। পাঠেতে মগন ছিনু ছয় দণ্ড তবে
আর পারিনে পড়িতে শ্রান্ত দুনয়ন;
ধর গ্রন্থ খানি, চিহ্ন দিয়ে রাখ পাতে।
শুই তবে; দেখ নলি, নিবায়ো না দীপ
জ্বলুক অমনি; উঠে সকাল সকাল
আমারে ডাকিও সখি, নিদ্রা যাই তবে

[নলিনীর প্রস্থান।

তুমিই সহায় প্রভু বিঘ্ন বিনাশন
অসহায়া অবলারে করহ রক্ষণ

(নিদ্রা, জনার্দ্দনের সিন্দুক হইতে নির্গমন)

জনা। সকলি প্রশান্ত এবে, জীবজন্তু গণ

নিদ্রায় নিঝুম হয়ে করে শ্রান্তি দূর।
একি দেখি হায় হায়! শরতের শশী
গগণ হইতে খসি পড়েছে ভূতলে ;
সুকোমলা কমলিনী ফুটেছে হেথায়,
নিশ্বাস সৌরভে দশ দিক্ আমোদিত।
দীপশিখা নত শিরে পূজে সুন্দরীরে ;
কিবা ভ্রূ মদনধনু কোথা এর কাছে ;
কেমন সুন্দর দুই চখের কবাট
নয়ন তারক দুটি রহে আবরিয়ে,
সুললিত ঘন যেন আকাশ তারকে।
এ বিধুবদন হেরি, কেনা হয় লোভী ?
আহা, একটি চুম্বন! কি সুখী কুণ্ডল
লুটাইছে অনায়াসে বদন কমলে!
করছি কি, ভুলিতেছি আসল যে কাজ,
এ ঘরে যেখানে যাহা তন্ন তন্ন করি
লিখিয়া লইব সব ; এই এই ছবি,
এদিকে গবাক্ষ, এই পর্য্যঙ্কের সাজ,
পরদা এখানে—হোথা চিত্র এই মত—
পাষাণ মূরতি কটি—এ সবার চেয়ে
বর্ণন করিতে যদি পারি তার কাছে,

অঙ্গনা অঙ্গের গুপ্ত চিহ্ন দুই এক
প্রমাণ প্রবল হবে সে কথার বলে।
শোন্ ওরে নিদ্রা! কাল অনুরূপ তুই,
অবশ করিয়া রাখ্ ইন্দ্রিয় দশেরে।
খুলে আয়, খুলে আয়—আহা মরে যাই,
কি সহজে খুলে এল হস্তের বলয়!

(বলয় গ্রহণ)

সাথাই ইহারে তবে; দেখালে বলয়
রক্ষা থাকিবে কি আর? নিশ্চয় গণিয়া,
অধীর হইবে বীর পাগল পরাণ।
বাম স্তনোপরি, মরি, একি দেখা যায়,
হায় হায় হায়! হেথা শোভে এক তিল,
শ্বেতপদ্মে অলি যথা মধুপানে মাতি;
এ হতে কি আর পাব দিতে তারে ধোঁকা?
শুনিলে ভাবিবে বীর খুলিয়া ভাণ্ডার
লুটেছি প্রিয়ার তার সতীত্ব রতন।
যথেষ্ট হয়েছে দেখা—কি হবে লিখিয়ে?
হৃদয়ে রহিল গাঁথা, দেখিলাম যাহা।
পড়িছেন নলদময়ন্তী উপাখ্যান;
যথেষ্ট যথেষ্ট আর কাজ নাই হেথা,

সিন্দুকের মধ্যে গিয়ে লুকাই এখনি ;
পালাও রজনী, রহিলাম ভয়ে ভয়ে,
স্বর্গের দেবতা হোথা, জ্বলিছে এখানে
নরকের বিষজ্বালা। এক—দুই—তিন।

(ঘন্টার শব্দ)

পালাও পালাও তবে হয়েছে সময়।

সিন্ধুকের মধ্যে প্রবেশ

যবনিকা পতন

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুশীলার শয়ন গৃহের সম্মুখবর্ত্তী স্থান

(ভীমকেতু ও দুই সভাসদের প্রবেশ।)

প্রথম। অনেক অনেক লোক দেখেছি কিন্তু আপনার মত ধৈর্য্যশীল পুরুষ আমার চক্ষে আসেনি। খেলায় হার্‌লে কার সাধ্য আপনাকে দেখে জান্‌তে পারে যে আপনি হেরেছেন।

ভীম। হার্‌লেত সকলেই বিমর্ষ হয়।

প্রথম। আজ্ঞা তা হয় বৈকি কিন্তু কটা লোক আপনার মত ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে পারে বলুন দেখি।

ভীম। এখন সে কথা থাক্‌, যদি কোন রকম করে সুশীলাকে পেতে পারি তা হলে আর কোন ভাবনা থাকে না। প্রায় ভোর হয়ে এসেছে না?

প্রথম। ভোর কি মশায় বেলা হয়ে উঠেছে যে।

ভীম। গাইয়েগুল এলে হয় যে তবে—লোকে বলে গান শোনালে স্ত্রীলোকদের মন বশ করা যেতে পারে।

প্রথম। স্ত্রীলোকের মন বশ করা ত সহজ কথা—সঙ্গীতের যে কি সম্মোহিনী শক্তি তা শুন্‌লে অবাক্ হতে হয়।—এই যে বল্‌তে বল্‌তে গায়কেরা এসে পড়্‌লো।

গায়কদিগের প্রবেশ।

ভীম। এস এস তোমাদের সব সুর বেঁধে নেও। এই গীত বাদ্যে দেখি যদি রাজকুমারীর মন ভোলাতে পারা যায়। তবে তাল মান লয় দুরস্ত একটী ভাবের গীত গাও দেখি।

গায়ক। যে আজ্ঞা।

রাগ ললিত—তাল আড়া ঠেকা

নিশা গেল নিশানাথ মলিন বরণ
উঠ উঠ মেল প্রিয়ে কমল নয়ন।
ঐ শুনা যায় পিকধ্বনি, উঠ উঠ সুবদনি
উঠিতেছে দিনমণি উজলি গগণ।
বহিতেছে পরিমল, সমীরণ সুশীতল
বিকশিত শতদল সরসীরঞ্জন।
এবে উষা সুকুমারী খেলে রূপের মাধুরী
তোমা বিনে, হে সুন্দরি, বিরস বদন।
ফুলে ফুলে অশ্রুজল, ঝরে দেখ অবিরল,
তোমার বিরহে হল আকুল ভুবন।
কত আর রবে প্রিয়ে মুদিয়ে নয়ন

ভীম। আচ্ছা তবে তোমরা এখন যাও।—এতে যদি আমার মনোরথ সিদ্ধ হয় তা হলে তোমাদের ভাল করে পুরস্কার দেব। এতেও যদি কিছু না হয় তবে ছাই ভস্ম কিসে যে তার মনোরঞ্জন হবে তা আমি ত জানি না।

সভা। এই যে রাজা এ দিকে আস্‌ছেন।

ভীম। আজ ত সকাল সকাল উঠে ভাল হয়েছে, রাজকন্যার প্রতি আমার এত অনুরাগ দেখে রাজা বড় সন্তুষ্ট হবেন।

জয়সিংহ ও রাণীর প্রবেশ।

মহারাজের জয় হউক!

জয়। তুমি কি আমাদের অবাধ্য কন্যাকে প্রতীক্ষা করে রয়েছ—তার মন কি এখনো তোমার প্রতি আসক্ত হয় নাই?

ভীম। আমি তাকে কত মধুর সঙ্গীত শোনাচ্চি তবু তার চেতনা হয় না।

জয়। সেই দুরাচারকে না কি সে দিন নির্ব্বাসিত করা গেছে তাই এখনো সে তার মন থেকে যায় নাই; আর কিছু দিন গেলেই তাকে ভুলে যাবে—তখন সে তোমারই হবে।

রাণী। মহারাজ সুশীলাকে তোমাকে দেবার জন্য কত যত্ন কর্‌ছেন—তাকে পাবার জন্য তোমার যেন সাধ্য সাধনার কোন অংশে ত্রুটি না হয়। যে সময়ে তার মনটি প্রসন্ন থাক্‌বে সেই অবসরটি বুঝে তার কাছে যেও। তাকে ভাল ভাল সামগ্রী এনে দেবে—মিষ্টি মিষ্টি কথা বল্‌বে—তার কোন কাজ কর্‌তে হলে সহস্র কষ্টকে কষ্ট বোধ কর্‌বে না—দেখাবে যেন আপনাকে ভুলে তন্‌ মন্‌ ধনে তাতেই অনুরক্ত হয়ে রয়েছ। এইরূপ করলে শীঘ্রই তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে।

এক জন প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। মহারাজ! সেতারা হতে শম্ভুজির সমভিব্যাহারে কতকগুলি দূত এসেছেন।

জয়। শম্ভুজি এক জন মান্য ব্যক্তি বটেন। তিনি এখন যদিও শত্রু ভাবে এসেছেন তথাপি তাঁকে সমুচিত সম্মান দেওয়া কর্ত্তব্য। দেখ বৎস ভীমসেন, সুশীলার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবার পর আমারদের নিকট এক বার এসো। এই যে মহারাষ্ট্রীয় দূত এসেছে তাদের কার্য্যে তোমাকে প্রয়োজন হবে। রাজমহিষি! তুমিও তবে চল।

[ভীমকেতু ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

ভীম। রাজকুমারী একবার উঠলে হয় তার সঙ্গে একবার কথা কই গিয়ে। এখনো পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে, এতই কি ঘুম! (দ্বারে আঘাত) ওঠ, ওঠ—ওগো—ওঠো একবার। কেউ যে দৃক্‌পাতও করে না। তার সহচরীরা কেও এখানে থাক্‌বে তাদের কিছু দিলেই হবে এখন। রূপচাঁদ কি না কর্‌তে পারে? তার গুণে ভাল মানুষও ফাঁসি যাচ্ছে চোরও বেঁচে যাচ্ছে—দেখি তাদের কাকেও গড়ে পিটে নিতে পারি কি না (পুনর্ব্বার দ্বারে আঘাত)

নলিনীর প্রবেশ।

নলি। এখন কে এত কবাট ঠেলে গো।

ভীম। এই আমি।

নলি। কে আপনি! কি চান?

ভীম। এমন কিছু চাইনে—রাজকুমারীকে চাই। তিনি কি এদিকে একবার আসবেন।

নলি। তিনি এখন নিদ্রা যাচ্ছেন, আপনি আর কোন সময়ে এলে ভাল হয় না?

ভীম। এই নেও, তোমাকে কিছু দিচ্চি, রাজকুমারীকে আমার হয়ে দু এক কথা কয়ো।

নলি। আমি রাজকুমারীকে আবার কি বলবো? এই যে তিনি এ দিকে আসছেন।

সুশীলার প্রবেশ।

ভীম। রাজকুমারীকে দেখে আমার জীবন আজ সার্থক হল।

সুশী। তুমি আমার জন্য কেন মিছে এত কষ্ট পাচ্ছ?

ভীম। আমি যে তোমাকে কত ভাল বাসি তা কি বলবো।

সুশী। তুমি যতই বাক্য ব্যয় কর না কেন, তার পুরস্কার এই পাবে যে আমি তোমার কথায় কান দেব না।

ভীম। তবে কি আমাকে নিরাশ হতে হলো।

সুশী। তোমার ও সকল কথার উত্তর কেবল কথা না কওয়া। তবে মৌন হয়ে থাক্‌লে পাছে মনে কর আমি তোমার কথাতেই সায় দিয়ে যাচ্ছি তাই আমি স্পষ্ট বল্‌ছি আমার মন তোমার প্রতি যাবার নয়—তোমায় যত অনুগত দেখবো, আমি তত বিরক্তই হবো। তোমার মত লোকদের এক জন মেয়ে মানুষের কি এত করে বল্‌তে হয়—এক কথাতেই সব বুঝে নেওয়া উচিত।

ভীম। সুন্দরি আর কত মান করে থাকবে আমার উপর সদয় হও।

সুশী। কেন পাগলের মত বক্‌ছ বল দেখি?

ভীম। তুমি আমাকে পাগল বল্লে?

সুশী। না বলে আর কি করি? তোমার জন্য আমার লজ্জা সম্ভ্রম সকলি বিসর্জ্জন দিতে হলো। আর কেন, এখান থেকে এখন যাও।

ভীম। এতে তুমি তোমার পিতার অবাধ্য হচ্চো জান? আর তুমি যাকে চাও সে একজন ভিক্ষুক বৈ ত নয়? তুমি রাজকন্যা, কোথাকার এক নীচ হতভাগা ক্রীতদাসকে বরণ করে রাজসিংহাসন কলঙ্কিত করা কি তোমার উচিত হচ্ছে।

সুশী। বল্‌বো কি তুমি রাণীর ভাই না হলে এখনি তোমাকে দূর করে দিতেম, তার এক জন ক্রীতদাস হয়ে থাকবারও তুমি যোগ্য নও।

ভীম। সে চুলায় যাক্।

সুশী। তুই যে তার নাম মুখে আনছিস, এই তার যার পর নাই দুর্ভাগ্য – তোর চেয়ে তার পরিধেয় মলিন বসনও আমার সমধিক আদরণীয়।—এই যে ভোলানাথ, দেখ দেখি কি ত্যক্তটাই আমাকে করেছে।

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভীম। তার "মলিন বসন" কি আমাকে——

সুশী—দেখ সেই অবধি আমার সঙ্গে বক্যে বক্যে আমাকে জ্বালাতন করে মারলে। আমি রাগেতে ভয়েতে

জ্বলে পুড়ে মর্‌ছি। দেখ আমার হাতে যে একটা বালা ছিল তা পাচ্চিনে কেন? আমার সখীকে খুঁজে দেখ্‌তে বল্‌গে দেখি। সে যে আমার প্রিয়তমের উপহার, কুবে-রের ধন পেলেও তা আমি ছাড়্‌তে পারি না। আমার বেশ মনে হচ্চে কাল রাত্রে আমার হাতেই ছিল। তা হারালে কি বল্যে তার কাছে মুখ দেখাব।

ভোলা। রাজকুমারী তার জন্য এত চিন্তিত হচ্চেন কেন—তা ত হারাই নি, এখনি পাওয়া যাবে।

সুশী। না হারালেই ভাল— যাও এক বার খোঁজগে।

[ভোলানাথের প্রস্থান।

ভীম। তার "মলিন বসন"! রাজকুমারী আমাকে এমন অপমানের কথা বল্লে।

সুশী। হাঁ আমি বলেছি। আর কেন আমাকে বিরক্ত করেন।

ভীম। রসো—আমি মহারাজকে বলে দিচ্চি।

সুশী। আর তোমার বোনকেও বলে দিও তাকে না বল্লে হবে কেন? তবে এখন যাও—আর কেন?

ভীম। (স্বগত) "তার মলিন বসন!" এর প্রতিফল দিতে হবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সেতারা—নরোত্তমশ্রেষ্ঠীর বাটী।

বীরসিংহ ও নরোত্তমের প্রবেশ।

বীর। কোন ভয় নাই মহাশয়—কিছুমাত্র
সংশয় হয় না মনে প্রিয়া যে আমার
সতীত্ব রাখিবে তার প্রাণপণ করে।
কবে প্রসন্ন হবেন মহারাজ তাই
ভাবি মনে অনুক্ষণ

নরো। তার কি উপায়
দেখেছেন কোন ?

বীর। বল কি উপায় করি।
সুদিন প্রতীক্ষা করে রহি কোন মতে;
দুর্দ্দিন পড়েছে এবে, সুখসূর্য্য দেখা
দেবে আর কোন দিন। এ আশা ধরিয়ে
সুপ্রসন্ন মনে ভুঞ্জি তোমার প্রসাদ।
এ আশা বিফল হলে চিরঋণী হয়ে

রব তোমার নিকটে

নরো। আপনার মত

সাধুসঙ্গ লাভ এই ভাগ্য তো আমার ;
সামান্য এ আতিথ্যের বহু পুরস্কার।
এত দিনে সেনাপতি শম্ভুজি পৌঁছিয়ে
থাকিবেন জয়পুরে, তাঁর মুখে রাজা
মহারাষ্ট্র সম্রাটের শুনিবেন যবে
প্রবল প্রতাপ, বোধ করি কর দানে
হবেন সম্মত ; যদি না যান স্বীকার,
যুদ্ধ বাধিবে নিশ্চয়।

বীর। আমি বলি শুন

ঘোরতর সমর শঙ্কট উপস্থিত।
তুমি দেখে নিও ভাই, মহারাষ্ট্র সৈন্য
জয়পুরে বাজাইবে রণের বাজনা,
উড়াইবে রণের পতাকা। তবু এক
কড়া কর পাবে নাকো মহারাষ্ট্ররাজ।
জয়পুর জয় করে ছিলে যেই কালে
এখন সে কাল নাই কহিনু তোমারে ;
জয়পুর অজেয় এখন—রণজিত
রাজপুত সহজে না ছাড়ে রিপুকুলে।

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

বীর। জনার্দ্দন কোথ্ থেকে ?

নরো।　　　　বস্‌তে আজ্ঞা হোক্

বীর। এত শীঘ্র ফিরে এলে কেন বল দেখি ?
যা করিতে গিয়াছিলে হতাশ কি তায় ?

জনা। তোমার প্রিয়ার মত রূপসী যুবতী
কোথা কিন্তু দেখি নাই আহা ! মরি, মরি !

বীর। রূপবতী সতী বল, শুধু কি রূপসী।
কিসের রূপ যৌবন সতীত্ব বিহনে।

জনা। এই নিন পত্র গুলি।

বীর।　　　　সমস্ত মঙ্গল ?

জনা। আজ্ঞা সকলি কুশল বৈকি ?

নরো।　　　　　　মহাশয়।
শম্ভুজিকে জয়পুরে দেখে ছিলেন কি ?

জনা। তাঁর আসিবার কথা শুন্ ছিলেম বটে
আমি কিন্তু দেখি নাই তাঁরে জয়পুরে

বীর। তবে বল জনার্দ্দন অঙ্গুরীটি কোথা ?
বল সে মণির আভা আছে কি তেমনি ?
না প্রভা হীন মলিন হয়েছে তোমার
হাতে হাতে, পরিবার নাহি আর মন ?

জনা। জনার্দ্দন শীঘ্র ছাড়িবার পাত্র নন।
আহা! কি সুখ-রজনী ভুঞ্জেছিনু আমি
জয়পুরে – আহামরি! পাইতে তেমন
রাত্রি কি না দেওয়া যায়! তার চতুর্গুণ
পথশ্রান্তি শ্রান্তি নাহি গণি ভাই মনে।
সে যা হোক্ এ অঙ্গুরী আমারি এখন
বীর। এ অঙ্গুরী জেতা সুকঠিন।
জনা। প্রিয়া তব
এমন সুলভ হল যদি, এ অঙ্গুরী
জিতিব যে বিচিত্র কি তাহে।
বীর। এখন কি
রহস্যের কাল? মনে আছেত তোমার
প্রতিজ্ঞা কি ছিল আমাদের?
জনা। বিলক্ষণ
মনে আছে। প্রমাণ দেখাতে যদি পারি
তবে কি হইবে বল? না পারিব কেন?
বলি শুন, তার সতীত্বের সঙ্গে সঙ্গে
তোমার অঙ্গুরী জিতে লয়েছি নিশ্চয়।
আমার কি দোষ তাতে তোমা দুজনার
সম্মতিতে করেছি একাজ – ঠিক কি না?

বীর। সত্য যদি সতীত্ব হরিয়া থাক তুমি
প্রিয়ার আমার, তবে অঙ্গুরী অবশ্য
তোমার—অসত্য হয় যদি—পার নাই
তবে আর, এই খড়্গ হবে তব যম।

জনা। এমন প্রমাণ সব দেখাব তোমারে,
তিলার্দ্ধ সংশয় নাহি রহিবে তোমার
মনে—তরবার ছুঁয়ে শপথ করিয়ে
কহিব সকলি যদি প্রত্যয় না যাও।
না যাবে বা কেন, শুনে বলিবে তখনি
যথেষ্ট হয়েছে, আর শপথের নাহি
প্রয়োজন।

বীর।　　　　বল দেখি, শোনা যাক্ তবে।

জনা। প্রথমে শয়ন গৃহ করিব বর্ণন;
স্পষ্ট বলি বীরসিংহ নিদ্রা আসে নাই
চখে সে রাত আমার। প্রবেশ দ্বারেতে
দেখিনু ঝুলিছে এক বিচিত্র পরদা,
তাহাতে ঝালর ঝুলে মুকুতা খচিত!

বীর। সত্য বটে, এ তোমার কিন্তু শোনা কথা
না হয়ে যায় না—কেউ বলেছে তোমারে।

জনা। সে ঘরের দুই কোণে লক্ষ্মী সরস্বতী,

দুই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণাসন পরে।
আশ্চর্য্য গড়েছে মূর্ত্তি, কঠিন প্রস্তরে
জীবন সঞ্চার যেন—এমনি রচনা!
রাজগৃহে অবতীর্ণ লক্ষ্মী সরস্বতী
দেখিলাম আমি।

বীর। এত দেশশুদ্ধ লোকে
জানে—শুনিয়া থাকিবে কারো মুখে!

জনা। বটে।
ঘরের উত্তর দিকে রয়েছে গবাক্ষ।
পালঙ্কের এক ভাগে গরুড় ভূষণ
সর্প, মুখে, নখে তার; চিত্র কত শত,
প্রাচীরের গায়ে—তার মধ্যে দেখিলাম
কামদেব মহাদেব পরে লক্ষ্য করি
ধরে বাণ—মহাদেব যোগাসনে বসি।
এখনো জাজ্বল্যমান রহিয়াছে মনে
সেই মনোহর চিত্র!

বীর। (স্বগত) তবেই হয়েছে!
মানিনু এসব তুমি দেখিয়াছ যেন।
ধন্য তব স্মৃতি! তবু এসব বর্ণনে
সম্যক্ প্রতীতি মনে না হয় আমার।

জনা। তবে এই দেখ—চক্ষু জুড়াও দেখিয়ে

(বলয় প্রদর্শন)

এ কার হাতের জান ?—এবালার সোণা
আর এই অঙ্গুরীর হীরা—দুয়ে বিয়া
দিতে বড় সাধ মোর।

বীর। দেখি-দেখি-দেখি
আমি দিয়াছিনু তারে—সে কি এই বালা ?

জনা। আপনার হাত হতে খুলে দিলা বালা ;
কতই যে ভালবেসে দিল সে আমায়
কি বলিব ! এখনো দেখ্‌ছি তারে যেন
নয়ন সম্মুখে—বল্লে বড় মূল্যবান্‌
সামগ্রী এ, হারায়ো না, রেখ যত্ন করে।

বীর। এমন ত হতে পারে, তোমা হাত দিয়ে
পাঠায়ে দিয়েছে বালা মম সন্নিধানে।

জনা। তাই বুঝি লিখেছেন তিনি আপনাকে ?

বীর। না, না, সব বোঝা গেছে ! এই সে অঙ্গুরী

(অঙ্গুরী প্রদান)

এ হীরা গরল সম আমার নয়নে।
জানিলাম এবে, যথা রূপ, নাহি মেলে
সতীত্ব রতন তথা—যেখানে অমৃত

সেখানেই হলাহল—প্রেম নাম মাত্র
পৃথিবীতে—সতীত্ব সে আকাশ কুসুম।
মুখে মাত্র শোনা যায় তাহা

নরো। স্থির হও
বীরসিংহ, ফিরে লও অঙ্গুরী তোমার।
ভাল, যদি এ বলয় হারায়ে থাকেন
রাজকন্যা, আর তাঁর কোন সহচরী
লোভের হইয়া বশ, চুরি করে এনে
দিয়ে থাকে জনার্দ্দনে—তা ত হতে পারে ?

বীর। ঠিক্ ঠিক্!—তাই হবে। প্রবঞ্চক তুই,
ফিরে দে ও অঙ্গুরী আমার—এ অবশ্য
চোরা মাল হবে—আরো বিশেষ প্রমাণ
দেখাতে পারিস যদি, বল এই বেলা।

জনা। অসি ছুঁয়ে বল্‌ছি দেখুন—তারি হাত
থেকে পেয়েছি বলয়।

বীর। শপথ কল্লে যে ?
একি অসত্য বলিবে ? এমন হবে না।
সত্য—রাখ এ অঙ্গুরী—এ সত্য না হয়ে
যায় না—যায় না। সে কি হারাবে বলয় ?
তার সহচরীগণ জানিত বিশ্বাসী,

তারা কি করিবে কভু এমন কুকর্ম্ম ?
চুরি করে দেবে এরে—অজানত ইনি ?
তার সহবাস সুখ লভেছে এ জন
কোন সন্দেহই নাই —এই তার সত্য !
এই তার সতীত্ব ধরম ! ধিক্ তারে !
নেও, নেও, তাতে তোতে ভাগ করি নিস্
গিয়ে নরকের কুণ্ডে !

নরো।　　বলি শান্ত হও,
স্থির হও বীরসিংহ; পত্নী সে তোমার,
চির-পরিচিত দেখ সতীত্ব তাহার,
এই কি প্রমাণ তার অসতীত্ব প্রতি ?
দু একটী কথাতেই নিঃসন্দেহ তারে
অসতী করিলে স্থির ?

বীর।　　ও কথা বলো না !—
আর কি সে সতী আছে ? সব বোঝা গেছে।

জনা। যা দেখিলে যা শুনিলে প্রত্যয় তাতেও
যদি না হইয়া থাকে—আরো বলি শুন—
তার বাম স্তনোপরি শোভে এক তিল।
অতি মনোলোভা—সেই অমৃত বিন্দুটি
পান করে দুই নেত্রে সে তৃষ্ণা আমার

কিছুতে কি শান্ত হয়? দ্বিগুণ জ্বলিল
ক্ষুধানল—দাগটি তোমার মনে পড়ে?

বীর। সেই আঁচিলের দাগ? সে দাগের চেয়ে
সতীত্বে পড়েছে তার যে বিষম দাগ
প্রমাণ হতেছে তাহা তোমার কথায়।

জনা। আরো শুনিবার বল আছে কি বাসনা?

বীর। আর বিষ ঢেল না এ কানে

জনা। বল যদি
শপথ করিয়ে বলি—

বীর। আর কাজ নাই।

জনা। যা বলেছি, সত্যই বলেছি মহাশয়

বীর। যদি একবার তারে পাই আমি হেথা,
খণ্ড খণ্ড করি এই দণ্ডে—সেখানেই
রাজার সম্মুখে আমি বধিব তাহারে,
অভাগিনী দুশ্চারিণী পাপীয়সী সেই।

[বীরের প্রস্থান।

নরো। বীরসিংহ পড়েছেন পাগল হইয়ে
একেবারে—তুমি জয়ী হলে জনার্দ্দন।
চল যাই শান্ত করি গিয়ে তারে—চল।

জনা। অবশ্য অবশ্য—চল ভাই চল চল—

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নরোত্তমের বাটীর অন্যতম কুঠরী।

(বীরসিংহের প্রবেশ)

বীর! স্ত্রী বিনা কি পুরুষের নাহি অন্য গতি?
স্ত্রী নিয়ে সংসার বই নাহি কি উপায়?
বিজাতক সবে মোরা বুঝিনু এখন!
কি ভেবেছিলেম হল বা কি, হায় বিধি!
কত করে্য সাধিত সে " ভুল না আমারে
যাইয়ে বিদেশে"—রহি আমি কষ্ট স্রষ্টে
ন্যায্য সুখ ভোগে মোর দিয়ে বিসর্জ্জন।
দুগ্ধ সম নিষ্কলঙ্ক ভেবেছিনু তারে;
কি ভুলে ছিলেম ভুলে, জানিলাম এবে।
জানে না শোনে না তারে কোথা হতে গিয়ে,
হরিল সতীত্ব তার দেখ মুহূর্ত্তেকে।
পাপপুণ্য সমভাগী পুরুষ ও নারী,
শাস্ত্রের বচন শুনি কিন্তু আমি বলি
নারী হতে যত পাপ পেয়েছে পুরুষ—

মিথ্যা কথা কওয়া কিবা তোষামোদ বল—
প্রবঞ্চনা প্রতারণা সে সব নারীর।
কাম বল, লোভ বল, ঈর্ষা কপট্টতা,
পর নিন্দা, পরশ্রীতে কাতরতা বল।
নিত্য নতুন বাসনা—নতুন বিলাস—
কথায় কথায় ছল, কলহ, বিবাদ ;
যত পাপ আছে সব নারী হতে পাওয়া।
এক পাপে নাহি মতি তার চিরদিন,
পাপ হতে পাপান্তরে সদা অভিরুচি।
আর না বিশ্বাস রবে স্ত্রী জাতিতে মোর
রটাব তাদের নিন্দা গিয়ে সব ঠাঁই।
বেদ বাক্য বলেছিলি তুই জনার্দ্দন
বুঝি নাই সে সময়ে বুঝেছি এখন—
"চপলা অবলা পরে যে করে বিশ্বাস
পা দিয়ে বালির বাঁধে হয় সে হতাশ।"

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক—জয়পুর—জয়সিংহের রাজসভা।

(জয়সিংহ, রাণী, ভীমকেতু ও সভাসদগণের এক দ্বার হইতে প্রবেশ, শম্ভুজি ও অনুচর দিগের অপর দ্বার হইতে প্রবেশ)

জয়। এখন বল, মহারাষ্ট্রাধিপতির কি ইচ্ছা ?

শম্ভুজি। যখন মহারাষ্ট্র জয়পতাকা জয়পুরের নগর তোরণে উড্ডীন হয়েছিল তখন আপনার পিতামহ প্রতাপসিংহ রাজ্য রক্ষা হেতু তখনকার মহারাষ্ট্র সম্রাটকে দশলক্ষ মুদ্রা বার্ষিক কর প্রদানে স্বীকৃত হয়েছিলেন—মহারাজ সেই পণ রক্ষা করেন নাই।

রাণী। আপনাকে স্পষ্টই বল্‌ছি মহারাজ সে কর কখনই দেবেন না।

ভীম। আমরা আপনাদের রাজ্য আপনারাই রক্ষা কর্‌তে পারি—তার জন্য আর কোন রাজাকে কর দিতে যাচ্ছিনে।

জয়। পূর্ব্বকালে ছিদ্রানুসন্ধানকারী মহারাষ্ট্রীয়েরা আমাদের উপর যা কিছু জয়লাভ কর্‌তে সক্ষম হয়েছিল এখন তার পথরুদ্ধ। সে সময়ে চিতোরের মানসিংহের সঙ্গে যে ভয়ানক যুদ্ধ চলছিল তাতেই আমাদের সকল সেনা নিযুক্ত ছিল সুতরাং

আমাদের অসহায় পুরীতে মহারাষ্ট্র পতাকা সহজেই সন্নিবেশিত হয়েছিল। কিন্তু এখন চতুর্দ্দিকেই শান্তি—রাজ ভাণ্ডার পূর্ণ—সৈন্য সংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে, এক্ষণে মহারাষ্ট্র সম্রাটকে আর আমরা ভয় করি না।

ভীম। আর কর দেবার কথা বলবেন না। আমাদের সকল দিকেই এখন বলবৃদ্ধি—তোমাদের বাজীরায়ের মত ও পেশওয়া এখন নাই।

রাণী। ভীমকেতু যা বলছেন যথার্থ বটে - কি বল শম্ভুজি?

ভীম। প্রতাপসিংহের মত যোদ্ধা আমাদের মধ্যে এখনো আছে—আমি যে একজন তা বলছি না তবু আমারও ত তলবার ধরবার হাত আছে। তোমাদের রাজাকে তবে শুধু শুধু কেন কর দেব বল দেখি?

জয়। দেখ দূত, এই কর যতদিন পর্য্যন্ত স্বীকার করতে না হয়েছিল ততদিন আমরা স্বাধীন ছিলেম। মহারাষ্ট্রের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ এই ভারতভূমির চতুর্দ্দিকেই বিস্তার হতে লাগল—আমারদিগকেও অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করলে—রজপুতেরা সে শৃঙ্খল আর কতকাল পর্য্যে থাকতে পারে?

ভীম ও সভাসদগণ।—তার আর সন্দেহ কি? তার আর সন্দেহ কি—

জয়। ত যাও, তোমার সম্রাটকে বলগে, যে যে রাজবংশের ভূষণ সেই রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র, সেই বংশীয় রাজা পরের অধীনতা স্বীকার করে্য সূর্য্য বংশকে কলঙ্কিত করতে কখনই প্রস্তুত নয়।

শম্ভু। তবে শুনুন, মহারাষ্ট্র সম্রাট, যাঁর প্রতাপে ভারত-

ভূমি কম্পমান্, শত শত রাজা যাঁর অনুচর—অক্ষৌহিণী সেনা যাঁর অক্ষির এক ইঙ্গিতে রণক্ষেত্র আচ্ছন্ন করে, তাঁকে আপনি শত্রু করলেন, আপনার এই রাজ্য যুদ্ধ বিপ্লবে ছার খার হবে, শোনিতের নদী চতুর্দ্দিকে বহমান হবে, তার স্রোত কখনই প্রতিরোধ করিতে পারবেন না।

জয়। দেখ ভীমকেতু, এই রাজদূতের যথোচিত সম্মানের আয়োজন কর।

ভীম। দেখ ভাই শম্ভুজি, যত দিন এখানে আছ আমাদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে কালহরণ কর। কিন্তু যখন যুদ্ধ করতে আসবে তখন এই তলবারের সঙ্গে বোঝা পড়া। যদি যুদ্ধে হারিয়ে দেও তবে এরাজ্য তোমাদের—আর তোমরা যদি ধরাশায়ী হও, তা হলে এখানে শৃগাল কাকের অভাব নাই তাদের বিলক্ষণ ভোজ লেগে যাবে।

শম্ভু। আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে।

জয়। এখন ত আমাদের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হলে, যা বললেম তার আর অন্যথা হবে না। তবে চল, আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর অন্যতর প্রকোষ্ঠ।

(পত্র হস্তে ভোলানাথের প্রবেশ)

ভোলা। সে সতী ব্যভিচারিণী ? একি তাঁর লেখা !
এ কলঙ্ক কে রটালে ? হায় তার কাণে
কোন্ ধূর্ত্ত মহারাষ্ট্রী ঢালিল এ বিষ ?
কি করে বা গেলেন প্রত্যয় ? সে অসতী ?
পতি বিনা জানে না যে সংসার ভিতরে ?
আহা ! কত না যাতনা সে অবলা বালা
সহিতেছে নিরন্তর তাহারি লাগিয়ে,
মানুষে যা পারে না সহিতে। সে অসতী ?
লোকের গঞ্জনা বল, পিতার তাড়না,
বিমাতা দিতেছে তারে যতই যাতনা,
সহিছে সে অকাতরে। কিন্তু এ শুনিলে
আর নাহি বাঁচিবে সে সতী। জানিলাম
লক্ষ্মী শুধু অপ্রসন্না নয় তোমা পরে,

বীরসিংহ, তব মনও অতি নীচ। – দেখি
(পত্র দেখিয়া)
বধিব সতীরে আমি? এমন প্রভুর
দাসত্ব করিয়ে নাহি কাজ। না জানি কি
ভেবে এ নিষ্ঠুর কাজে দিল অনুমতি।
সে এমন তাহা স্বপনেও ভাবি নাই;
লিখ্ছে ইন্দোরে গিয়া সুযোগ হইবে।
আবার কি এক পত্র লিখেছেন তাঁরে।
কি যে করি কিছুই ভাবিয়া নাহি পাই;
এই যে রাজ-কুমারী আস্ছেন হেথা,
না জানি কি লিখেছেন বীরসিংহ তাঁরে?

সুশী। কি হচ্ছে গো ভোলানাথ?

ভোলা। প্রভুর নিকট
হতে পত্র আসিয়াছে দেখুন আপনি

সুশী। তোমার প্রভুর পত্র? আমার স্বামীর?
দেখি—দেখি—দেখি। তাঁরি হস্তাক্ষর বটে,
দেখেই চিনেছি আমি। ঈশ্বর করুন
পত্রে যেন পাই তাঁর কুশল বারতা।
সুখের মাঝেতে যেন অসুখেরও কথা
তাতে পাই দু একটি – নয় আর কিছু

বিরহ দুখের খালি আভাস—কেন না
বিরহই পিরীতির পরখ পাথর।
আহা! না না—সে থাকুক সুখে চিরদিন!

(পাঠ) "আমি ত এক্ষণে দেশত্যাগী হইয়াছি, স্বদেশে কবে ফিরিব—ফিরিব কি না কিছুই স্থির নাই। তা তোমার পিতা আমার প্রতি যতই নির্দ্দয় হউন না কেন—আমার ভাগ্য দোষে যত কষ্টই পাই না কেন, সকল সহ্য হয় কিন্তু প্রিয়ে তোমার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। এক্ষণে আমি ইন্দোরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি—যেরূপ কর্ত্তব্য বিবেচনা কর তাহা কর"

আঃ! একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া পাই আমি!
শুন্‌লে ত ভোলানাথ? ইন্দোরে আছেন
তিনি—ওগো বল দেখি ইন্দোর কি দূর
হেথা হতে? লোকে যদি সামান্য কার্য্যেতে
সাত দিনে যায় তথা, এক দিবসের
পথ আমি তারে গণি। তুমি ত উৎসুক
দেখিতে তাহারে বড়, আমিও যেমন;
তাই জিজ্ঞাসি তোমায়—তবু কি আমার
মত তারে দেখিতে উৎসুক? বলিব কি,
কত যে হতেছে সাধ দেখিতে নাথেরে
আমিই তা জানি—তাই জিজ্ঞাসি তোমায়

হেথা হতে কত দূর ইন্দোর নগরী ?
কেমনে পালাই আমি – কি বলিব ফিরে
এসে হেথা ? – সে সকল পরে ভাবা যাবে।
এখন যাবার কি উপায় তাহা বল।
ঘোড়া চড়ে কত ক্রোশ যাওয়া যায় বল
দেখি এক দিনে ?

ভোলা। একদিনে দশক্রোশ
চলিতে পারেন যদি বহু মনে করি।
তাহাও পারেন কি না সন্দেহ আমার।

সুশী। এই বই নয় ? এ যে অসম্ভব কথা !
আমার কি আছে কোন বিশ্রামের স্থান
হৃদয় বল্লভ বিনা ? নদী যবে চলে
সিন্ধু পানে, কার সাধ্য আটকে তাহারে ?
অশ্বারোহী হতে হবে এখন আমায়।
যাও, যাও, বল গিয়ে সখী নলিনীরে
বেড়াইতে যাব আমি নন্দন কাননে,
শীঘ্র এনে দেয় মোরে চড়িবার বেশ।

ভোলা। একটুকু দেখে শুনে বিবেচনা করে
যা হয় করুন স্থির – শান্ত হোন্ – এত
ত্বরায় কি প্রয়োজন ?

সুশী। কোন চিন্তা নাই
বেস বিবেচনা করিয়াছি—আগু পাছু
সকলি দেখেছি আমি—ভয় নাই কোন।
ভোলানাথ, যা কহিনু কর তা এখনি।
আর বৃথা ভেবে চিন্তে নাহি প্রয়োজন
ইন্দোরে সত্বরে আমি করিব গমন।

প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিন্ধ্যাচল প্রদেশ—পর্ব্বত গুহা।

(গুহার মধ্য হইতে ভরতের ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহেন্দ্র ভূপেন্দ্রের প্রবেশ।)

ভরত। হেঁট হয়ে বার হও, দেখো সাবধান!
কেমনে প্রণত শিরে দেব বন্দনাদি
কর্‌তে হয় বিধিমত, অনায়াসে তাহা
শিখিতেছ দুই ভায়ে এই স্থানে থেকে।
এত বড় উচ্চ রাজ্জ বাটীর দুয়ার,
সহজে গলিয়া যায় মানুষ—রাক্ষস,

মাথা হেঁট নাহি করে সূর্য্যদেব পানে
একবার।—আমরা গুহাতে থাকি তবু
দেবতা স্মরণ করি ভকতি অন্তরে।

ভূপে। জয় জয় সূর্য্যদেব!

মহে।　　　　জয় সূর্য্যদেব!

ভূপে। জয় সূর্য্যদেব!

ভরত।　　　　যাও, শীকার করিতে
যাও তোমরা এখন। ওই যে শিখর
দেখা যায়, উঠ গিয়ে উহার উপরে।
দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ অঙ্গ তোমাদের—আমি
অতদূর উঠিতে অক্ষম।—উচ্চ হতে
যবে দেখিবে আমাকে তিলাকার, ভেবো
পদেতেই উচ্চ নীচ গণে পৃথিবীতে;
তখন ভাবিও রাজা রাজসভা যুদ্ধ
বিগ্রহের কথা যা বলেছি তোমাদের।
কি বলিব এ বয়সে দেখিলাম কত!
প্রাণপণে কার্য্য কর, তার ফলশেষে
অপমান—অকার্য্যে বাড়য়ে যশ মান
এই সংসারের গতি। মনে ভাবি তাই
পশুরাজ সিংহ হতে অনেক সময়

নির্ব্বিঘ্নে বিহরে মূষা আপন বিবরে।
সংসারী কাটায় কাল কতই অসুখে!
মিছা কাজে বৃথা ভ্রমি করে পণ্ডশ্রম,
অন্তরের এক কথা বাহিরে প্রকাশ
করিতে সভয় সদা—পরের খাইয়ে
পরের পরিয়ে মরে গুমর করিয়ে!
এ সকল লোক হতে আমরা কি নহি
সুখী?

মহে। তুমি পরীক্ষাতে জান বুঝ সব।
আমরা কি জানি বল? আর কোন স্থান
দেখি নাই জন্মাবধি এই গুহা ছাড়া—
ঘরের বাহির কভু হই নাই মোরা—
কি ভাল কি মন্দ তাহা বুঝিব কেমনে?
কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, আহার নিদ্রায়
কোনরূপে দিবস যাপন, এই যদি
সুখের জীবন, তবে আমরাই সুখী।
বৃদ্ধের তা ভাল লাগে কিন্তু আমাদের
মনে নাহি ধরে। বৃথা গেল এ জীবন
যৌবন—এ কষ্ট আর সহিতে না পারি।
শুয়ে শুয়ে করি মোরা দেশ পর্য্যটন,

ভুগি তিন জন কারাগারে—এক পদ
বাড়াইতে মনে লাগে ভয়!——

ভূপে। যখন তোমার মত হব শুক্লকেশ,
বল কি বিষয় নিয়ে কথা কব মোরা?
শীতে থর থর কাঁপি গুহাতে বসিয়ে
কি আলাপে কি গলপে কাটাব সময়;
কিছুই ত দেখি নাই—রয়েছি পশুবৎ;
ধূর্ত্ত শৃগালের মত শিকারেতে পটু।
নেকড়্যে বাঘের মত পেটুক আমরা।
পলাতক জীবজন্তু পরে যত রোষ!
পিঞ্জরের পাখী হয়ে খাইয়ে গাইয়ে
বেড়াই সুখেতে—বদ্ধ পিঞ্জর ভিতরে।

ভরত। ছেলে মানুষ তোমরা কি জানিবে বল?
সংসারের রীত যদি জানিতে সকল
বলিতে না ওরূপ করিয়া। রাজসভা—
কি দুর্গম স্থান! একে প্রবেশ করাই
কঠিন—তাহে তিষ্ঠিয়ে থাকা ততোধিক—
তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়া, তেমনি দুষ্কর!
সৌভাগ্য শিখরে কেহ সাহস করিয়ে
উঠে যদি—অমনি পতন; পড়িবার

ভয় হয় পদে পদে, এমনি পিছল!
যুদ্ধে যাওয়া, সাধ করে বিপদ জোটান,
খ্যাতি পাবো বলে্য যাওয়া, অখ্যাতি সঞ্চয়
শেষে লাভ – সুকৃতের নাহি পুরস্কার,
চির স্মরণীয় থাকে দুষ্কৃতি কলঙ্ক।
হিতে বিপরীত, মন্দ ভাল এ জগতে।
উপদেশ দিতেছি যা পড়ে নেও তাহা
মম জীবন পুস্তকে। যুদ্ধেতে যুদ্ধেতে
হয়েছে ক্ষত বিক্ষত আমার শরীর।
ছিল এক দিন যবে জয়সিংহ কত
ভাল বাসিতেন মোরে – বীরগণ মাঝে
সর্ব্বাগ্রে আমার নাম লইতেন তিনি।
কিন্তু এক রাত্রির ভিতরে – কোথা হতে
মহাবাত্যা আসি ছিন্ন ভিন্ন করে দিল
ফল ফুল পত্র মোর – শুষ্ক তরু করে্য
ফেলে রেখে গেল মোরে।

মহে। রাজার প্রসাদ
চপল তড়িত সম!

ভরত। স্বপনেও কোন
দোষ করি নাই আমি – দুজন দুরাত্মা

ষড় যন্ত্র করে্য আসি আমার বিপক্ষে
বলিল রাজারে, মহারাষ্ট্রীদের সনে
করি আমি কুমন্ত্রণা রাজ্য নাশ হেতু !
প্রত্যয় গেলেন রাজা তাদের কথায় ;
আমার যে রাজভক্তি, চির পরিচিত
কত ঘোরতর রণে, হলেন বিস্মৃত।
নির্ব্বাসিত হৈনু আমি — ষোলবর্ষ ধরি
বিন্ধ্যাচলে আসি মোরা করি অবস্থিতি।
কি সুখে রয়েছি হেথা ! — সংসারী থাকিয়ে
অসার বিষয়ে মন অসার চিন্তন ;
জীবনের শেষ ভাগে করিলাম কত
পুন্যের সঞ্চয়, দেখ, ধরম করমে।
থাকুক সে সব কথা — যাও শিকারেতে।
চড়গে শিখর পরে — প্রথমে হরিণী
যেই বিঁধিবে বাণেতে — সেই গৃহ-স্বামী,
করিবে তাহার সেবা অপর দুজন।
উপত্যকে দেখা হবে তোমাদের সনে

(মহেন্দ্র ভূপেন্দ্রের প্রস্থান)

স্বভাবকে ঢেকে রাখে কার সাধ্য বল !
যদিও সামান্য রূপে লালিত পালিত,

মাথা হেঁট করে্য থাকে গুহার ভিতরে,
মন কিন্তু উচ্চে উঠে রাজার প্রাসাদ
ছাড়াইয়ে ; স্বাভাবিক মহত্ত্ব তাদের
ফুটে পড়ে সামান্য কার্য্যেতে – কুজ্ঝটিকা
ভেদি যথা ভানুর প্রকাশ। – মৃত্যুঞ্জয়,
জয়সিংহ মহেন্দ্র থুইলা যার নাম,
যেই জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁর রাজ্য অধিকারী ;
কি আশ্চর্য্য ! যখনি যুদ্ধের কথা কই
তার কাছে দুই দণ্ড – অগ্নিময় হয়
তার সকল শরীর – বলি আমি যবে
"এই রূপে বিদারিনু অরি বক্ষস্থল
ধরাশায়ী করে্য তারে" রক্তবর্ণ মুখ
হয় সে অমনি – ঘর্ম্মময় কলেবর—
সত্য যেন যুদ্ধে যায় মাতি। ধনঞ্জয়,
তাহার কনিষ্ঠ ভাই, যার নাম রাজা
ভূপেন্দ্র রাখিলা – কম পাত্র নন তিনি !
সঞ্চারে নূতন স্ফূর্ত্তি এই ভগ্ন দেহে
শুনে তার কথা – তার ভাব সাব দেখে।
জয়সিংহ ! ঈশ্বর জানেন, অকারণে
দেশত্যাগী করিলে আমায়; তাই আমি

এই দুই শিশু তব এনেছিনু হর্যে।
কাড়িয়া লইলে যথা আমার সর্ব্বস্ব,
তব রাজ্য অধিকারী হরিলাম আমি।
দিনু তার প্রতিফল।　কৃষ্ণমণি, তুমি
ধাত্রী ছিলে শিশুদের—মা বল্যে জানিত
তোমারে, তুমি ত চলে গেলে স্বর্গপুরে।
আমি ভরত, মদন নামে পরিচিত
আমাকে জনক বল্যে জানে; স্বপনেও
ভাবেন না জয়সিংহ বেঁচে আছে তাঁর
মহেন্দ্র ভূপেন্দ্র আজি—এদেরো মনেতে
হয় না সংশয় কভু, রাজপুত্র মোরা।—

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ইন্দোরের সন্নিকট প্রদেশ।

(ভোলানাথ ও সুশীলার প্রবেশ)

সুশী। বলেছিলে অশ্ব হতে নামিলাম যবে,
আর বড় দূর নাই, সম্মুখে ইন্দোর।

কি কব প্রাণ যে করে দেখিতে তাহারে!
ভূমিষ্ঠ দেখিতে মোরে হন নি জননী
তেমন ব্যাকুল। বল কোথা বীরসিংহ?
বলই না, কি ভাবিছ তুমি মনে মনে?
চাহিয়ে রয়েছ কেন? এ দীর্ঘ নিঃশ্বাস
কেন ফেলিতেছ বার বার, কহ মোরে।
মুখে নাহি কথা; তোমা হেন একখানি
ছবিও দেখায় যেন বিষম চিন্তিত।
ভয় হয় দেখে তোমায়—সাহসের কথা
কও দুট ভোলানাথ! কি হয়েছে বল!
পত্র খানি দিলে কেন সঙ্কুচিত মনে?
সুসংবাদ যদি থাকে হেঁসে হেঁসে বল।
স্বামীর যে হস্তাক্ষর! এতে কি রহিবে
অশুভ সংবাদ কোন? হল কি তোমার!
বল, বল, পড়িলে যা হবে মৃত্যু সম,
তুমি মুখে কহিলে তা লাগিবে না তত।

ভোলা। পড়ুন রাজকুমারী ভাল মন্দ যাহা
পত্র পাঠে পরিচয় হইবে এখনি

সুশী। (পত্র পাঠ) "আমার স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইয়া আপনার সতীত্ব জলাঞ্জলি দিয়াছে, আমি তাহার শত শত

প্রমাণ পাইয়াছি, এমন সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে আমার মনে সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। অতএব এই পাপের উপযুক্ত দণ্ড প্রাণদণ্ড ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। আমার প্রতি তোমার যদি কিছুমাত্র অনুরাগ থাকে তবে আপন হস্তেই তার প্রাণদণ্ড দিবে। কোন চিন্তা নাই, ইন্দোরে তোমার কার্য্যের সুযোগ হইবে, তথায় যাই-বার জন্য আমি তাহাকে পত্র লিখিতেছি তাহা দিবে। তুমি যদি এ কর্ম্মে বিলম্ব কর—তার মৃত্যু সংবাদ যদি ত্বরায় না পাই তবে আমি মনে করিব তার কলঙ্কে তুমি নিজেই সাহায্য করিয়াছ—আর আমি স্বয়ং রাজসভায় গিয়া তোমাদের কর্ম্মের সমুচিত প্রতিফল দিব।

ভোলা। তলবার খুলিবার নাহি প্রযোজন,
বুকে ছুরী মারিয়াছে এ বিষম লিপি।
সর্ব্বনাশ কৈল কোন্ দুরাত্মা নিন্দুক—
ওরে পাপ পরনিন্দা! কি অসাধ্য তোর!
সুশান কৃপাণ হতে খরতর তোর
নখধার—বিষদন্ত ফণির রসনা,
প্রচণ্ড নিশ্বাস তোর ফেরে ঘরে ঘরে
রাজা প্রজা ভোগী রোগী কাহারও নিস্তার
নাই তোর গ্রাস হতে—চিতানলে তুই
করিস্ প্রবেশ অকাতরে। কি সংবাদ
তা বল রাজকুমারী—

সুশী। কি ? ব্যভিচারিণী !
ব্যভিচার কারে বলে ? দিবস রজনী
পতি চিন্তা পতি ধ্যান, এই ব্যভিচার ?
কেঁদে কেঁদে সারা হই ; নিদ্রা এল যদি
স্বপনে দেখিয়ে তারে জেগে উঠি কাঁদি—
এই ব্যভিচার ?

ভোলা। হায়, কি হল, কি হল !

সুশী। হইনু ব্যভিচারিণী ? ধর্ম্ম, সাক্ষী তুমি ;
জনার্দ্দন পতিনিন্দা করেছিল যবে
ভাবি আমি প্রতারণা, সত্য কি তা হল ?
কোন মহারাষ্ট্রনারী করেছে ছলনা,
রটায়েছে নিন্দা মোর। পুরাণ বসন
সম হয়েছি এখন—নাহিক আদর—
কুটি কুটি করে ফেল এখনি আমায়।
পুরুষে বিশ্বাস হায়, নারীর বিনাশ !

ভোলা। শুন রাজকন্যা, শুন আমার বচন।

সুশী। বীরসিংহ, তব কদাচার আচরণে
সত্যনিষ্ঠ সাধুজনও হারাল বিশ্বাস ;
এস তবে ভোলানাথ ! প্রভুভক্ত তুমি
পাল প্রভুর আদেশ। তার সঙ্গে যবে
দেখা হবে পুন, বলো কত ভালবাসি

তারে, কত ভক্তি তার পরে—দেখ দেখ,
স্বহস্তে খুলি এ অসি—নেও, এই নেও—
প্রেমনিলয় হৃদয় যে আমার—তাহা
বিদার এখনি তুমি। কোন ভয় নাই,
শূন্য এ হৃদয়, খালি বিষাদের খণি।
ছিল যে রতন তার, সে রতন হারা—
শূন্য এবে—পাল তবে প্রভুর আদেশ।
কি ছার ভাবনা মিছা—কেন এত ভয়?
সাহসী পুরুষ তুমি—

ভোলা। দূর হ রে তুই
অস্পর্শীয় বিষময় জঘন্য কৃপাণ!
(নিক্ষেপ)

সুশী। স্থির করিয়াছি মনে মরিবই আমি,
যদি না মরি তোমার হাতে, কি বলিবে
প্রভু তব;—আত্মহত্যা মহাপাপ বলে,
সাহস না হয় তাই হাত উঠাইতে;
এস তবে—পাতি দেই বক্ষস্থল মোর—
বিদার এখনি, আর বিলম্ব না সয়।
বীরসিংহ, প্রতারণা করিলে আমায়—
প্রতিফল পাবে তার দেখে নিও পরে।

প্রবঞ্চক জাল পাতে পাড়িতে শিকার –
শেষে কিন্তু পড়ে সেই আপনার ফাঁদে।
তোমা লাগি হইলাম অবাধ্য পিতার,
শত শত রাজপুত্রে করি অবহেলা
বরিনু তোমারে বীর – তার ফল এই ?
সত্য যবে প্রকাশিবে জ্বলিবে তখন
মর্ম্মবেদনাতে। – এস, বিলম্ব না সয় ;
কশায়ে সাধিছে ছাগী দেও গলে ছুরী ;
কোথায় কৃপাণ তব – ধিক্ তোরে ধিক্
প্রভুর আজ্ঞাতে তোর এত অবহেলা,
সাধিতেছি আমি এত ?—

ভোলা। প্রভুর আদেশপত্র পাইয়া অবধি
নিদ্রা নাই চখে

সুশী। সাধি নিজ কাজ, পরে
নিদ্রা যেয়ো সুখে

ভোলা। জেগে জেগে অন্ধ হয়ে
মরে যেন ভোলানাথ।

সুশী। তবে কেন বল
প্রথমে উদ্যত হলে সাধিতে এ কাজ ?
কেন ছল করে এত দূরে লয়ে এলে

এই অবলারে তুমি ? এ বিজন স্থান,
তব পরিশ্রম এত, অশ্ব হত প্রায়,
রাজসভা ব্যাকুলিত না দেখে আমায় ;—
এতদূর আসিয়ে যে হইলে বিরত –
হাস্যাস্পদ কেন হও ? ছাগী উপস্থিত,
বিলম্ব কি আর বল অসি উঠাইতে

ভোলা। শুন হে রাজকুমারী, হয়োনা অধীর –
কেন যে আইনু হেথা বলিব তোমারে –
শুন মন দিয়া –

সুশী। বলে নেও যত পার,
শুনেছে অসতী আমি এই পোড়া কান,
আর কি সে পায় ব্যথা পরুষ বচনে ?

ভোলা। মনে করেছিনু হেথা নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছায়ে
ফিরাব না আপনাকে এই স্থান হতে

সুশী। তা জান্‌তে কি বাকি আছে ? জানিই ত আমি,
এনেছ আমাকে হেথা বধিবার তরে।

ভোলা। যা ভেবে এনেছি তবে বলি সব খুলে।—
প্রতারিত হইয়াছে বীরসিংহ বীর
কোন ধূর্ত্ত দুরাত্মার কুহকে পড়িয়ে –
নিঃসংশয় –

সুশী। কোন মহারাষ্ট্র ললনার

ভোলা। লিখিব তাহারে তব মৃত্যুর সংবাদ,
রক্তমাখা চিহ্ন কোন করিব প্রেরণ;
রাজসভা হারালে তোমায়, রাজকন্যা
মরেছেন প্রবাদ রটিবে কিছু দিনে

সুশী। একি অদ্ভুত উপায় ? বল কি গো তুমি
ভোলানাথ ? করিব কি একলা অবলা ?
কোথায় রহিব ? প্রাণ রাখিব কেমনে ?
আছে কি এ প্রাণ আর, হইয়ে বঞ্চিত
সেই স্বামী ধন হতে ?

ভোলা। শুন রাজকন্যা,
আমি এক ভেবেছি উপায়

সুশী। যাই বল,
জয়পুরে কিন্তু আমি ফিরিব না আর।
জনমের মত জেন বিদায় লয়েছি
রাজসভা হতে। জনমের মত আমি
দেখে লয়েছি জনকে; আর ফিরিব না।

(রোদন)

ভোলা। কেঁদন / কেঁদনা, সব সুসার হইবে।
ইন্দোরে আসিছে কাল মহারাষ্ট্র সেনা

তাহাদের সেনাপতি শম্ভুজি সহিত—
ছদ্মবেশ ধরি তুমি যাও তার কাছে—
সকল সুগম হবে কহিনু তোমারে।
প্রভুর নিবাস নহে দূর তথা হতে—
শুনিবে সদাই তুমি তাহার বারতা—

সুশী। কি উপায়ে যাই তথা কহ তা আমারে।
লজ্জা ভয় সব আমি করি বিসর্জ্জন
সাধিতে এ কাজ—

ভোলা। বলি শুন স্থির হয়ে—
অবলা অবলা তুমি ভুল এইক্ষণে
রাজার তনয়া তুমি ভাবিও না মনে—
লাজ ভয় স্ত্রীভূষণ পরিহরি এবে
সাহস আশ্রয় কর—কথায় কথায়
খোল তলবার—সদা পরুষ বচন
মুখে—ক্রোধ কলহ বিবাদ অনিবার—
ললনার হাব ভাব ভুলে গিয়ে হও
পরুষ পুরুষ সম—

সুশী। আর কাজ নাই
বুঝেছি সকল মর্ম্ম তোমার কথার।
আর আমি নারী নাই—হয়েছি পুরুষ—

ভোলা। রাজকন্যা, সাজ তবে পুরুষের সাজে।
আগু হতে ভেবে আমি আনিয়াছি সঙ্গে
পাজামা, কোমরবন্দ, উষ্ণীষ পাদুকা,
পুরুষের সাজ সজ্জা রেখেছি প্রস্তুত।
এই বেশে যাও যথা আসিবে শম্ভুজি,
যাইয়ে তথায় চাহ কোন কর্ম্ম কাজ,
বল গানবাদ্য আসে বিলক্ষণ মোর—
যেমন শম্ভুজি জানি উদারস্বভাব —
আদরে তোমারে লবে নাহিক সংশয়।
যখন যা প্রয়োজন লিখিও আমারে—
যোগাইয়া দিব সব নাহি কোন ভয়

সুশী। কি সুখী করিলে মোরে কি বলিব হায়!
যাও তবে, সময় পাইয়ে পরে সব
করিব বিচার— হব রাজার কুমার
রূপে বলে সাহসেতে—যাও, ভোলানাথ!

ভোলা। আজ্ঞা হয় যাই তবে রাজার সভায়
আমি নাহি যাই যদি হুলুস্থুল হবে।
এ গরীব মারা যাবে সন্দেহের পাত্র
হয় যদি। রাজকন্যা, লও এ ঔষধি—
রাণী দিয়াছেন এই অমূল্য সামগ্রী;

শরীর মনের কোন অসুখ হইলে
খেয়ো একটুকু—ইহা সর্ব্বরোগ-হর।
গাছের আড়ালে গিয়ে পর এই বেশ;
অভয় ঈশ্বর হোন্ বিপদ সহায়।

সুশী। সে সব করিব আমি যাও তুমি তবে

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর অভ্যন্তর গৃহ।

জয়সিংহ, রাণী, ভীমকেতু, শম্ভুজি, মন্ত্রী ও সভাসদ্গণের প্রবেশ।

জয়। এ পর্য্যন্ত ত স্থির হলো; এখন কি আপনি যাবার ইচ্ছা করেছেন।

শম্ভু। হাঁ মহারাজ, আমাদের সম্রাটের নিকট হতে প্রত্যাগমনের আদেশ পেয়েছি; এখন গিয়ে যে আপনাকে তাঁর শত্রু বল্যে পরিচয় দিতে হবে, এ জন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত হচ্চি।

জয়। প্রজারা যখন তোমাদের সম্রাটের অধীনতা স্বীকার কর্‌তে অসম্মত হল তখন রাজার তার বিপরীত মত হওয়া কি সম্ভব?

শম্ভু। এখন যাতে আমি ইন্দোরে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিতে পারি তার সুযোগ করে দিলে অত্যন্ত বাধিত হই। মহারাণীর নিকট হতেও বিদায় লই।

রাণী। আচ্ছা আসুন তবে।

জয়। দেখ মন্ত্রী দূতগণের যেন যথাবিহিত সম্মানের কোন অংশেই ত্রুটি না হয়, আর যাতে তাহাদের ইন্দোরে যাবার সুবিধা হয় তার সমস্ত আয়োজন করে দেও।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

শম্ভু। আপনার নিকট হতেও বিদায় হই।

ভীম। এখন ত ভালয় ভালয় বিদায় দিলেম, এর পরে কিন্তু আর একভাবে দেখা সাক্ষাৎ হবে।

শম্ভু। ভবিষ্যতে কি হবে তা এখন কেমন করে বলা যেতে পারে?—আপনারা বসতে আজ্ঞা হোক।

জয়। শম্ভুজিকে জয়পুরের সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছে না দিয়ে ফিরনা।

[শম্ভুজী, মন্ত্রী ও সভাসদগণের প্রস্থান।

রাণী। এখান থেকে শম্ভুজি ভারি ক্রুদ্ধ হয়ে যাচ্চেন দেখছি। তা যান, যে কারণে ক্রুদ্ধ হয়েছেন তাতে আমাদের যশ ভিন্ন অপযশ নাই।

ভীম। ভালই হয়েছে—রাগ করলে করলে? তাতে আমাদের কি ক্ষতি?

জয়। আমাদের এখানে যা স্থির হল তা শম্ভুজি মহারাষ্ট্র সম্রাটের কর্ণগোচর অবশ্যই কর্‌বেন। অতএব আমাদের এখন সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত করা যাক।

রাণী। এখন আর নিদ্রা যাবার সময় নাই—ত্বরায় সকলি প্রস্তুত করতে হবে।

জয়। এ সকল বিষয় ত এক প্রকার স্থির হল—কিন্তু দেখ রাজমহিষি, সুশীলাকে দেখছি না কেন? সে ত দু তিন দিন ধরে একবারও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে নাই? সে ত নিতান্ত অবাধ্য হয়ে পড়েছে, এখনো পর্য্যন্ত কি সে শোধরাল না? তাকে একবার এ দিকে আসতে বল ত?

। এক জন অনুচরের প্রস্থান।

রাণী। মহারাজ, যে অবধি বীরসিংহকে নির্ব্বাসিত করেছেন সেই অবধি সুশীলা সারাদিন নির্জ্জনেই থাকে। সময়েতেই এর প্রতীকার হবে—আমি মহারাজকে মিনতি করছি তাকে বড় তিরস্কার করবেন না। তার এমন কোমল স্বভাব, একটুকু ভৎর্সনাতেই তার মনে অসহ্য ক্লেশ হয়—কঠোর বাক্যে তার হৃদয়ে যেন বাণ বিদ্ধ হয়।

অনুচরের পুনঃ প্রবেশ।

জয়। রাজকুমারী কোথায়?

অনু। মহারাজ, দেখলেম তাঁর দ্বারের সকল কবাটই রুদ্ধ—বার বার আঘাত করেও কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

রাণী। যখন শেষ বার তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন কারাবাস হতে মুক্তি পাবার জন্য আমাকে বিস্তর মিনতি করেছিল আর মহারাজকেও জানাতে বলে ছিল কিন্তু এই সকল কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থেকে তা আপনাকে জানাবার অবকাশ পাই নাই—

জয়। কি বল্লে? সকল দ্বার রুদ্ধ—কদিন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না, একটা কিছু হয় নি ত? ঈশ্বর করুণ আমার যে শঙ্কা হচ্চে সেটা যেন সত্য না হয়।

[জয়সিংহের প্রস্থান।

রাণী। ভীম, তুমি রাজার সঙ্গে সঙ্গে যাও।

ভীম। রাজকুমারীর অনুচর ভোলানাথকেও যে আমি দু দিন থেকে দেখ্‌ছি না। দেখি সে আছে কি না?

রাণী। যাও দেখ গে।

[ভীমের প্রস্থান।

ভোলানাথ, বীরসিংহ-ভক্ত বড় তুই।
যে দ্রব্য দিয়েছি তোরে সেই মহৌষধ
খেয়ে যেন এ যাত্রার শেষ হয় তোর।
সে মেয়েটা গেল কোথা? হইয়ে নিরাশ
হয়েছে আত্মঘাতিনী—না হলে হয় তো
প্রণয়ের পাখা ধরে, উড়ে গেছে যথা
আছে তার বীরসিংহ। হয় মৃত্যু নয়
কলঙ্ক, এ দুয়েতেই কার্য্য সিদ্ধি মোর।
কোন রূপে সে এখন গেলে বাঁচা যায়;
ভীমের মাথায় বসে রাজার মুকুট—
রাজত্ব করিতে থাকি তাহার নামেতে—
কবে হইবে সে দিন?

ভীমের পুনঃ প্রবেশ।

বল কি দেখিলে ?

ভীম। সে পালিয়েছে। যা হোক্ রাজাকে এখন শান্তনা কর গিয়ে—তিনি রাগেতে একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছেন, কেউ তাঁর কাছে ঘেঁস্‌তে সাহস কচ্চে না।

রাণী। (স্বগত) তা ভালই হয়েছে।

[প্রস্থান।

ভীম। আমি তাকে ভাল বাসি, আবার বাসিও নে। ভাল বাসি এই জন্য যে রূপে গুণে তার মত স্ত্রীলোক দেখা যায় না; নারীর যত ভাল গুণ সব তাতেই একত্র হয়েছে। আবার তাকে দেখতে পারি না এই জন্য যে আমাকে ছেড়ে কোথাকার এক হতভাগা বীরসিংহে সে আসক্ত হয়ে রয়েছে; এই দোষেই তার সকল গুণ ঢেকে গিয়েছে।

ভোলানাথের প্রবেশ।

কেও ? ওখানে কি করছিস্ ? এ দিকে আয় দেখি এক বার ? তোর রাজকুমারী কোথায় ?

ভোলা। কি আজ্ঞা কর্‌ছেন মশায় ?

ভীম। রাজকুমারী কোথায় ? তোকে বুঝি সারাদিন এক কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে ? পাজি কোথাকার ? হয় আমাকে সব ভেঙ্গে বল, নয় তোর বুক চিরে আমি সব কথা বের করে নেব। সে কি বীরসিংহের কাছে গিয়েছে ?

ভোলা। আপনি বলেন কি ? রাজকুমারী কেমন করো বীরসিংহের ওখানে যাবেন ? বীরসিংহ যে সেতারায় রয়েছেন ?

ভীম। সেতারায় রয়েছেন, আমার কথাটার বড় উত্তর হল ; আমি কি সেই পাজীটার তল্লাস করছি ?

ভোলা। বীরশ্রেষ্ঠ বীরসিংহ !

ভীম। পোড়ার মুখো বীর হনুমান ! যা জিজ্ঞাসা করছি তাই বল্। বীরসিংহ বীরসিংহ বই যে আর মুখে কথা নাই। গাঁ্যাগোঁ করলে হবে না, এই বেলা সব খুলে বল্ না হলে তোর মাথাটা উড়িয়ে দেব।

ভোলা। তিনি ইন্দোরের ওদিকে গিয়েছেন।—তা আমি তার বিশেষ কিছুই জানি না।

ভীম। আর ঢাকলে কি হবে ? চল্ আমার সঙ্গে চল্—সে যেখানেই থাক্ আমি গিয়ে তাকে ধর্য়ে আন্‌ছি।

ভোলা। (স্বগত) এই বার ত মুস্কিল করেছে। (প্রকাশ্য) আজ্ঞা আমার যাবার প্রয়োজন কি ?

ভীম। তোর সে কথায় কাজ কি ? চল্‌বি ত চল্, নয় ত রাজাকে বলে দিয়ে তোর প্রাণদণ্ড করব।

ভোলা। আজ্ঞা তবে চলুন। (স্বগত) তা গেলই বা ? রাজকুমারীর সন্ধান পাওয়া কঠিন, আর তিনি যেরূপ ছদ্মবেশ করেছেন তাঁকে দেখলেও চিনতে পারবে না। এখন এর হাত থেকে এড়াতে পারলে বাঁচি।

ভীম। তুই যা বল্লি ঠিক্ তো—সত্য তো সে ইন্দোরে গিয়েছে ?

ভোলা। আজ্ঞা হাঁ, সত্য বৈকি।

ভীম। দেখ্ আমি যে সব কাজ তোকে বলব তা যদি তুই করিস্ তা হলে তোকে আমি যথেষ্ট পুরস্কার দেব—আর মহারাজকে বল্যে যাতে তোর ভাল হয় তা করব।

কিন্তু আমি যা যা বল্‌ব ভালই হউক আর মন্দই হউক সব করতে হবে।

ভোলা। আজ্ঞা যা অনুমতি করেন তাই করব।

ভীম। যখন এক জন ভিক্ষুকের এত সেবা শুশ্রূষা কর-ছিলি, তখন যে আমার কর্ম্ম মন লাগিয়ে করবি তাতে আমার সন্দেহ হচ্চে না। ত আমার সঙ্গে যাবি কি না?

ভোলা। আজ্ঞা যাব বৈকি—চলুন না।

ভীম। এই নে তোকে এত টাকা দিচ্চি—বল্‌ দেখি তোর কাছে কি বীরসিংহের কোন কাপড় চোপড় আছে?

ভোলা। আজ্ঞা হাঁ আছে। রাজকুমারীর নিকট হতে বিদায় লবার সময় তাঁর গায়ে যে কাপড় ছিল তা আমার কাছে আছে।

ভীম। ভাল, সে কাপড় গুল আমাকে এনে দে ত—যা, তুই বড় কর্ম্মের লোক।

ভোলা। যে আজ্ঞা, এনে দিচ্চি।

[প্রস্থান।

ভীম। তোমার সঙ্গে ইন্দোরে দেখা হবে! বীরসিংহ, তোর সঙ্গেও সেখানে আমার বোঝাপড়া। এ কাপড় গুল যে এলে হয়। তার কথাটা আমার এখনো মনে আছে— সে আমাকে ওর "মলিন বসনের" সঙ্গে তুলনা দিয়ে আমার অপমান করেছিল। এই "মলিন বসন" পর্‌য়োই আমি তার সতীত্ব হরণ করব। প্রথমে বীরসিংহকে তার চোখের সামনেই বধ করতে হবে—তাতেই সে আমার বীরত্বের পরিচয় পাবে।— যখন সেটা মরবে, আমারও মনের স্বাদটা মিটবে, তখন তাকে রাজসভায় ধর্‌য়ো নিয়ে আসব,

যেমন আমাকে অপমান করেছে তেমনি তার প্রতিশোধ দিতে হবে।

বস্ত্র লইয়া ভোলানাথের প্রবেশ।

সে কাপড় কি এই?

ভোলা। আজ্ঞা হাঁ।

ভীম। কত দিন হলো সে ইন্দোরে গেছে?

ভোলা। তিনি হয় ত এখনো সেখানে পৌঁছেন নাই।

ভীম। আচ্ছা তবে কাপড় গুল আমার ঘরে নিয়ে এস। দেখো এ সব কোন কথা যেন ফাঁস না হয়। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করলে আমি যে তোমার কত উপকার করব তা পরে জানতে পারবে। এখন চল, ইন্দোরে যাবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক গিয়ে, একবার যেতে পারলে হয়!

[প্রস্থান।

ভোলা। তুমি যা বল্‌ছ তা যে আমা হতে হবে তা মনেও করো না। আমি বেঁচে থাকতে ত বীরসিংহের অনিষ্ট করতে পারব না। তোমার মনে যে কি কু অভিসন্ধি আছে তুমিই জান—কাপড়গুলই বা এ কেন চাইলে, আর আমিই বা কেন দিতে গেলেম। এখন রাজকুমারীর মঙ্গল হউক—আর এই পাগলটার যেন পণ্ডশ্রমই সার হয়!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বিন্ধ্যাচল প্রদেশ—ভরতগুহা সম্মুখ।

পুরুষবেশে সুশীলার প্রবেশ।

সুশী। মানুষের জীবন কি এত কষ্টবহ?
শ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত আমি—দুই রাত্রি ধরি
ভূমিশয্যা শয্যা মোর! হয়েছি কাতর।
কি করি উপায় তাহা ভাবিয়া না পাই।
পর্ব্বতশিখর হতে দেখাইল যবে
ভোলানাথ, বোধ হল চখের সামনে,
কোথায় পালাল এবে ইন্দোর নগরী?
দুখিনী নিরাশ হয়, হায়, পদে পদে।
পথ বল্যে দিল মোরে পথিক দুজন—
মিথ্যা কি কহিল তারা, কেন বা কহিবে?
হতেও বা পারে? ধনী মানী বল্যে যারা
জগতে বিখ্যাত, সত্য পথ ভ্রষ্ট হয়
তারাও যখন, বল ভিখারী কি করে
পেটের জ্বালায়। নাথ! হলে প্রতারক!

তারে মনে পড়্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা ঘুচে গেল,
অবসন্ন হতেছিনু কিছু ক্ষণ আগে
ক্ষুধা পরিশ্রমে ! ওমা ! হোথা কি আবার ?
যাবার যে পথও আছে ? বণ্যের নিবাস
বুঝি ? ডেকে দেখি—কিন্তু সাহস না হয়—
ভয় করিলে কি হবে, ক্ষুধার জ্বালায়
যাই মরে !—সুখশান্তি ভয়ের জননী—
কষ্টের জীবন কিন্তু সাহস জনক।
কে গা ? কে আছে হোথা ! সভ্য ভব্য বন্য
যেই হও সাড়া দেও। কই, কথা নাই—
পশিগে অন্তরে তবে খুলি তলবার—
অসি দেখে ডরে যদি শত্রু যে আমার
আমি যথা ডরি, সে কি চেয়েও দেখিবে
আমা পানে। যাই দেখি, যা থাকে কপালে।

ভরত, মহেন্দ্র, ভূপেন্দ্রের প্রবেশ।

ভরত। শিকারী প্রধান তুমি আজি মৃত্যুঞ্জয় !
ধনঞ্জয় আমি মিলে রাঁধিগে দুজনে—
শ্রমের যে ফল তাহা পাইব এখনি।
ক্ষুধানল জ্বলে যবে, যৎসামান্য কিছু

হয় অতি তৃপ্তিকর ; পরিশ্রান্ত জন
নিদ্রা যায় অনায়াসে পাথরের পরে,
নিষ্কর্ম্মা ভোগীর কাছে পুষ্পশয্যা সেও
হয় কন্টকে আবৃত !

মহে। আজি বড় শ্রান্ত
হইয়াছি আমি ভাই—

ভূপে। আমিও তেমনি
ক্ষুধাতে শ্রমেতে ভাই হয়েছি কাতর।

মহে। গুহাতে সঞ্চিত যাহা খাওয়া যাক্ আগে
রন্ধন হইলে হবে প্রচুর ভোজন।

ভরত। রও, রও, যেয়োনা ভিতরে।—দেখ, দেখ,
(গুহার ভিতরে দৃষ্টিপাত করিয়া)
আহা যেন স্বর্গ হতে দেবতা নামিয়া
এসেছে ভূতলে কিন্তু আশ্চর্য্য আবার
ভিখারীর মত খেতে বসিয়াছে দেখ
আমাদের খাবার সামগ্রী

মহে। কি হয়েছে ?

ভরত। কিম্বা হয় ত কোন রাজার কুমার
মৃগয়ায় বাহিরিয়ে, পথহারা হয়ে
এসে পড়েছে হেথায়—আহা কি সুন্দর !

সুশীলার পুনঃ প্রবেশ।

সুশী। হয়ো না হয়ো না রুষ্ট, পশিবার আগে
কত ডাকাডাকি করিলাম বলিব কি?
মনে ছিল কিনে কিম্বা ভিক্ষা করে্য লব
আহার সামগ্রী; চুরি করিবার নহে
মন; স্বর্ণ যদি পড়ি যায় গড়াগড়ি
তবুও ছুঁইনা তাহা,—যা খেয়েছি তার
মূল্য এই; এই নেও, কত নেবে বল।
রাখিয়া যেতেম মূল্য যাইবার কালে
কেহ না আসিতে যদি; আশীর্ব্বাদ করে্য
তারে ভুঞ্জিলাম সুখে যাহার প্রসাদ।

মহে। রাখ রাখ—আমরা চাহিনা কিছু; টাকা
কড়ির প্রত্যাশী নহি মোরা

ভূপে। সোনা রূপা
যাক্ মাটী হয়ে সব—সংসারী লোকেরা
কাঞ্চন দেবতা পুজে, আমরা কি ধার
ধারি বল তার?

সুশী। রাগ করেছ তোমরা;
যে দোষ করেছি, মার যদি তার তরে,
মার, কি করি? শুকায়ে মরিতাম আমি,

তা না হয়ে তোমাদের হাতে মরি, মার।

ভরত। কে তুমি আইলে হেথা? যাবে বা কোথায়?

সুশী। ইন্দোরে যাইব আমি।

ভরত। কি নাম তোমার?

সুশী। শশীন্দ্র আমার নাম—মহারাষ্ট্র দেশে
বন্ধু গিয়াছে আমার—তার অন্বেষণে
পথ চল্যে চল্যে, হয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত অতি
করেছি এ অপরাধ—

ভরত। থাকুক সে কথা—
গুহা মধ্যে থাকি বটে নীচ নহে মন—
বনবাসী বল্যে বন্য নহি গো আমরা—
ভাল সময়ে এসেছ—হয়েছে আঁধার—
খেয়ে দেয়ে জিরিয়ে এ স্থান হতে যাও,
সামান্য আতিথ্য কিছু করহ গ্রহণ।—
যাও, সাধ্যমতে পূজ গিয়া অতিথিরে

মহে। নারী যদি হতে তুমি, গৃহিণী হইয়ে
থাকিতে হেথায়; আহা, কি আনন্দে তোমা
সহ কাটাতেম কাল!—

ভূপে। পুরুষ হয়েছ
ক্ষেতিই কি, ভাই সম রাখিব তোমারে।

বহুদিন পরে ঘরে এলে ভাই, তার
আদর যেমন, জেন তোমারও তেমনি।
ভয় নাই আসিয়াছ বন্ধু মাঝে তুমি।

সুশী। বন্ধু বৈকি ভাই হলে যদি। (স্বগত) সত্য যদি
ভাই হইতে তোমরা—হতেম কি সুখী ?
বীরসিংহে হারাইয়ে ভাল বাসিবার
স্থান থাকিত আমার—

ভরত। মনে যেন এর
কোন অসুখ জাগিছে—

মহে। কিসে ভাই একে
একটু আমোদে রাখা যায় ?

ভূপে আমাদের
এখানে আছেই বা কি ? যেখানে যা পাই
যোগাইয়া আনি সব তুষিতে ইহারে ;
ইচ্ছা হয় প্রাণ দিয়ে সুখী করি এরে ;
কি চাহে জিজ্ঞাস ভাই

ভরত। বলি শুন—শুন

(কানে কানে কথা)

সুশী। রাজসভামধ্যে যারা থাকে চিরদিন
ধন মান প্রভুত্বের করয়ে গৌরব,

এমন সরল মন, উদার প্রকৃতি—
আহা, দেখিনে কাহারো। ধুয়ে থাক্ তারা
নিজ কুল মান লয়ে।—এমন কি পাব ?
ইচ্ছা হয় নারীজন্ম ঘুচে যাক মোর,
সহচর হয়ে থাকি এদের এখানে

ভরত। চল তবে, আহার সামগ্রী যাহা আছে
করিগে প্রস্তুত—এস, উপোষে উপোষে
কথাবার্ত্তা নাহি সাজে—আহারের পরে
শোনা যাবে তোমার যে সব বিবরণ
মন খুলে বল যদি পর নাহি ভেবে।

মহে। এস ভাই কাছে এস

ভূপে। কি আনন্দ ভাই
হতেছে তোমারে পেয়ে, দেখিয়ে চাঁদেরে
চকোর হয়না তত সুখী—

সুশী। তোমাদের
এ আতিথ্যে সব শ্রান্তি হল দূর—নব
জীবন পাইনু যেন !

ভূপে। এস সঙ্গে এস।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

সেতারা—এক প্রকাশ্য স্থান।

এক রাজপুরুষ ও এক সৈনিকপুরুষের প্রবেশ।

রাজ। আমাদের সম্রাটের এই অনুজ্ঞাপত্র দেখ। এখন মহারাষ্ট্রীয় সেনা কতক দিল্লিতে কতক দক্ষিণে নিযুক্ত রয়েছে — তাতে জয়পুরের রাজার সহিত যুদ্ধের জন্য সেনার অভাব হয়েছে, এখন নূতন কতকগুলি সেনা প্রস্তুত করতে হবে। অতএব এখানকার ক্ষত্রিয় প্রধান ও অন্যান্য যুদ্ধোৎসাহী ভদ্র লোকদিগকে সৈন্যদল ভুক্ত করবার জন্য যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। সম্রাটের জয় হউক!

সৈনি। শম্ভুজি কি সেনাপতি পদে নিযুক্ত হয়েছেন?

রাজ। হাঁ।

সৈনি। এখন কি তিনি ইন্দোরে আছেন?

রাজ। ইন্দোরে কতক সৈন্য লয়ে রয়েছেন—সেই সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য এখান হইতে সৈন্য প্রেরণ করতে হবে। যাও এ বিষয়ের চেষ্টা দেখ গিয়ে।

সৈনি। আমাদের কর্ত্তব্য সাধন জন্যে যত্নের কোন ত্রুটি হবে না। এখানকার সকলেই এ যুদ্ধের জন্য উৎসাহী হয়েছে—শীঘ্র সকলি প্রস্তুত হবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিন্ধ্যাচল প্রদেশ—ভরতগুহা সন্নিকট।

ভীমকেতুর প্রবেশ।

ভীম। ভোলানাথ যদি সত্য বল্যে থাকে তবে এই খানেই তাদের সঙ্গে দেখা হবার কথা। এই বেশে সুশীলাকে একবার সম্ভোগ করতে পারলে আমার মনের আগুনটা নেবে! —তার যে কি কুবুদ্ধি ঘটেছে—সে যে কেন আমাকে চায় না তার কিছুই ঠিক করতে পারছি না। আপনার বিষয় আপনাআপনি বলাতে আর গুমর করা হয় না—আপনার ঘরে আর্শীতে মুখ দেখতে আর ক্ষতি কি? রূপখানা যে আমার নিতান্ত মন্দ তা নয়—বল তার চেয়ে অধিক—ভাগ্যেতে তা হতে খাটো নই—কুলেতে উচ্চ—আর যুদ্ধ বিদ্যায় আমার সঙ্গে তার ত তুলনাই হয় না। তবে সেটাকে যে ও এত ভাল বাসে তার কি গুণ দেখে! স্ত্রীলোক বৈ ত নয়, কত বুদ্ধি হবে! দেখ্ বীরসিংহ, আর দুই দণ্ড পরে তোর ঘাড়ে আর গর্দ্দান থাকবে না, তোর প্রেয়সীর সতীত্ব থাকবে না;—তাকে ধর্যে রাজবাটীতে নিয়ে যাব। তাতে রাজা কিছু রাগ করতে পারেন কিন্তু তিনি ত রাণীর মন্ত্রের বশ—বরং দোষ কেটে গিয়ে আমার গৌরবই বৃদ্ধি হবে!

এখন ত ঘোড়াটাকে বাঁধা হল—তরবার! তুই যেন আমাকে লজ্জায় ফেলিস নে, ভাগ্য তুমি প্রসন্ন হয়ে আমাকে তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেও। ভোলানাথ যা বলেছিল তাতে তাদের সঙ্গে এই খানেই দেখা শুন হবার কথা। সে বেটা কি আমাকে ঠকাতে সাহস করবে? এখন আমাকে ফেলে পালালো কোথায়?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ভরতগুহা সম্মুখ স্থান।

গুহার অভ্যন্তর হইতে ভরত, মহেন্দ্র, ভুপেন্দ্র
ও সুশীলার প্রবেশ।

ভরত। আজ বড় ভাল নেই তোমার শরীর—
গুহাতেই থাক তুমি, শিকারের পরে
আসিব আমরা সবে তোমার এখানে
ভুপে। সুখে থাক ভাই, ভাই নহি কি আমরা?
সুশী। মানুষে মানুষে বটে ভ্রাতার সমান—
(স্বগত) আহা যেমন ইহারা, এদের যে ভাই
বলিতেই ইচ্ছা হয়।—(প্রকাশে) শরীরটা বড়

ভাল নাই!—

মহে। তোমরা শিকারে যাও, আমি
থাকি শশীন্দ্রের কাছে

সুশী। তা কেন? আমি ত
নিতান্ত পীড়িত নহি—একটু অসুখ
বৈ ত নয়—হয়োনা উতলা—কাজে যাও।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্মে আলস্য করোনা,
ঢিলে দেওয়া তাতে বহু অনর্থের মূল।
পীড়িত যদিও হই—তোমরা থাকিলে
পীড়ার কি উপশম হবে? তাহা বল;
নির্জনে থাকিতে আমি ভাল বাসি—যাও
তবে হেথা রেখে মোরে।

মহে। কত ভাল বাসি
শশীন্দ্র তোমারে আমি, নাহি তার তুলা—
আমরা এখানে আর কারেও দেখি না
খালি পিতাকেই জানি কিন্তু তোমা পরে
তাঁ হতেও হতেছে অধিক ভাল বাসা

ভরত। কি বল্লে কি বল্লে?

ভূপে। দাদা কহিলেন যাহা
আমিও তাহাই বলি। কেন যে চাহিছে

মন ভাল বাসিতে ইহারে আপনার
বল্যে—নাহি জানি তাহা। তুমি ত বলেছ
ভালবাসার নাহি "কেন"; যম যদি চাহে
তোমা দুজনার এক জনে, বলি তারে
এরে নয়, লয়ে যাও জনক ঠাকুরে।

ভরত। কি মহত্ত্ব! কি আশ্চর্য্য শক্তি স্বভাবের!
হবে না? যেমন বীজ তরুও তেমনি;
সন্তান জনক সম! সিংহের শাবক
হয় কি মেষের মত? নীচে নীচ মেলে
মহতে মহত। সত্য আমি ত এদের
পিতা নই; আমায় যত না ভাল বাসে
এই অজ্ঞাত অতিথি পরে আমা হতে
অধিক আদর—এ ত সামান্য না কেহ!

ভূপে। তবে আমরা এখন আসি ভাই—

সুশী। যাও,
মনের সুখেতে ভাই করগে শিকার।

ভূপে। ফিরিয়া আসিব যবে ভাল দেখি যেন—

সুশী। (স্বগত) আহা মরি, ছেলে দুটি কেমন দয়ালু।
মিথ্যা কথা শুনে হল কান ঝালাপালা!
সভাসদ্ সবাই বলে, রাজসভামাঝে

রীতি নীতি সভ্যতা ভব্যতা, যা দেখিনু
তাতে অসত্য সে কথা, প্রমাণ হতেছে।
বিশাল অর্ণব ধরে কত কদাকার
বিভীষণ জলচর আপন উদরে,
সামান্য যে নদ নদী, সিন্ধু অনুগামী,
তাহাতেও জন্মে মীন সুখাদ্য সুন্দর।
শরীরটে ভাল নাই—মনেরও অসুখ ;
তোমার ঔষধ খেয়ে দেখি, ভোলানাথ !

মহে। এর নিগূঢ় কথাটা জানা নাহি গেল !
এত করে জিজ্ঞাসিনু এরে—স্পষ্ট কোন
উত্তর দিলে না; আহা, কে ইটি জানিতে
বড় বাসনা আমার

ভূপে।   কহিল আমারে
জিজ্ঞাসা করোনা মোরে কোন কথা আজি—
বিশেষ জানিবে পরে—

ভরত।   যাই তবে, শশি,
ত্বরায় আসিব ফিরে, গুহা মধ্যে গিয়ে
করগে বিশ্রাম।—

ভূপে।   এই এলেম বল্যে ভাই

মহে। শীঘ্র ভাল হয়ে নেও, তোমার অসুখে

সবাই অসুখী, কিছু নাহি ভাল লাগে

সুশী। কৃতার্থ হইনু আমি তোমাদের এত

অনুগ্রহে

(গুহার মধ্যে প্রবেশ)

ভরত। দুরবস্থা ঘটেছে ইহার—

ভাল ঘরে জন্ম কিন্তু নাহি তাহে ভুল।

ভূপে। কেমন মধুর গান বলিহারি যাই।

মহে। রন্ধন কি পরিপাটী, যার ক্ষুধা নাই

তারও হয় রুচি —

ভূপে। আহা! কি মধুর হাসি!

মাঝে মাঝে এক একটী গভীর নিঃশ্বাস

পড়ছিল ভাই, তার হাস্যেতে নিঃশ্বাসে

যেন করছিল খেলা—

মহে। বোধ হয় যেন

অন্তরে জ্বলিছে কোন তীব্র শোকানল—

ভূপে। বিষাদ রেখেছে ঢেকে তার ধৈর্য্যগুণে;

ধৈর্য্য, হইয়ে তুমি সারবান্ তরু

শুষে নেও তার শোকলতা

ভরত। চল চল

বেলা হলো। হোথা কে আবার? দেখ দেখ—

ভীমকেতুর প্রবেশ।

ভীম। সেই দেশত্যাগী হতভাগাকে যে কোথাও দেখতে পেলেম না।—সে বেটা দেখছি ফাঁকি দিয়েছে। বড়ই শ্রান্ত হয়ে পড়েছি।

ভরত। "দেশত্যাগী!" আমাদের ত বলছে না? লোক-টাকে যেন জানি মনে হচ্চে—রা'ণীর ভাই ভীমকেতু। আমাদের যদি ধরতে এসে থাকে—পালাও পালাও।

মহে। ও একলা বই ত নয়—তুমি আমার ভায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখগে যাও আর কেউ আছে কি না, আমি এখানেই রইলেম।

[ভরত ও ভূপেন্দ্রের প্রস্থান।

ভীম। তোরা যে পালাচ্চিস? কে তোরা? কোন পাহাড়ে বুন না কি?—তুই বা কে?

মহে। যে এমন বুনোর মত কথা কয় তার কথার কোন উত্তর দিই না।

ভীম। তোরা চোর ডাকাত কেউ হবি বুঝি, এখানে ভয়ে পালিয়ে রয়েছিস্—এই বেলা ধরা দে।

মহে। তোকে ধরা দেব? কে তুই? তোর মত আমারও হাত আছে—আমিও তলবার ধরতে পারি—তোর লম্বা লম্বা কথাই সার।—তুই কে যে তোকে ধরা দেব?

ভীম। পাজী লক্ষ্মীছাড়া! তুই আমার বেশ দেখেও চিনতে পারলি নে?

মহে। বেশ দেখে ভদ্র অভদ্র কোন্ কালে চেনা গিয়ে থাকে?

ভীম। তবে কিসে গিয়ে থাকে ?

মহে। তাও জানিস্ নে ? দূর হ এখান থেকে—কোথা-কার একটা উল্লুক এসে জুটলো !

ভীম। বদমায়েষ কোথাকারে—আমি কে ত শুনলে ভয়ে এখুনি কাঁপবি—

মহে। তোর নাম কি ?

ভীম। আমার নাম ভীমকেতু—পাজি কোথাকার।

মহে। তুই শতবার পাজী, তোর নামে আবার আমি কাঁপব—তাচ্চেয়ে আমাকে সাপ ব্যাঙের নাম শোনালিনে কেন, তাতে যে আমার ভয় হত ?

ভীম। তোর ভয় হচ্চে না, তবে শোন্ আমি রাণীর ভাই—

মহে। তুই যে ঘরে জন্মেছিস তার মত ত তোর রীতি নীতি নয়—

ভীম। এখনো তোর ভয় হচ্চে না ?

মহে। যারা জ্ঞানী, শ্রদ্ধার পাত্র তাদেরই ভয় করি—পাগল দেখে হাঁসিই পায় তাকে আবার ভয় কি করবো !

ভীম। রোস্ তবে তোকে দেখাচ্ছি—তোর মাথাটা জয়পুরের ফাঁসি কাটে না ঝুলিয়ে আর আমি যাচ্ছি নে। এখনো মাপ্ চা —

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

ভরত ভূপেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ।

ভরত। কৈ আর তো কোন লোক জন দেখা যাচ্ছে না।

ভূপে। কৈ কেউ কোথাও নেই—তোমার হয় ত ভুল হয়ে থাকবে—এ আর কেউ হবে।

ভরত। তা হতেও পারে।—না. তাকে অনেক বৎসর পরে দেখলেম বটে কিন্তু তার চেহারাটা যে বড় বদলেছে তা নয়—আর তার সিংহের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন ও মুখের ভাব ভঙ্গী সেইরূপই রয়েছে। এ যে ভীমকেতু তাতে আর কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই।

ভূপে। এখানেই ত আমরা তাদের দু জনকে দেখে গিয়েছিলেম—দাদা তাকে আচ্ছা করে ঠুকে না দিয়ে আর ছাড়েন নি দেখছি—

ভরত। সে যেরূপ সাহসী, কিছুতেই তার ভয় নাই। বালক কি না, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা নাই—বুদ্ধি বিবেচনাই অনেক সময় ভয় প্রসব করে—এই যে মহেন্দ্র এলেন—

ভীমের মুণ্ড লইয়া মহেন্দ্রের প্রবেশ।

মহে। কি কুক্ষণেই এই পাগলটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল? কেনই বা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল—

ভরত। কেন, করেছ কি?

মহে। এই দেখ না কি করেছি। কে এক জন এসেছিল তার নাম ভীমকেতু না কি—বলে আমি রাণীর ভাই—আর আমাকে চোর ডাকাত বলে৷ কতই গালাগালি দিতে লাগল—আর আমাকে বলে যে "তোর মাথা কেটে জয়পুরের ফাঁসিকাটে ঝুলিয়ে দেব।"

ভরত। কি সর্ব্বনাশ করেছো!

মহে। কেন, তাতে আমাদের ক্ষতিটা কি হয়েছে। সেই

ত আমাদের অনিষ্ট করবার জন্য এসেছিল—আর আমরা রাজনিয়মের কি ধার ধারি? সে বেটা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল—আর যা ইচ্ছা তাই বল্যে গালাগালি দিতে লাগল—আমি কি অমনি অমনি ছেড়ে দেব। আর কারো সঙ্গে কি তোমার দেখা হল?

ভরত। কৈ জনপ্রাণীও দেখতে পেলেম না। মনে করেছিলেম তার সঙ্গে লোকজন থাকবে কিন্তু তার মেজাজের কোন কালেই ঠিক ছিল না; এই নির্জ্জন স্থানে একাকী আসতে সাহস করা এ নিতান্ত উন্মাদ না হলে আর কেহ পারে না।

ভূপে। যা হবার তা হয়েছে—বেশ হয়েছে! যেমন তেমনি—

ভরত। আজ শিকার করতে যাবার ইচ্ছা ছিল না। এ দিকে শশীন্দ্র বেচারা পীড়িত, তাকে ছেড়ে যাওয়া ভাল হয় নি—

মহে। তার আপনার তরবারেই তার মস্তকচ্ছেদন করেছি—মাথাটা পর্ব্বতের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেই গিয়ে—শেয়াল কুকুরের কাছে এখন রাণীর ভাই বল্যে পরিচয় দিক গে—

[প্রস্থান।

ভরত। এ হতে কোন একটা উৎপাত ঘটতে পারে—মৃত্যুঞ্জয় এ কাজটা না করলেই ভাল হত।

ভূপে। আমি যদি করতেম ত ভাল হত—দাদার উপর হিংসা হচ্চে এমন সাহসের কার্য্যটা আপনিই করলেন—

ভরত। যা হয়েছে হয়েছেই—ও কথা আর ভাবলে কি

হবে। আজ আমাদের আর শিকারে কাজ নাই—এস গুহাতে যাওয়া যাক। শশীন্দ্রে তোমাতে মিলে রাঁধ গে যাও—আমি মৃত্যুঞ্জয়কে লয়ে এখনি যাচ্চি।

ভূপে। শশীন্দ্র বেচারা পীড়িত—যাই তার কাছে শীঘ্র যাই! ফ্যাকাশে বর্ণটা গিয়ে তার মুখে যদি একটু রক্ত আসে—তার জন্য এমন দশটা ভীম[illegible] দিতে পারা যায়।

[ভূপেন্দ্রের প্রস্থান।

ভরত। স্বভাব-সুন্দর এই যুবক দুজনা।
এ দিকে কেমন শান্ত! মন্দ মন্দ বায়ু
ধীরে ধীরে বহে যায় পদ্মের উপরে,
নাড়ে না একটি পাতা, শান্ত সেইরূপ।
উত্তেজিত হল যদি, প্রচণ্ড ঝটিকা
আপাদ মস্তক যথা করে কম্পমান্
হিমাচল তরুবরে, তেমনি প্রচণ্ড!
কি আশ্চর্য্য হায় হায়, কোথা শেখে নাই
দেখে নাই, শুনে নাই—অতুল ঔদার্য্য,
অমায়িক সরলতা—বিনয় নম্রতা—
অসম সাহস সিংহ শাবক সমান—
এ সব পেয়েছে তারা আপনা আপনি—
সদ্‌গুণ জন্মেছে স্বভাবতঃ, দেখে কিন্তু

বোধ হয় যেন কত যতনে রোপিত
তাদের হৃদয়ে!—এই ভীমের মরণে
উৎপাত না ঘটে কোন, তবে হয় ভাল!

মহেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ।

মহে। ভূপেন্দ্র কোথায়? আমি সেই ভীমের মুণ্ডটা এমন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি যে হয় ত তা রাণীর কাছে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু তার ধড়টা আমাদেরই কাছে বন্ধক আছে।

[নেপথ্যে গম্ভীর বাদ্য।

ভরত। আমি যে বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণ করেছি সেইটা ধনঞ্জয় বাজাচ্চে। এখন কেন বাজাচ্চে? ঐ শোন!

মহে। সে কি গুহায় গিয়েছে?

ভরত। এই মাত্র এখান থেকে গেল।

মহে। সে যন্ত্র এখন কেন বাজাচ্চে? মার মৃত্যু হয়ে অবধি তাতে আর হাত দেওয়া হয় নি। অসময়ে এ বাজনা কেন?

ভরত। এই যে সে আসছে।

মৃতকল্প সুশীলা হস্তে ভূপেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ।

ভূপে। আহা হা! যে পাখিটিকে এত যত্ন করে
রেখেছিনু, মরে গেল সিটি! হারাইনু!
আমারে নিলেনা কেন যম তারে রেখে?
মহে। পদ্মটি শুকিয়ে গেল, আহা মরি মরি!

ভরত। অকালে শুকিয়ে গেলে, বাঁচিয়া থাকিলে
কতই সৌরভ দিতে কে পারে বলিতে ?
শোকে শুষে নিল তব প্রাণ। রে বিকট
কীট ! এই সুকোমল ফুলে তোর বাস ?
নাহিক এমন স্থান যথা তুই নাই।
রাজার রাজমুকুটে থাকিস্ লুকায়ে—
ভোগীর যে ভোগাসন, সেও তোর বাসা।
বল দেখি গিয়ে তারে কিরূপ দেখিলে ?

ভূপে। অসাড় চেতনা শূন্য দেখিছ যেরূপ !
হাত পরে হাত দিয়ে শুয়ে ভূমি পরে।
যেন সে দেখিছে কোন মধুর স্বপন
এমন মধুর হাসি অধরে লাগিয়ে—
আস্তে আস্তে তুলে নিনু পাদুকা দুখানি
নিদ্রা ভঙ্গ হয় পাছে !

মহে।　　　　এখনো নিদ্রিত
যেন। শুন ভাই বলি—তোমার কি মত ?—
চিতানলে দগ্ধ করা হবে না এ দেহ।
কোমল কমল ইটি—অনলে ফেলিয়া
দিতে কার হয় মন

ভূপে।　　　　ভাল ভাল ফুল

এনে দেব উপহার শশীন্দ্র তোমারে,
বিহান বিকাল রাত্রে ; তুমি শশী, তব
প্রিয়ফুল কুমুদ আনিব খুঁজে পেতে।
যুতী যাতী মল্লিকা মালতী ; কোকনদ
যার কান্তি জিনে তব লোচনের ছটা,
গোলাব রজনীগন্ধ চম্পক বকুল
গন্ধরাজ সেফালিকা, সুগন্ধি কমল,
রাশি রাশি পুষ্প এনে ছড়াইব তব
বদন উপরে ; হেথা ধন নাহি আন,
প্রচুর রয়েছে কিন্তু কুসুম সম্পদ—

মহে। আর কেন হে ভূপেন্দ্র, এখন কি তুমি
খেলিতে বসিলে এই মৃতদেহ লয়ে ?
চল যাই করি গিয়ে অন্ত্যেষ্টি ইহার
যথা বিধি

ভূপে। বল দেখি কোথা রাখি এরে ?

মহে। মায়ের সে চিতানল জ্বলেছিল যথা
এরে রাখ তার পাশে—

ভূপে। একটী দুখের
গীত গাইতে গাইতে লয়ে চল এরে।
মাতার মরণ কালে গেয়েছিনু যথা—

মহে। গাইতে পারি না আমি—সুভাব সঙ্গীত
আনাড়ীর মুখে গান অতি হাস্যকর,
চামারের মুখে যথা বেদের বচন।
ভূপে। আবৃত্তি করিয়া তবে বলিব দুজনে।
ভরত। কোন ভারি দুঃখ এলে অল্প দুঃখ গুল
ভুলে যেতে হয়, তাই ভুলে গেছ ভীমে।
দেখ, তারে ফেলে রাখা উচিত কি হয়?
—যাই হোক্ তবু ও ত রাণীর সে ভাই
বটে—শত্রু হল যেন আমাদের, তার
কাজের ত পেয়েছে সে যোগ্য প্রতিফল—
তবে আর কেন, আন তার মৃতদেহ—
দেহের সংস্কার তার কর যথাবিধি—
মহে। যাও ভাই, আন গিয়ে মৃতদেহ তার—
মৃত্যু সবাকার ঢাকে দোষ, তাই তার
দোষ ভুলি গুণ গণি করহ সম্মান।

(ভরতের প্রতি)

ভূপে। তুমি আন গিয়ে তার দেহ—ততক্ষণ
পড়ে রাখি হেথা মোরা রচেছি যে গীত—

[ভরতের প্রস্থান।

১

মহে। শীত গ্রীষ্মে নাহি কোন ভয়
রোগ শোক করিয়াছ জয়
সংসারের কৃত্য সমাপন
করি গেলে নিজ নিকেতন
রাজা প্রজা প্রভু কিবা দাস
কার সাধ্য কাটে মৃত্যু পাশ

২

ভূপে। লোকের পীড়নে নাহি ভয়
অন্যায় অত্যাচার নাহি রয়
খাওয়া পরার নাহিক ভাবনা
ঘুচিলেক যতেক যাতনা
রোগশয্যা ভোগীর আবাস
যথা তথা পশে মৃত্যুপাশ

৩

মহে। নাহি ডরো বিদ্যুত অশনি
তোমা কাছে তুল্য মণি ফণি
ভূপে। কলঙ্কের নাহি কোন ভয়
গঞ্জনার ধার হল ক্ষয়

মহে। } অধো মর্ত্ত্য লোকে করি বাস
ভূপে। } কার সাধ্য কাটে মৃত্যুপাশ

৪

মহে। সকল বিঘ্ন হউক দূর
ভূপে। হিংস্র জন্তু এস না ক্রূর
মহে। শকুনী গৃধিনী তোমরা সবে
ভূপে। আসিয়া কখনো ছুঁয়োনা শবে
মহে ডাকিনী পেতিনী এসনা কাছে
ভূপে! নিদ্রা ভঙ্গ হইবে পাছে
মহে। } মনের সুখে নিদ্রা যাও
ভূপে। } কুশলে আরামে শুইয়ে রও।

ভীমের মৃতদেহ লইয়া ভরতের পুনঃ প্রবেশ।

মহে। আমাদের গান ত হল। এখন এখানেই এদের রাখা যাক।

ভরত। এই যে এক রাশ ফুল আনা গিয়েছে এর মুখে ছড়িয়ে দেও। তুমি ত একটী ফুল ছিলে এখন শুকিয়ে গিয়েছ—ফুল গুলিও কাল শুকিয়ে যাবে। এস আমরা এখন যাই। মা বসুন্ধরে! তুমিই একে জন্ম দিয়েছিলে আবার তুমিই এখন গ্রহণ কর, এর নিকট হতে সুখ দুঃখ জন্মের মত বিদায় লয়েছে—

[মহেন্দ্র, ভূপেন্দ্র, ভরতের প্রস্থান।

সুশী। (জাগিয়)

ওগো! ইন্দোরের পথ কোথা বল দেখি ?
ঐকি তা দেখা যায় ? আর কত দূর ?
এখনো ছ ক্রোশ আছে ? সারা রাত চল্যে
চল্যে হইলাম সারা ; নিদ্রা যাই আরো
একটুকু—ও মা! এ কে ? হেথা কে আবার ?
এই ফুল গুলি যেন সাংসারিক সুখ—
রক্ত মাখা দেহ এই তাহার জঞ্জাল।
স্বপন দেখ্ছি না কি ? কোথা ছিনু আমি
গুহার রক্ষক এবে কোথায় এসেছি ?
সকল শরীর মোর কাঁপিছে ভয়েতে।
হে অভয়ে! এ অবলা পরে করুণার
বিন্দু এক কর বরষণ। একি মায়া,
কি স্বপন, হল কি বা মোর মতিভ্রম ?
কোথা হতে এল এই শিরোহীন দেহ ?
বীরসিংহের বসন গাত্রের উপরে—
সেই পায়ের গড়ণ—তারি এই দেহ—
আজানুলম্বিত বাহু—স্থূল উরুদেশ
তার মত ; কোথা গেল চাঁদ মুখ তার ?
হায় কি হল আমার ? কোথা গেলে নাথ

রেখে অবলারে ? ভোলা, তোর কৃত্য এই !
ভীমকেতু সহ তুই করিয়ে মন্ত্রণা
করেছিস এই কাজ; পতি হস্তাক্ষর
নিজ হাতে জাল করে্য দেখায়ে আমারে—
করেছিস্ সর্ব্বনাশ নিশ্চয় আমার।
বীরসিংহ কোথা গেলে? কোথা চলে গেলে
ফেলিয়ে অরণ্য মাঝে অনাথিনী মোরে ?
সেটা আর ভীমকেতু মিলিয়ে দুজনে
বধেছে নাথেরে—হায় কি হল আমার।
সেই জন্য বটে এত ঔষধের গুণ
ব্যাখ্যা করে্য খেতে দিল মোরে ভোলানাথ।
খেয়ে ত প্রমাদ এই ঘটিল আমার।
সংশয় হতেছে দূর—সেই ভীমকেতু
আর ভোলার এ কাজ—হা নাথ! হা নাথ!

(দেহোপরি পতন)

শম্ভুজি, এক জন সুবাদার, সৈনিকপুরুষ ও এক জন দৈবজ্ঞের প্রবেশ।

সুবা। আপনার অনুমত্যনুসারে উত্তর দিক হইতে এখানে এক দল সৈন্য উপস্থিত হয়েছে।

শম্ভু। সেতারা হতে যে সৈন্যদল আসবার কথা তা ত এখনো এসে পৌঁছিল না।

সুবা। আমাদের পেশওয়ার উৎসাহে ও উদ্যোগে অনেকানেক ভদ্রলোক স্বেচ্ছাক্রমে সৈন্যদল ভুক্ত হয়েছে, আর সুযোধনের ভাই জনার্দ্দন তাদের নিয়ে এখানে আসছেন।

শম্ভু। কত দিনে তারা এসে পৌঁছবে বোধ কর?

সুবা। মহাশয় তারা দেখতে দেখতে এসে পড়ল আর কি।

শম্ভু। এত ত্বরায় যুদ্ধ সজ্জার আয়োজন দেখে বড় সন্তুষ্ট হলেম। এখন সৈন্য দল সকলকে একত্র কর আর সৈনিকপুরুষদিগকে তৎপর হতে আদেশ কর। তবে আচার্য্য মশায় বলুন দেখি, এ যুদ্ধের ফলাফল কি দেখছেন।

দৈবজ্ঞ। গতরাত্রে ভগবান্ আমাকে স্বপ্ন দিয়েছিলেন, অনেক সাধনার পর সে স্বপ্ন পেয়েছিলেম; দেখলেম যেন বৃষভবাহন মহাদেব জয়পুরাভিমুখে ত্রিশূল নিক্ষেপ করলেন আর সেই ত্রিশূল সূর্য্যকিরণে বিলীন হয়ে গেল—আমার গণনায় যদি দোষ না থাকে তবে তার অর্থ এই হচ্চে যে এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রেরই জয়।

শম্ভু। এ স্বপ্ন যেন তোমার সত্যই হয়।—দেখ, ওদিকে দেখ একটা মৃতদেহ পড়্যে রয়েছে; এ কোন বীরপুরুষের দেহ, সন্দেহ নাই, ভগ্নদশাতেও মহতের মাহাত্ম্য লক্ষিত হয়ে থাকে। ওর উপরে কে এক জন শুয়ে রয়েছে—মৃত কি জীবিত বোঝা যাচ্চে না। বোধ হচ্চে যেন মরেই রয়েছে, মর্য়ে না থাকলে একটা শবকে আলিঙ্গন কর্য়ে থাকবে কেন? —ওর মুখ খানা তুলে দেখ দেখি।

সুবা। এ যে বেঁচে আছে মহাশয়—এই দেখুন।

শম্ভু। তবে এর কাছ থেকেই সব জানা যাবে এখুনি।

ওহে কে তুমি? ও শবকে কেন তোমার শয্যা করেছ—ও কার দেহ—কে ওর এমন দশা করলে।—তুমিই বা কে, এখানে কি করছ?

সুশী। আমার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন—আমি প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছি এই ঢের। ইনি আমার প্রভু ছিলেন —নিবাস জয়পুর; পাহাড়ে বন্য লোকেরা এখানে একে মেরে ফেলে রেখে গিয়েছে। হায়—আমার আর কেউ নাই, কোথা যাব; যেখানেই যাই, এমন মনিব আর পাব না!

শম্ভু। আহা! বেস ছেলেটি! তোমার মনিবের নাম কি বল দেখি?

সুশী। বলেন্দ্র সিংহ (স্বগত) এ মিথ্যা কথায় বোধ হয় কোন দোষ নাই।

শম্ভু। তোমার নাম কি?

সুশী। আমার নাম শশীন্দ্র।

শম্ভু। তোমার যেমন রূপ তেমনি নামও বটে—তুমি আমার কাছে কোন কর্ম্মকাজ করবে?

সুশী। এখনি আপনার অনুগামী হব। আমাকে যদি একটুকু সময় দেন তবে বন থেকে পত্র পুষ্প সংগ্রহ করে এনে এই মৃতদেহ আবৃত করি আর এর উপর কিছু কাল অশ্রুপাত করে শোক নিবারণ করি, পরে আপনার নিকট এসে উপস্থিত হব।

শম্ভু। আচ্ছা এস। তোমাকে আমি পুত্রের মত পোষণ করব—কোন চিন্তা নাই। আর কেঁদ না, চক্ষের জল পুঁছে আমার সঙ্গে এস।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর এক প্রকোষ্ঠ।

জয়সিংহ, সভাসদ্গণ, ভোলানাথ ও অন্যান্য
অনুচর বর্গের প্রবেশ।

জয়। যাও, আবার যাও, রাজমহিষী কেমন আছেন জেনে এস।

[অনুচরের প্রস্থান।

তাঁর ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে একে ব্যাকুল তাতে আবার জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েছেন; জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হয়ে উঠেছে। হা বিধাত তুমি কেন আমার প্রতি এত নির্দ্দয় হলে! সুশীলা থাকলেও আমার দুঃখের অনেক উপশম হত —সে ত গিয়েছে—রাণী রোগশয্যায় শয়ানা—আর এই সময়ে এমন ভয়ানক যুদ্ধ এসে উপস্থিত—ভীমকেতুই বা কোথায় গেল, সে এ সময়ে থাকলেও আমার কত সাহায্য করত। দেখছি সকল দিকেই বিভ্রাট।—আর দেখ্ তুই বেটা সাবধান হ—তুই রাজকুমারীর বৃত্তান্ত সব জানিস্, দেখাচ্ছিস্ যেন অতি সাধু—এই বেলা বল্, না হলে—

ভোলা। দোহাই ধর্ম্মাবতার—আমি এর কিছুতেই নাই।—রাজকুমারী কোথায় আছেন, কেন গেলেন, আমি তার কিছুই জানি না; এখন মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা

হয়। এই রাজসংসারে আমাকে এক জন বিশ্বাসী অনুগত ভৃত্য জানবেন।

মন্ত্রী। মহারাজ, যে দিন রাজকুমারীর অনুপস্থিতিতে রাজসভা ব্যাকুলিত হয়েছিল সে দিন ও এখানে উপস্থিত ছিল। আর ও এক জন বিশ্বাসী পাত্র ও যে কোন ষড় যন্ত্রের মধ্যে থাকে তেমন লোক নয়। ভীমকেতুর অন্বেষণে অনেক লোক জন প্রেরিত হয়েছে তিনিও শীঘ্রই এসে পড়বেন।

জয়। কি বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয়েছে! (ভোলার প্রতি) কিন্তু তুই এখন পালাতে পারবি নে—তোর উপর আমার দৃষ্টি রইল।

মন্ত্রী। মহারাজ, মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ জয়পুরের সম্মুখে শিবির সংস্থাপন করেছে।

জয়। এখন রাণী নাই—ভীমকেতু নাই—এই ঘোরতর সঙ্কট উপস্থিত—বল দেখি কি করা যায় মন্ত্রী?

মন্ত্রী। সৈন্য সামন্ত সকলি প্রস্তুত—কিছুই চিন্তা করবেন না। যেমন শুনা গিয়েছে তাতে শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা যে বড় অধিক তা নয় তাদের অনায়াসেই পরাস্ত করা যাবে; আর অধিক হলেই বা কি, তা হলেও আমরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। এখন মহারাজ আজ্ঞা করলেই হয়।

জয়। তবে এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক্। মহারাষ্ট্রীদের প্রতাপে তত ভয় হচ্চে না—এখানেই যে সকল দৈব বিভ্রাট এসে পড়েছে তাতেই ভয়।—চল!

[ভোলানাথ ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

ভোলা। আমি রাজকুমারীর মৃত্যু সংবাদ বীরসিংহের নিকট লিখে পাঠালেম তার কোন উত্তরই পাওয়া গেল না। আর রাজকুমারীও আমাকে সর্ব্বদা পত্র লিখবেন বলেছিলেন তাঁর নিকট হতেও কোন সংবাদ পেলেম না। কি আশ্চর্য্য! ভীমকেতুরই বা কি দশা হল তাও কিছু জানতে পারলেম না। মনটা বড় ব্যাকুল হয়েছে। প্রভু তোমারই ইচ্ছা! আমি ভাল ভেবেই সব করেছি—যা কিছু দোষ করেছি তাও পরিণামে মঙ্গল হবে মনে করেই করেছি। আমার দেশের প্রতি যে কত অনুরাগ তা এই যুদ্ধেতেই পরিচয় দেব। এখন মনেতে যে সকল সংশয় উঠছে কালেতেই তা দূর হবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বিন্ধ্যাচল প্রদেশ—ভরতগুহা সন্নিকট।

ভরত মহেন্দ্র ভূপেন্দ্রের প্রবেশ।

মহে। এত দিনে ঘুচিল দুর্দ্দিন, ওহে ভাই!
চৌদিক্ পূর্ণিত দেখ কল কল রবে।
ভরত। পালাও এ স্থান ছেড়ে—আর কাজ নাই।
ভূপে। রণ কোলাহল হতে হইয়ে বিমুখ
বিবরে লুকায়ে থাকা কি সুখের বল?

মহে। কোথায় পালাবে এবে ? পেয়ে আমাদের
জয়পুর পক্ষ ভেবে হয় সংহারিবে
মহারাষ্ট্র সৈন্যদলে—নয় জয়পুর
বিপক্ষে করাবে যুদ্ধ পাকচক্রে ফেলি,
পরে মারেই বা কাটে কি করে কে জানে ?

ভরত। চল চল পর্ব্বত উপরে লুকাইগে
অবিলম্বে—সব বিঘ্ন হবে দূর। বল
কেমনে রাজার পক্ষ হইব আমরা ?
তা কি হয় ? ভীমকেতু মরেছে সম্প্রতি,
আমরা অপরিচিত, জিজ্ঞাসিবে যবে
তাহার বারতা, দিব কি বল্যে উত্তর।
অবশেষে পীড়ন তাড়ন যন্ত্রণাতে
প্রাণ যাবে আমাদের—কহিলাম সার—

মহে। অনর্থক চিন্তা কেন কর্ম্মের সময় ?
ভীরুর যুকতি কভু যোগ্য কি তোমার ?
না—তা শুনে পেয়ে ভয় ভুলিব আমরা ?
যুবা কি প্রবোধ মানে প্রবীন বচনে ?
না বীর কখনো শোনে ভীরুর মন্ত্রণা ?

ভূপে। বলেন কি ? যবে মহারাষ্ট্র অশ্বগণ
হুঙ্কারিবে হ্রেষারবে—ধূমাচ্ছন্ন হবে

গগন মণ্ডল—উঠে অস্ত্র ঝনঝনি—
কামানের ধ্বনি আর বিদরে ভূবন—
ঘর দল পর দল হয় নির্ব্বিশেষ—
তখন পড়িবে দৃষ্টি আমাদের পরে,
কোথা হতে আইলাম—কি নাম, কি ধাম
খুটি নাটি করিতে বসিবে, এই সব
কথা লয়ে তারা ? এ কি সম্ভবে কখনো ?

ভরত। আমাকে নাগর গ্রাম্য, বাল বৃদ্ধ যুবা
সবে জানে জয়পুরে—দেখিনু ভীমেরে
দেখ কত বর্ষ পরে চিনিলাম তবু।
সৈন্য মাঝে কত পুরাতন পরিচিত
মুখ পাইব দেখিতে—কি হবে তখন ?
আরো বলি—রাজ পক্ষ কি করে হইব ?
যত দুঃখ পাই মোরা সকলের মুল
জয়সিংহ জেন ; নাহি দীক্ষা নাহি শিক্ষা
তোমাদের—হয়ে আছ চির বনবাসী—
এ ত তাহারি নিগ্রহে !—কি করিবে বল ?

মহে। এ পশু জীবন হতে মরণে আরাম !—
চল ভাই চল যুদ্ধে মাতি গিয়ে মোরা ;
জয়পুরে অজানিত আমরা দুভাই—

আমাদের নাহি ভয়, চল যুদ্ধে যাই ;
তোমারি কি ভয় বল, ছিলে তুমি যুবা—
জরাজীর্ণ শুক্ল-কেশী হয়েছ এখন,
কেহ না চিনিবে তথা দেখিয়ে তোমারে
কেহ না পুছিবে কোন কথা—

ভূপে।　　　　　　　　　　চল যাই—
ছাগ মেষ মহিষের রক্ত দেখে দেখে
প্রাণ গেল ! দেখি নাই সমর কিরূপ—
যুদ্ধ বেশে অশ্বারোহী হই নাই কভু—
এ হত অজ্ঞাত বাসে আর কত দিন
কাটাইব ! লজ্জা হয় দেখাতে এ মুখ।

মহে। যাইব সমরে মোরা, দেহ অনুমতি,
যুদ্ধেতে বিজয়ী হই, কর আশীর্ব্বাদ—

ভূপে। যুদ্ধেতে যাইব মোরা দেহ অনুমতি
বৃদ্ধের আশীষ লয়ে চলিব সমরে—

ভরত। তোমরাই করিলে জীবনে লঘু জ্ঞান—
কোন্ প্রাণে রাখি আমি এই জীর্ণ দেহ
হয়ে চিন্তা জর জর দিবস রজনী।
এত দিন কাটাইনু তোমাদের সনে
কি সুখে একলা রব বিজন গহনে।

'অন্ধক জনের লড়ি, দরিদ্রের কড়ি'
তোমরা আমার—হব তোমাদের সাথী—
যদি তোমাদের হয় রণেতে পতন
আমিও সে রণক্ষেত্রে করিব শয়ন।
চল—চল

(স্বগত) আর বিলম্ব না সয়, নাহি মরণের ভয়,
প্রাণ দিয়ে রাজপুত্র দেবে পরিচয়

[প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জয়পুর—মহারাষ্ট্রীয় শিবির।

শোনিতাক্ত বসন হস্তে বীরসিংহের প্রবেশ।

বীর। অরে রে শোনিতসিক্ত প্রিয়ার বসন!
কে করিল তোর এই দশা? ছিলি তুই
তার রহঃসখী, সুখ দুখ ভাগী, এবে
তার রক্তে কলঙ্কিত? আমারি কথায়
তুই কি রে হইলি এমন? নরাধম
নিষ্ঠুর পাষণ্ড আমি! এ হেন দুর্ম্মতি
ঘটে যদি সবাকার, কত নারী হত্যা
হয় অল্প দোষের কারণ, শত দোষী
নিষ্ঠুর নরের হাতে, সংখ্যা নাহি তার।
ভোলানাথ, সুচতুর প্রভু ভক্ত দাস
পালে কিরে বল্ দেখি প্রভুর আদেশ
দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে? হা বিধাত,
কত অপরাধী আমি—সমুচিত দণ্ড

যদি দিতে অভাজনে, জ্বলিতে হত না
এ বিষম পাপ বিষে,—আমারে বধিয়ে
সুশীলাকে রাখিলে না কেন ? অনুতাপে
হত শুদ্ধা সতী—হত আমার দুখের
অবসান।—কার সাধ্য বুঝে তব লীলা ?
কারেও বা অল্প দোষে তাড়াও পৃথিবী
হতে—(তা ত অনুগ্রহ বলি তার পরে,
সকল উৎপাত হতে পায় পরিত্রাণ)—
কেহ শত অপরাধে হয়ে অপরাধী
দীর্ঘায়ু হইয়ে করে নিত্য সুখ ভোগ।
এখন ত নিলে তারে—তোমার যে ইচ্ছা
তাহা কে করে খণ্ডন—নত শিরে বহা
ভিন্ন কি করি আমরা ?—এখন ছাড়িনু
মহারাষ্ট্র—আইলাম প্রিয়ার সে রাজ্যে
যুদ্ধের কারণ—জন্মভূমি জয়পুর !
তব রাজমুকুটের মহামূল্য মণি
হরেছি কুমতি আমি—তারি প্রায়শ্চিত্ত
হোক্ আগে—কোন্ প্রাণে তোমার বিপক্ষে
করিব অস্ত্র ধারণ। শুন বলি তবে
মনে যা করেছি স্থির ; এই বেশ ছাড়ি

রজপুত কৃষকের হীনবেশ ধরি—
মহারাষ্ট্র সৈন্য সহ মাতিব সংগ্রামে—
হে সুশীলে তোমারেই সঁপিব এ প্রাণ
যে প্রাণ মৃত্যুর সম তোমার অভাবে।
অজ্ঞাত অপরিচিত, মান অপমানে
জলাঞ্জলি—করিব মৃত্যুর মুখে দেহ
সমর্পণ—সিংহরাজ পিতৃ নাম মোর,
শৌর্য্য বীর্য্য বলে যেন হই সিংহরাজ
যুদ্ধের সময়—নাম না হয় বিফল !
বাহিরেতে চকমকি ভিতরে গোময়,
জগতের রীতি এই সর্ব্ব লোকে কয়।
মলিন বেশেতে বীর যুদ্ধেতে অজয়,
সে রীতের বিপরীত দেবে পরিচয়।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জয়পুর ও মহারাষ্ট্র সেনার যুদ্ধক্ষেত্র।

বীরসিংহ ও জনার্দ্দনের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।

(জনার্দ্দনের পরাজয় ও তাহার অস্ত্র হরণ করিয়া বীরসিংহের প্রস্থান)

জনা। যে বিষম পাপানল দাবানল সম
দহে মোর সকল শরীর—তাতে আমি
নিস্তেজ পৌরুষ শূন্য হয়েছি নিঃশেষে।
সতী সাধ্বী রাজকন্যা তার নিন্দা করি
অকারণ, বিধি দিল প্রতি ফল তাই ;
তা না হলে কোথাকার এক চাসা এসে
ধরাশায়ী করে কি আমারে ? ধিক্ ধিক্ !
আমার বীরত্বে ধিক্ ! যে যশ লভিনু
এত কষ্টে আমি, হল সকলি বিফল।—

(যুদ্ধ ; রাজপুতদের পরাজয়—জয়সিংহের শত্রুকর্ত্তৃক ধৃত হওন—ভরত মহেন্দ্র ভূপেন্দ্রের প্রবেশ)

ভরত। ভয় নাই, ভয় নাই, যে স্থান রোধিয়ে

আছি দাঁড়ায়ে আমরা—শত্রুর অভেদ্য
সে স্থান—চৌদিক্ সুরক্ষিত—এবে ভয়
পরিহরি লভ জয়—

মহে। } কি ভয় কি ভয় !
ভূপে। } কি সংশয়—যুদ্ধ যুদ্ধ ! জয় কি পতন !

(বীরসিংহের পুনঃ প্রবেশ ও তাহার সাহায্যে জয়-
সিংহের উদ্ধার—প্রস্থান—পরে শম্ভুজি ও
জনার্দ্দনের সুশীলার সহিত প্রবেশ)

শম্ভু ! পালাও পালাও এই কোলাহল হতে—
এ স্থান তোমার নয়—শত্রু মিত্র চেনা
ভার—সব বিশৃঙ্খলা ময়

জনা। শত্রুগণ
অটল উৎসাহ পুর্ণ—নিরুৎসাহ মোরা

শম্ভু। কি আশ্চর্য্য উলট্ পালট্ হল আজি—
নবসৈন্য দল আসে তবেই ত রক্ষা,
নহিলে নিস্তার নাই—যাও, শীঘ্র যাও !—

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধ ক্ষেত্রের অপর ভাগ।

বীরসিংহ ও এক জন জয়পুরের রাজসভাসদের প্রবেশ।

সভা। যে ভাগে তুমুল যুদ্ধ হতেছিল, সেই
দিক থেকে এলেন কি মহাশয়?

বীর। হাঁ, হাঁ
তুমি বুঝি পলাতক মধ্যে এক জন?

সভা। না বলি কেমনে

বীর। তাতে তোমার কি দোষ?
দৈবরক্ষা, নহিলে নিশ্চয় পরাজয়
হত আমাদের—ভগ্ন সেনা হয়ে রাজা
হইলেন বন্দী—এক সুঁড়ি পথ দিয়ে,
পালাতে লাগিল যত রজপুত সেনা—
শত্রুদের উৎসাহের না রহিল সীমা।—
জয় জয় শব্দ উঠে—লোল জিহ্ব হয়ে
রক্তপান করিতে লাগিল অরিদল।
কেহ হত, মারাত্মক খড়্গাঘাতে কেহ

আহত—ভয়েতে কেহ শত্রু পদতলে
এসে লুণ্ঠিত হইল। সেই সুঁড়ি পথ
মৃত দেহে পলাতকে আচ্ছন্ন হইল
সভা। কোন্ দিকে ?
বীর। রণক্ষেত্র কাছে—সে পথটি
অকৃত্রিম একটী দুর্গের পথ যেন,
পরীখা প্রাচীরে সুরক্ষিত। তাই দেখে
এক জন বৃদ্ধ সেনা, অসম সাহসী,
আগুলিয়া রহিল সে পথ,—সঙ্গে দুটি
যুবা—না বালক প্রায়—ঘোর যুদ্ধে মাতে
তিন জনে। পলাতকে তিরস্কার করি
বলে "রজপুত হয়ে নাহি কি স্মরণ,
পলায়ন মৃত্যু রণে, মরণ জীবন ?
কোথা যাবে—পলাতকে বধিব আমরা—
শত্রুভয়ে পালায় যে জন, আমরাই
তার শত্রু, এখনি পাঠাব যমালয়ে।
কেমনে এ মুখ লয়ে ফিরে যাবে ঘরে—
কি বলিবে ভাই বন্ধু ভগ্নী তোমাদের—
'মাতৃদুগ্ধ কলঙ্কিত করিলি যে তোরা'
রজপুত রমণীরা হবে অধোমুখী

শুনে এ লজ্জার কথা—ফের, ফের’। এই
তিন জন, বলে তিন সহস্র সমান—
ভয় নাই, ভয় নাই, অভয় শবদে
সঞ্চারে সাহস নব সবার হৃদয়ে।
ধরিয়ে নূতন বল, পলায়ন পর
সেনাগণ ফিরে যুঝে শত্রু সহ পুন—
তর্জ্জন গর্জ্জন করি পশুরাজ করে
যথা শিকারীর পরে। দেখিতে দেখিতে
শত্রুর সৌভাগ্য সূর্য্য হল অস্তোন্মুখ—
বিশৃঙ্খল অরি সৈন্যদল—পরাঙ্মুখ
হইতে লাগিল রণে—হল পরাজিত।
সিংহ হয়ে আক্রমণ তাদের যেরূপ—
শৃগালের মত পলায়ন সেই রূপ—
তা দেখে সাহস ধরে ভীরু রজপুত!
পতিত শত্রুর পরে দ্বিগুণ আক্রোশ;
বক্ষস্থল খোলা পেয়ে হুহুঙ্কারে করে
খড়্গাঘাত—চারি দিকে পড়ে রিপু দল—
এক জন দশ জনে করে আক্রমণ—
ধরাশায়ী করে সবে—শোণিতের নদী
বহিতে লাগিল শত ধারে

সভা।　　　　　　　　কি আশ্চর্য্য !

এক বৃদ্ধ—দুই যুবা—একটি সুঁড়ি পথ !

বীর। আশ্চর্য্য হয়ো না এতে—একটু কথাতে

তোমরা আশ্চর্য্য হও, কাজে কিছু নয়।

চরণটা পূরণ করনা কেন, বীর ?

"সুঁড়ি পথ, দুই যুবা, বৃদ্ধ এক জন

রজপুতে ত্রাণ করে, শত্রুর নিধন"।

সভা। বিরক্ত হলেন কি আপনি ?

বীর।　　　　　　　　তাও বলি ?

রণ হতে যেই ভীরু করে পলায়ন

আমি নই বন্ধু তার জানুক সে জন—

স্বভাব যাহার যাহা না হয় ব্যত্যয়

বন্ধু ছাড়ি পালায় সে কাজের সময়।

কবি করো্য তুল্লে আমাকে যে ?

সভা।　　　　　　　　যাই তবে

রাগ করেছেন মহাশয় !　　　[প্রস্থান।

বীর।　　　　　　　　ওহে বীর,

পালাচ্ছ এখনো নাকি ? হায়, যুদ্ধে এসে

জিজ্ঞাসেন যুদ্ধের সংবাদ ! মান দিয়ে

প্রাণ রক্ষা করিয়াছে আজি কত-জনে—

পালাতে পালাতে রণে মরে কত লোকে !
আমি পুড়ি মনের আগুনে—মৃত্যু তবু
দেখা নাহি দেয়, হায় ! বিষে বিষ ক্ষয়
হতেছে আমার বুঝি ; মৃত্যু মাঝে তবু
মৃত্যু দূর। ডাকিয়া না পাই যমরাজে।
ফিরিতে হইবে এবে তাহারি সন্ধানে।
যুঝিলাম রজপুত হয়ে—হই গিয়ে
মহারাষ্ট্রী পুনর্ব্বার—আর যুদ্ধ নয়—
প্রথমেই যে ধরিবে তারে দিব ধরা।
মহারাষ্ট্রী গণের যেরূপ অত্যাচার,
তার বিলক্ষণ শোধ না তুলিয়ে আর
ক্ষান্ত হবে না ইহারা—অল্পে ছাড়িবে না।
জীবনের আশায় দিয়েছি জলাঞ্জলি—
শক্র মিত্র, যারি হাতে মরি, ক্ষতি নাই।
কি হবে রাখিয়ে প্রাণ বিনা সেই ধন
সুশীলার হাতে তাহা করি সমর্পণ।

(দুই রজপুত সুবাদার ও সেনাগণের প্রবেশ)

প্রথম। জয় জয় জয়সিংহ জয় মহারাজ !
শম্ভুজি হয়েছে বন্দী—এক বৃদ্ধ সেনা
আর দুই যুবা রণ মুখ ফিরাইল ;

এ তিনের যশোরবে পূর্ণ ঘরে ঘর

দ্বিতীয়। আরো এক জন সেনা হীন বেশ ধারী—
যোগ দিয়েছিল জান তাদের যুদ্ধেতে ?

প্রথম। জনরব এইরূপ কিন্তু কোথা গেল
সে যে কেহ নাহি জানে। কেও, হোথা কেও !
দাঁড়া, দাঁড়া, কে রে তুই ?

বীর। আমি এক জন
মহারাষ্ট্রী, রণ মাঝে পড়েছি বিপাকে।

দ্বিতীয়। বজ্জাত হারাম খোর ! ধর ধর ওরে—
ওদের কেহই যেন ফিরিতে না পায়
যুদ্ধের সংবাদ দিতে। যাও লয়ে যাও
রাজার নিকটে একে—এখনি, এখনি !

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

জয়পুর—কারাগৃহ।

বীরসিংহ ও দুই কারারক্ষকের প্রবেশ।

প্রথম। এখন আর পালাবার যো নাই—তালা চাবি বন্দ—হাতে পায়ে শিকল—তবে এখানেই বস্যে বস্যে ঘাস কাট—

দ্বিতীয়। আর ক্ষুধা পেলে খেয়েও নিও।

[কারারক্ষকদিগের প্রস্থান।

বীর। কারাগার বন্ধু তুই আমার এখন—
এই যে বন্ধন তাহা মুক্তির সোপান।
চিররোগী হতে মোর ভাগ্য কত ভাল।
শয্যাগত হয়ে তারা কাটায় জীবন—
ডাকে না মৃত্যুকে তবু—
সর্ব্বব্যাধি বিনাশন চিকিৎসক সেই!
হাত পার যে শৃঙ্খল তুচ্ছ তারে গণি—
বিষম হৃদয় গ্রন্থি যে আমার, তার
সুদৃঢ় বন্ধন—তারে কাটিব কেমনে?
আছে কি এমন অস্ত্র কাটি সে বন্ধন
ঘুচায় যন্ত্রণা মোর? কান্দিলে কি হবে?
জ্বলিবে কি সেই দীপ নিবিয়াছে যাহা?
আর কি আঁধার মর্ত্ত্যে জ্বলিবেক তাহা
যার আলো আলো করে পুণ্য মোক্ষ ধাম?
আমার নেবে না কেন হৃদয়ের জ্বালা?
যত অনুতাপ করি বাড়ে সে অনল।
কি করিব? দেবতা সদয় হও! দেখ
সাধ করে্য পরেছি শৃঙ্খল দগ্ধাইতে

এ পাপ শরীরে—যদি তাহাতেও নাহি
হও তুষ্ট—যা আছে আমার সব লও,
মোর পরমায়ু লয়ে বাঁচাও তাহারে—
অপদার্থ এ জীবন জানি তবু ও ত
তোমাদের দান, ফিরে লও এবে। প্রিয়ে
এখন তোমার সঙ্গে মিলিগে স্বপনে (নিদ্রা)

গম্ভীর বাদ্যধ্বনি—বীরসিংহের স্বর্গীয় পিতা সিংহরাজ
রঘুনাথের, যুদ্ধে হত দুই পুত্র সহ, সস্ত্রীক
প্রবেশ ও নিদ্রিত বীরসিংহকে বেষ্টন
করিয়া অবস্থান।

রঘু। করো না হে শূলপাণি করি নিবেদন
নরকীটোপরি তব কোপ বরিষণ—
কি দোষ করিল বল বীরসিংহ মোর
পায় যে যন্ত্রণা এত নিদারুণ ঘোর।
পুত্র শোকে শোকাকুল মরিনু যখন
মাতৃগর্ভ অন্ধকারে ছিল সে তখন
কেন না হইয়ে তুমি জনক সমান
ঘুচাইলে দুঃখ তার করুণা নিধান

মাতা। আমিও মরিনু মুখ না দেখি বাছার

ভূমিষ্ঠ হইল যেই ত্যজিনু সংসার
কত শত যন্ত্রণাতে হয় ছার খার
তাই বলি শূলপাণি করহ বিচার

রঘু। বিধাতা গড়িল তারে এমন সুন্দর
রাখিল কুলের নাম সেই বীরবর

প্রথম ভ্রাতা। যখন বরিল বীরে তরুণ যৌবন
জয়পুরে প্রতিপত্তি কাহার তেমন
সুশীলার মনচোর আর কেবা হয়
সে বিনা কে পায় তার হৃদয়ে আলয় !

মাতা। বিয়ার শৃঙ্খল কেন করিল ধারণ
দেশ হতে দেশান্তরে হল নির্ব্বাসন
যার তরে এত ক্লেশ করে আলিঙ্গণ
তারেও হারাল মোর প্রাণপ্রিয় ধন।

রঘু। কি সাহসে জনার্দ্দন করে গিয়া ছল
থাকিতে তুমি হে প্রভু ভকতবৎসল
মিছেমিছি মনঃ ক্ষোভে হল জ্বালাতন
বিষ হেন ভাবি তার হৃদয় রতন।

দ্বিতীয় ভ্রাতা। মরিনু অকালে মোরা মহারাষ্ট্র সনে
স্বদেশ রক্ষার হেতু লড়ি প্রাণপণে।
এসেছি আমরা ছাড়ি শান্তি নিকেতন

বীরসিংহ ভাই তার করিতে রক্ষণ
অকারণে দুঃখ পায় সেই বীর বর
কৃপা করো রাখ তারে বাঁচাও শঙ্কর

রঘু। স্বর্গ ধাম হতে তবে এস হে সত্বর
বীরসিংহে বৃথা ক্লেশ দিও না শঙ্কর

মাতা। বিনা অপরাধে দণ্ড পায় অনিবার
এই কি হে শূলপাণি তোমার বিচার ?

রঘু। ছাড়ি সে অমরাসন এস হে সত্বর
উচ্ছিন্ন হইল ধরা চাহ দিগম্বর
তুষ্ট হও আশুতোষ নতুবা এখন
চক্রপাণি পদে মোরা লইব শরণ

উভয় ভ্রাতা। তুষ্ট হও শূলপাণি নতুবা এখন
চক্রপাণি পদে মোরা লইব শরণ।

বজ্রবিদ্যুতের মধ্য হইতে মহাদেবের অবতরণ—
ত্রিশূল নিক্ষেপ—ভূতগণের অর্চ্চনা।

গান।—রাগ লচ্ছাসার, তাল চটক।

শিব শিব, শম্ভো শম্ভো, মহাদেব মহাদেব,
ভোলা ভোলা—ঈশ্বর ঈশ্বর
গঙ্গজট বরখবান্ বরখবান্ বরবান্ বরবান—

ত্রিশূল কপর লিয়ে লিয়ে লিয়ে তুঁই তুঁইশঙ্কর শঙ্কর মহাদেব। ক্ষান্ত হ রে ভূতগণ বৃথা করিস্ নে বিলাপ

হইয়াছি জ্বালাতন শুনে তোদের প্রলাপ
দূর হ, চলে যা সবে, নিজ নিজ নিকেতন
জানিস্ নে এ কোপানলে ভস্ম হইবি এখন
এ ভবে কার কি ঘটে তাতে তোদের কি কাজ
কারে করি কারাবন্দি কারে বা পৃথিবীরাজ
আমার প্রসাদ বলে ভিক্ষু হয় নৃপমণি
নৃপতি কাঙ্গালি হয় লঙ্ঘে আমায় যখনি
যারে বড় ভাল বাসি তারে ফেলি ঘোর পাকে
আমায় স্মরণ করে যবে পড়ে দুর্ব্বিপাকে
কাটি দেই কিছু পরে তার বিপদের ফাঁদ
বহু মানে বহু দিনে পেয়ে আমার প্রসাদ
তুষ্ট হ তোদের আমি পুরাব মনস্কামনা
বীরসিংহে দিয়ে বর তার ঘুচাব যাতনা
সুশীলারে পেয়ে পুন পাবে আনন্দ অপার
কারাবাস গিয়ে তার হবে সুখের সংসার—
এই ভূর্জ পত্রে লেখা তার ভাগ্যের লিখন
লয়ে যা ইহার পাশে রাখ্ করিয়ে যতন
এখন চলে যা তোরা মোরে করিয়ে প্রণাম

আমিও ছাড়িয়ে মর্ত্ত্য যাই চলে স্বর্গধাম　(উত্থান)

[ভূতগণের অন্তর্দ্ধান।

বীর। (জাগ্রত হইয়া) কি চমৎকার স্বপ্ন! আমার পিতা মাতা দুই ভ্রাতাকে যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেম। এ ভূর্জ্জপত্র আবার কোথা থেকে এল? এতে কি অক্ষর দেখা যাচ্চে—দেখি— (পাঠ)

"সিংহের শাবক এক প্রবল প্রতাপ
প্রিয়ারে হারায়ে তাঁর করে পরিতাপ
বিনা যত্ন পরিশ্রমে বিনা অন্বেষণ
দুখিনী হরিণী এক পাইবে যখন
হারা ধনে পেয়ে পুন বহু দিন পরে
আলিঙ্গন ঘন ঘন দিবে প্রেম ভরে—
অশ্বত্থের দুই শাখা ছাড়ি তরুবর
স্বতন্তর হয়ে রহে দ্বিদশ বৎসর
আবার মিলিবে যবে তরুবর সনে
শাখা শাখী আলাপিবে সজল-নয়নে
বীরের দুখের নিশা হবে অবসান
বাড়িবে তখন তার সোহাগ সম্মান
রাজা প্রজা সবে হবে পুলকিত মন
জয়পুর শ্রী সমৃদ্ধি লভিবে তখন"

এ আবার কি ? এ হেঁয়ালি কার সাধ্য বুঝে উঠে। তবু যেন আমার জীবনের যে সকল ঘটনা তার সঙ্গে কতকটা মিল পাওয়া যাচ্চে। এটা রেখে দিতে হবে।

প্রথম কারারক্ষকের পুনঃ প্রবেশ।

কারা। আর ভাবলে কি হবে এখন মরবার জন্য তয়ের হও।

বীর। অনেক ক্ষণ অবধি প্রস্তুত আছি—বস্যে বস্যে পা ধরে গেল যে!

কারা। ফাঁসি কাটে ঝুলতে হবে জান ত? এখন পা ধরেছে আর একটু পরে ঘাড়টা ধরবে এখন!

বীর। তাতে ক্ষতি কি? জন্মের মত সকল যন্ত্রণা ঘুচে যাবে—

কারা। হাঁ এক প্রকার ভাল বটে—তোমার আর পেটের দায় ভাবতে হবে না। যাদের ধার তারা কাণের কাছে এসে আর ঘ্যান ঘ্যান করবে না, তাদের আচ্ছা করে ফাঁকি দেবে আর কি? বা! এক পয়সার এক গাছ দড়ির কি গুণ, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে লাখ টাকার দেনা শুধে ফেলে!

বীর। তোমার বাঁচতে যেমন সাধ—আমার মরবার সাধ তেমনি।

কারা। হবে না কেন? ঘুমলে আর মাথা ব্যথা জানা যায় না। কিন্তু সে ঘুম সামান্যি না, তাকে বলে মহানিদ্রা! জল্লাদে তার বিছানা তয়ের করে! বাবা! তাতে ভয় হয় না? কোন্ দিক্ দিয়ে কোথায় যেতে হবে তার ত কোন ঠাওর পাও নাই।

বীর। তা পাই নি তোকে কে বল্লে?

কারা। যমের সঙ্গে তোমার কাল রাত্রে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল না কি?—ভাল, পথে যা কিছু ঘটবে তা আমাকে একবার বল্যে যেও!

এক জন দূতের প্রবেশ।

দূত। খোল্ খোল্ এর বেড়ী শিকল খুলে ফেল্, খুলে রাজার কাছে নিয়ে চল।

বীর। তুমি আমাকে সুখবর দিলে; আর কিছু নয় আমার কারাবাস মোচন হবে।

কারা। হঁা কারাবাস গিয়ে মাথায় মুকুট পড়বে—

বীর। সে যা হয় দেখতেই পাবে—এখন ত বেড়ী শিকল খোলো—

[দূত ও বীরসিংহের প্রস্থান।

কারা। মরতে এত সাধ ত আর কারো দেখি নি। এ তো যমের বাড়ী যাচ্চে না, যেন শ্বশুর বাড়ী যাচ্চে। কত রকম লোকই দেখলেম! কারো যমকে এত ভয় যে ফাঁসি কাটের নাম শুনেই অক্কা পায়—কেউ বা সাধ করেও মরতে চায়! আ! এই সকল বদমায়েষ গুল যদি না থাকত তবে ফাঁসি কাটও থাকত না, আমাদের গুজরানও চলত না! হা! হা! হা!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

জয়সিংহের শিবির।

জয়সিংহ ভরত মহেন্দ্র ভূপেন্দ্র—ভোলানাথ মন্ত্রী
সভাসদ, সৈনিকপুরুষ অনুচর প্রভৃতির প্রবেশ।

জয়। ধন্য ধন্য বীর গণ! উদ্ধারিলে রাজ্য
মোর শত্রু হস্ত হতে; রাখিলে সমরে
সনাতন রজপুত নাম। এস সবে—
দাঁড়াও সম্মুখে মোর যত যোদ্ধা গণ!
কোথা সে দুর্জ্জয় সেনা, যার বাহুবলে
শত্রু দল হল বিদলিত—হীন বেশ
শোভে যার স্বর্ণোজ্জ্বল কবচ জিনিয়ে?
কোথা সেই বীর, তারে দেখছিনে কেন?
আনিয়ে যে দিবে তারে পাবে পুরস্কার
অগণ্য অগণ্য—

মন্ত্রী। বলিব কি মহারাজ—
এমন সাহস কারো দেখিনি কখন—
ভিখারীর বেশ কিন্তু সেনানী যুদ্ধেতে।

জয়। যাও, তারে লয়ে এস আমার সভায়
মন্ত্রী। জীবন্ত আহত হত মাঝে আটে ঘাটে
　　অন্বেষণে ফিরে লোক, নাহি তার দেখা।
জয়। তার পুরস্কার তবে তোমাদের হল
　　　　(মহেন্দ্র ভূপেন্দ্র ভরতের প্রতি)
　　রিপু হীন জয়পুর তোমরা করিলে—
　　তোমরাই রক্ত মাংস, জীবন তাহার।
　　কোথা হতে যুদ্ধে এলে দেহ পরিচয়।
ভরত। বিন্ধ্যাচল বাসী ভদ্র সন্তান আমরা—
　　আর অধিক কি কব মহারাজ! শুনে
　　আপনার পুণ্য নাম এসেছি এ রণে—
জয়। তোমরা এখন হতে সভাসদ মোর—
　　দেখ মন্ত্রি—ধন রত্ন বসন ভূষণ
　　অশ্ব গজ উপহারে তুষ বীর গণে—
　　　মাধব ও সহচরীগণের প্রবেশ।
　　তোমাদের মুখ ভার ভার দেখি কেন?
　　আমার বিজয়ে সুখী নহ কি তোমরা?
　　মহারাষ্ট্র পক্ষ মনে হয় তোমাদের
　　ভাব দেখে—এ সভার কেউ যেন নয়।
মাধ। মহারাজ! হরষে বিষাদ জন্মাইতে

এলেম আমরা—মহারাণী আর নাই।

জয়। যা ভয় হচ্ছিল মনে তাই কি ঘটিল ?
এই যুদ্ধে কতই উৎসাহ ছিল তার—
ধন্য বীরাঙ্গনা ! আহা ! এ আনন্দ দিনে
কাল রাহু গ্রাসিল তাহারে। কেবা তরে
তার গ্রাস হতে—সর্ব্ব গ্রাসী, সর্ব্বভুক !
কি সুখী হতেম আজি পাইয়ে তাহারে !
সুখ দুখে পরিণত, আনন্দ বিষাদে,
শূন্য এই মহোৎসব তাহার অভাবে।
বল তার শেষ দশা কিরূপ দেখিলে ?

মাধ। অসহ্য যাতনা পেয়ে মরিলেন তিনি।
দাসে যদি ক্ষমা কর, বলি মহারাজ,
যেমন জীবন তাঁর মৃত্যুও তেমনি,
বাঁচিয়ে নির্দ্দয় তিনি লোকের উপরে,
আত্ম পরে নির্দ্দয় মরণে। আজ্ঞা হয়
কহি আমি যা কহিলা মহারাণী তাঁর
মৃত্যু কালে। উপস্থিত ছিল সহচরী-
গণ—সত্য মিথ্যা কই তার সাক্ষী এরা।

জয়। আচ্ছা বল শুনি তার শেষ কথা গুলি।

মাধ। শুনিলে সে সব কথা পাইবেন ব্যথা—

আন্তরিক ব্যথা পাইবেন মহারাজ !
বিকারে আচ্ছন্ন তনু—অবশ ইন্দ্রিয়—
ক্ষণে ভ্রান্তি, ক্ষণে মোহ, ক্ষণে বা প্রলাপ—
ক্ষণে পাইয়ে চেতনা, কেঁদে কেঁদে উঠে
'কোথা গেল ভীমকেতু,' 'ভীম কোথা গেল'
কভু কহে 'সাবধান ! ছুঁয়োনা ও বিষ !'
পর ক্ষণে ডাকি মোরে, উন্মাদিনী প্রায়
কহিলা, 'কত আদর করিত সে কিন্তু
তার ভাল দেখিতে না পারিতাম আমি।
যত ভালবাসা মোর—যত অনুরাগ
সব তার সিংহাসনে, তার পরে নয়।'
এইরূপ কত শত বলিতে লাগিল
পিশাচিনী প্রায়—আমি শুনিয়ে অবাক্ !

জয়। কি ছিল তাহার মনে সেই তাহা জানে—
কহিলে আপন মুখে না হত প্রত্যয়
এত ভাল বাসিতাম তারে ; তার মনে
এত ছিল ? প্রেমের কি এই পরিশোধ ?

মাধ। দেখাতেন রাজকন্যা পরে এত প্রেম
এত যত্ন, ভালবাসা—সকলি মৌখিক।
বলিলেন অকাতরে—'দু চখের বিষ

ছিল সুশীলা আমার—দু চখের বিষ !'
ভাগ্যে ভাগ্যে পালালেন রাজসভা ছাড়ি,
নতুবা বিষ ভক্ষণে হারাতেন প্রাণ।—

জয়। মায়াবিনী রাক্ষসী সে ! কার সাধ্য বুঝে
রমণীরে ? আরো বল, শোনা যাক্ সব।

মাধ। যা বলেছি সেই বা কি ? আরো ভয়ানক
কথা আছে বলিবার। শুন মহারাজ,
আপনার তরে এক অসামান্য বিষ
ছিল তার কাছে—সে বিষের গুণ এই—
খেলে তাহা অল্পে অল্পে শুকায় জীবন।
অবসর পেলে তাহা দিয়ে মহারাজে
নিয়ত সেবা শুশ্রূষা—নিত্য তোষামোদে
তুষিতেন আপনারে—পরে বল্যে কয়ে
ভায়ের মাথায় তাঁর দিতেন মুকুট,
তার নামে করিতেন রাজত্ব আপনি,
এই অভিসন্ধি ছিল মনে। ভীমকেতু
গেল চলে, মনোরথ দেখিয়ে বিফল
মৃত্যু মুখে লজ্জা ভয়ে দিয়ে জলাঞ্জলি—
মনের কুটিল কথা কহিলেন খুলে—
পুরিল না আশা তার, এই অনুতাপে

মরিলেন দুঃখ করি করি—

জয়।　　　　তোমরা ত

ছিলে তার কাছে; বল, সহচরীগণ—

কি জান তোমরা

এক সহ।　　　　ছিনু দাঁড়াইয়ে পাশে,

যা বল্লেন ঠিক্ তাই শুনেছিনু

বুক্ ফেটে গেল সে সকল কথা শুনে!

জয়। তারে এত বাসিতাম ভাল, তা আমার

চখের ছিল না দোষ—এমন রূপসী!

শ্রবণে কেমনে দোষি, কথা গুলি যেন

মধু মাখা। বাঁধা তার মায়া পাশে, নাহি

জানি কাল ভুজঙ্গিণী পুষেছি আদরে।

রে সুশীলে, অকারণে কত কষ্ট দিল

তোরে তার কুমন্ত্রণা—

শম্ভুজি, জনার্দ্দন, দৈবজ্ঞ—বন্দিগণ—তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বীরসিংহ ও সুশীলার প্রবেশ।

এই যে শম্ভুজি!

দেখিলে ত এখন যুদ্ধের পরিণাম?

প্রাণ দিয়ে দেখাইল রজপুতগণ

অধীনতা অসহ্য তাদের ; যুদ্ধে হত
যারা, তাহাদের ভাই বন্ধু উত্তেজিত
বন্দিদের রক্তপাত করিতে ব্যাকুল—
তাহাদের অনুরোধে দিয়াছি সম্মতি।
মনে ভাব কি দুর্দ্দশা এবে তোমাদের।

শম্ভু। যুদ্ধে জয় পরাজয় দৈবের অধীন—
আমরা বিজয়ী হলে করি না কখন
বন্দিদের রক্তপাত। এ কুরীত নহে
আমাদের রীত—দৈব প্রতিকূল হল
যদি আমা সবা পরে—কি করি আমরা ?
প্রাণ দিতে নহে ভীত মহারাষ্ট্রী যারা
দাসত্ব শৃঙ্খল পরেয বিধির বিপাকে।
একটি মিনতি আছে কিন্তু মহারাজ !
আছে এক রজপুত অনুচর মোর—
তার পরে কৃপা দৃষ্টি কর মহারাজ !
এমন বিশ্বাসী প্রভুভক্ত সুবিনীত
কর্ম্মক্ষম দাস দেখি নাই তার মত।
দেখিলেই ইচ্ছা হয় তারে ভাল বাসি।
দেখে জানিবেন আমি যা কহিনু সত্য
কি না ; এসেছিল শত্রুপক্ষ হয়ে কিন্তু

কাহারো সে নহে শত্রু।—দেখ মহারাজ—

জয়। এরে দেখেছি কোথাও যেন, মুখ খানি
চির পরিচিত বোধ হতেছে আমার।
এস এস আমা কাছে। কেন তা জানিনা
সন্তান বাৎসল্য হল তোমার উপরে।
চিরজীবি হয়ে থাক। ইচ্ছা কি তোমার
কহ মোরে—যাহা চাও তাহা দিব আমি।

সুশী। দাস পরে কৃপাদৃষ্টি থাকিলেই হল
মহারাজ, আর ভিক্ষা কিছু নাহি চাই

জয়। হইলে তোমার ইচ্ছা বন্দি মুক্ত হয়—
যার জন্য বল তার ঘুচাই বন্ধন

শম্ভু। যাচিবে আমার তরে জানি কিন্তু, শশি,
বাঁচিতে বাসনা নাই, কহিনু তোমারে।

সুশী। এখন পারি না!—

(জনার্দ্দনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া)

ওকি? ওকি ও, ওকি ও; ওকি কি দেখি ও?

শম্ভু। আ কপাল! আর কি আমায় ভাল বাসে?
ওর প্রভুভক্তি আর কত দিন থাকে?
ভাগ্য যাহারে ছাড়ে সবে তারে ছাড়ে!
এক নিষ্ঠে কি ভাবিছে এত?—

জয়। কহ না কি চাহ তুমি—জান কি উহারে ?
এত করে চেয়ে রয়েছ যে ওর পানে ?
ও তোমার ভাই বন্ধু কেউ হয় না কি ?—
সুশী। ও হল গে মহারাষ্ট্রী, আমি রজপুত
ও আবার কে হবে আমার ?
জয়। এক দৃষ্টে
চেয়ে কেন তবে ওর পানে ?—
সুশী। মহারাজ !
আজ্ঞা হয় গোপনে করিব নিবেদন।
জয়। হইয়ে অনন্যমনা শুনিব সকলি।
কহ কি নাম তোমার ?
সুশী। শশীন্দ্র আমার
নাম
জয়। এস কাছে এস—মন খুলে বল।
আইস এ দিকে (কর্ণে কথা)
ভরত। একি যমালয় হতে ফিরে এল না কি ?
ভূপে। নদীর তীরের দুই বালুকার রেণু
অভিন্ন যেমন—এতে শশীন্দ্রে তেমনি
মহে। সেই মৃত শশী দেখ সজীব আবার—
ভরত। থাম থাম আরো দেখা যাক্—সে হলে কি

চিনিত না আমাদের দেখে? একবার
কথা ও ত কহিল না আমাদের সনে!
দুজনার সমান আকার, এক নাম
হলেও ত হতে পারে

মহে। আর কেউ নয়,
যার মৃত দেহোপরি করিলাম কত
অশ্রু বিসর্জ্জন—সেই উপস্থিত—

ভরত। চুপ!

ভোলা। ইনি যে রাজকুমারী! তবে আবার কি
দেখা হল—আশার অতীত! আজি হল
সার্থক জীবন মোর!

জয়। এ দিকে এ দিকে।

(জনার্দ্দনের প্রতি)

হেথা এস দেখি—যুবক যা জিজ্ঞাসিবে
দেও তাহার উত্তর। সব খুলে বল
এই বেলা; মিথ্যা কহ যদি গুরুতর
দণ্ড পাইবে এখনি! জিজ্ঞাস ইহারে
নির্ভয় হৃদয়ে।

সুশী। এই নিবেদন মোর
কোথা হতে পাইল এ হীরক অঙ্গুরী

বলুক তা মহারাজে !

বীর। (স্বগত) ওটার আবার
সে খোঁজে কি কাজ ?

জয়। বল, বল শীঘ্র করে্য
কোথা হতে পেলে ওই হীরক অঙ্গুরী

জনা। তা শুনিলে নিরর্থক যাতনা পাবেন
মহারাজ !

জয়। কি জানিস্ তুই ক আমারে—

জনা। পরম সৌভাগ্য মোর, যে সকল কথা
পেটে রেখে মরি আমি গুমরি গুমরি—
খুলিতে হইল মহারাজের আদেশে
জুড়াব মনের জ্বালা উগরি সকলি।
কত ধূর্ত্তপনা করি পেয়েছি অঙ্গুরী—
বীরসিংহের অঙ্গুরী এই, মহারাজ !
বীরসিংহ, কত দুখ দিয়েছি তোমারে
অকারণে—স্মরিতে সে সব কথা হৃদে
যেন লাগে বজ্রাঘাত—

জয়। বিরক্ত করলে !
প্রশ্নের উত্তর দে না দুচার কথায়—
বৃথা এত বাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন কি ?

জনা। রাজকন্যা বিবরণ বলিতে হইবে—
তাই মনে পড়্যে বাক্য সরে না আমার ;
হৃৎকম্প হতেছে যেন মরিব এখনি।—
জয়। কি বল্লি কি বল্লি ? রাজকন্যা বিবরণ ?
কি জানিস্ তুই তার ? বল্
জনা।　　　　　　　　　এক দিন—
কি কুক্ষণে বলিব কি হায় !—এক দিন
সেতারা নগরে, মিলে বন্ধু কয় জন,
নিজ নিজ পত্নী গুণ ব্যাখ্যান করিতে
বসিলাম সবে। কেহ বলে রূপবতী
যেন রতি আমার যে স্ত্রী—কেহ বলে
সাবিত্রীর মত সতী আমার সে প্রিয়া—
ভ্রূ যুগল বর্ণে কেহ রতি পতি ধনু
নিন্দা করি—কেহ সম্মোহন কেশপাশ—
জয়। আমি জ্বলে মরি তুই প্রলাপ করিস্
কেন নিরর্থক—
জনা।　　　　　　　মহারাজ সে সময়ে
বীরসিংহ ধীর ভাবে বস্যে এক কোণে
শুনেন সে সব কথা ; থাকিতে না পারি
মৌন হইয়ে—তিনিও ধরিলেন তান ;

আরম্ভিলা, মরি, নিজ রূপসীর গাণ !
মোহিত হইনু শুনে—অধোমুখ হতে
হল আমাদের !—

জয়। নিরর্থক বাক্য কেন ?
পাড়না আসল কথা—

জনা। গাইলেন পরে
প্রিয়ার সতীত্ব গুণ গান—তা হতেই
যত অনর্থ ঘটিল। তাঁর কথা শুনে
বোধ হল সতী নাই তাঁর সতী সম—
রামের জানকী কিবা ভবের ভবানী।—
সহিতে না পারি, দুঃসাহসে করি ভর
করিলাম পণ ; "বল কি দেবে আমায়
পারি যদি হরিতে মুহূর্ত্তে তোমার সে
সতীর সতীত্ব ধন—বল এ অঙ্গুরী
হইবে আমার ? কহ এই দণ্ডে যাই।"
অসন্দিগ্ধ চিতে বলে বীরসিংহ বীর—
অঙ্গুরী তোমার যদি টলে তার মন।—
চলিনু অমনি জয়পুর ; আইলাম
রাজার সভায়—এসে ছিল কি না দাস
মনে করে দেখ মহারাজ ; হেথা দেখি

অজয়া রাজকুমারী—টলে না সতীর
মন কোন ছল বলে—বিফল হইল
সকল কল কৌশল। কি করি ? ভাবিয়ে
পাতিনু এমন ফাঁদ ; মহারাষ্ট্রী—কি না
আসে তার ?—অমনি পড়িল বীরসিংহ।
যে সব প্রমাণ তারে দেখালেম আমি—
প্রত্যয় জন্মিল তায় আমার কথায়—
প্রিয়ার সতীত্ব পরে কর্য়ে অবিশ্বাস
পাগল হইল বীর। অবসর বুঝি
মন্ত্র তন্ত্র ছিটা ফোঁটা ছাড়িলাম সব—
বর্ণিনু শয়ন ঘর তন্ন তন্ন করি—
(কৌশলে লুকায়ে ছিনু সেই ঘরে আমি
এক রাত্রি)—বলিলাম যেখানে যে ছবি—
গবাক্ষ পালঙ্ক আদি সকল সামগ্রী—
যাহার যেরূপ—যাহা রয়েছে যে দিকে—
পরে দেখালেম এই স্বর্ণের বলয়—
রাজকন্যা হস্তের বলয়। হায় মরি
কি ছলে পেয়েছি এ যে আমিই তা জানি।—
অঙ্গের আঁচিল এক বর্ণিলাম পরে—
নিঃসংশয় ভাবে মনে বীরসিংহ শুনে

লুটেছি প্রিয়ার তার সতীত্ব ভাণ্ডার।—
এ আবার কোথ থেকে ?

বীর। নির্দ্দয় রাক্ষস
হতভাগা মারওয়াড়ী ধূর্ত্ত—প্রবঞ্চক
সর্ব্বনাশী নরাধম—তোর কাণ্ড এই ?
না পারিস্ এমন কাজ নাই পৃথিবীতে—
হায় ! এনে দেও কেহ সদয় হইয়ে
অসি রজ্জু কিম্বা বিষ—নাশিব এ প্রাণ।
মহারাজ, আমি সেই পাষণ্ড নিষ্ঠুর
বীরসিংহ—সুশীলারে আমিই বধেছি !
আমারি আদেশে রাজকন্যা কমলিনী
হারালেন প্রাণ সেই কাণ্ডজ্ঞান শূন্য
পাষণ্ডের হাতে। হায় ! কি করিনু আমি—
সতী সাধ্বী রাজকন্যা—নরাধম আমি !
করো না মুখ দর্শন কেহই আমার—
আমারে স্পর্শিলে হয় নরহত্যা পাপ—
মহা ব্যাধিগ্রস্থ বল্যে ত্যজুক সকলে
এই নরাধমে—যত পাপী দুরাচার
তাদের ডাকুক বীরসিংহ নামে। হায়—
চিরদুখিনী সে সতী—প্রাণের সুশীলা—

জীবন ভূষণ সর্ব্বস্ব ধন আমার—
হা! সুশীলে—হা সুশীলে, সুশীলে সুশীলে!

সুশী। স্থির হও মহাশয়, শুন এক কথা।

বীর। এত বড় স্পর্দ্ধা তোর—এখন আইলি
বিরক্ত করিতে তুই?

(সুশীলাকে ধাক্কা ও সুশীলার পতন)

ভোলা। একি সর্ব্বনাশ!
মশায়েরা আসুন এ দিকে। কল্লেন কি
মহাশয়? এত দিন যে বেঁচে ছিলেন
রাজকন্যা, এখনি যে মারিলেন তাঁরে।—

জয়। একি প্রমাদ ঘটিল!

বীর। যত উৎপাত ঘটে
আমার কপালে।

ভোলা। উঠ উঠ রাজকন্যা—

জয়। এই কি সুশীলা? স্বপণের অগোচর!
এ আনন্দে প্রাণ মম থাকিবে কি দেহে?

ভোলা। উঠুন রাজকুমারী—কিছু হয় নি ত?

সুশী। (উঠিয়া) আমার সম্মুখ হতে চলে যা এখনি—
বিষ খেতে দিয়ে ছিলি, এই রাজসভা
তোর স্থান নয়—হেথা কেন এলি তুই?

জয়। সুশীলার স্বর দেখি! এই যে সুশীলা!

ভোলা। ভাল ভেবে দিয়াছিনু দোহাই ধরম!
রাণী দিছিলেন তাহা মহৌষধ বল্যে

সুশী। সেই বিষ খেয়ে আমি মরি আর কি?

মাধ। রাণীর একটী কথা নিবেদন করি
মহারাজে—তাতে সত্য প্রমাণ হতেছে
ইহার বচন।

জয়। সে কি, কহ তা আমারে।

মাধ। রাণী সাধিতেন সদা এনে দিতে তারে
বিষ বিবিধ প্রকার! বলিতেন মোরে
বিড়াল কুকুরে দিয়ে পরখিব তার
গুণাগুণ। জানিতাম রাণীর স্বভাব,
আমার সন্দেহ হল—এমন সামগ্রী
আনিয়ে দিলেম তারে, মারাত্মক বিষ
না সে—খেলে তাহা পড়ে অচেতন হয়ে
ক্ষণ কাল—পরে উঠে সজীব হইয়ে—
বুঝি বা রাজকুমারী খেয়েছিলেন তাই?

সুশী। তাই হবে—মরেছিনু খেয়ে সেই বিষ।

ভরত। বুঝিলাম ভ্রম তবে!

মহে শশীন্দ্র সুশীলা।

সুশী। কেন বল দেখি নাথ! ঠেলে ফেলে দিলে
অধিনীরে—না দেখে না দিয়ে আলিঙ্গণ।
বীর। আলিঙ্গিয়ে থাক প্রিয়ে এই জীর্ণ তরু
যতক্ষণ শুকায়ে না মরে।—
জয়।　　　　　　এত দিনে
বুঝিলাম তোমাদের প্রণয়ের রূপ।
অকারণে কতই যন্ত্রণা পেয়েছিলে
তোমরা দুজনে। যত অনর্থের মূল
সেই রাণী!
বীর।　　　　আশীর্ব্বাদ কর মহারাজ!
কত দোষ করেছি আমরা—ক্ষমা মাগি
তার তরে। না বলে না কয়ে বরমাল্য
বিনিময় করেছিনু গন্ধর্ব্ব বিবাহে,
শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদ অভিলাষী এবে!
জয়। এই প্রেমাশ্রু আমার পুণ্য গঙ্গাজল
হোক্ তোমাদের পরে! শুনেছ সুশীলে
মরেছেন মা তোমার—
সুশী।　　　　　　হইনু দুঃখিত
শুনে, মহারাজ
জয়।　　　　　তার কথা কেন আর?

অদৃশ্য হয়েছে তার ভাই ভীমকেতু,
কোথা গেল—আছে কি না কেহই না জানে।

ভোলা। অভয় প্রদান কর যদি মহারাজ—
কহি সত্য যাহা জানি—

জয়। ভয় নাই বল

ভোলা। রাজকন্যা হেথা হতে চলে গেলে পরে—
এক দিন ভীমকেতু এসে উপস্থিত—
তর্জ্জন গর্জ্জন করি, অধর দংশন—
বিকট মূরতি ধরি, খোলা তরবার—
বলে সে কোথায় গেল কহ তা আমারে।
যদি না বলিস্ তুই, এই খড়্গাঘাতে
মস্তকচ্ছেদন তোর করিব এখনি।
আমি ভয়ে জড় সড় কি বলি ভাবিয়ে
কিছু স্থির নাহি পাই—কাটাতে না পারি—
দুই চার ধমকেতে বার করে নিল
কোথা আছে রাজকন্যা; বলে চল্ বেটা
এখনি আমার সাথে—না হলে দেখিবি
রাজারে বলিয়ে তোর প্রাণ দণ্ড দিব।
কি করি কতক দুর তার সঙ্গে চলি
ইন্দোরের অভিমুখে,—অবসর পেয়ে

পলাই তাহারে ফেলে। তার পর প্রভু
জানে কি হল তাহার—

মহে। শেষ করি আমি
তবে তোমার কাহিনী—পাঠায়েছি আমি
যমালয়ে তারে সেই বিন্ধ্যাচল দেশে—

জয়। কি? কি? একি অরাজক রাজ্য পেলে তুমি।
তোমারে কঠোর শাস্তি ভুগিতে হইবে
স্বপ্নেও তা ভাবি নাই—কি বলিলে তুমি?

মহে। ভীমকেতু নামে এসে ছিল এক জন
আমাদের কাছে, যুদ্ধে বধেছিনু তারে

জয়। সে কে তা কি জানিতে না তুমি?

মহে। আজ্ঞা সেটা
নিতান্ত অভদ্র—কত গালি দিল মোরে
মুহূর্ত্ত সহিতে নারি—সাগর গর্জ্জয়ে
যদি এত আমা পরে—যুঝি তার সনে।
এই তার মুণ্ডচ্ছেদী অসি, মহারাজ!

জয়। আপন মুখেতে, দেখ, আপনার দোষ
স্বীকার করিলে তুমি। প্রাণ দণ্ড যোগ্য
তোমার সে অপরাধ, জান?—

সুশী। মুণ্ড হীন

সেই দেহ বীরসিংহ দেহ ভাবি আমি—

জয়। বাঁধ ওরে, লয়ে যাও সম্মুখ হইতে—

ভরত। ক্রোধ সম্বরুন মহারাজ! কোথা বল
ভীমকেতু—কোথা এই রাজার কুমার—
তার তরে এত কেন রোষ? মহারাজ
যে রাজবংশের চূড়ামণি—সেই কুল
উজ্বলেন ইনি—ছাড়্ ছাড়্—জানিস্ নে
(অনুচরের প্রতি)
কার গায়ে হাত দিস্—

জয়। ওহে বৃদ্ধ সেনা,
তুমিও এ কোপমুখে কেন বল হবে
নিপতিত! কি বল্লে হে, রাজকুলে জন্ম?

ভূপে। এ বিচিত্র কথা আমরা ত শুনি নাই!—

জয়। এত বড় স্পর্দ্ধা তোর? কি? মিথ্যা কহিস্
তুই আমার সম্মুখে। প্রাণ দণ্ড দিব
জানিস্ এখনি তোর—সাবধান হ

ভরত। মহারাজ! তিন জনে মরিব আমরা—
এরা দুই রাজপুত্র প্রমাণ করিয়া
দিব এই দণ্ডে কহ যদি। তোমরাও
দেহ অনুমতি কহি সব বিবরণ

আদ্যোপান্ত যাহা জানি—তোমাদের ভাল
আমারি মরণ তাতে !

মহে। ভয় নাই বল—

ভূপে। তোমার যে দণ্ড তাহা মাথে করি লব
আমরা দুজনে।

ভরত। শুন তবে মহারাজ—
ভরত নামেতে ছিল রাজ সভাসদ—
মনে পড়ে তারে ?

জয়। কেন, তার কথা কেন ?
বিশ্বাস ঘাতক নির্ব্বাসিত দুরাশয়।

ভরত। মহারাজ ! এই সেই চিরদুঃখী দাস,
নির্ব্বাসিত সত্য বটে, বিশ্বাস ঘাতক
কিন্তু নহে এ অধীন।

জয়। লয়ে যা ইহারে—
তোমারে কে রাখে দেখি ত্রিভুবনে আজি !—

ভরত। ক্রোধ সম্বরুণ মহারাজ ! দিন আগে—
দিন অধীনেরে আপনার পুত্রদের
লালন পালন ভৃতি—

জয়। সে আবার কি ?

ভরত। মহারাজ—জীর্ণ শীর্ণ এই দেহ লয়ে

বাঁচিবার সাধ নাহি আর—সে যা হোক্
ফিরে নিন এই দুই পুত্র আপনার—
পিতা বল্যে ডাকে মোরে—কিন্তু এরা নহে
আমার সন্তান—রাজপুত্র দুই ভাই—
আপন ঔরস জাত সন্তান ইহারা—

জয়। আমার সন্তান ?

ভরত। নিঃসন্দেহ মহারাজ।
আমিই ভরত সেই, নির্ব্বাসন দণ্ড
দিলা যারে অকারণে—আর কোন দোষ
নাহি জানি—রাজভক্তি সব দোষ মোর।
সেই সে বিশ্বাসঘাত—সেই গুরু পাপ—
নির্ব্বাসন দণ্ড যোগ্য অপরাধ সেই।
ষোল বর্ষ ক্রমাগত রক্ষণাবেক্ষণ
করি আমি ইহাদের—শিক্ষা দান করি
সাধ্য মত—আমার যে গুণাগুণ, নহে
অগোচর আপনার কাছে মহারাজ।
নির্ব্বাসন দণ্ড আজ্ঞা হইল যখন—
কৃষ্ণমণি দারে আমি বিবাহ করিয়ে—
হরে লয়ে এনু এই রাজপুত্র দ্বয়ে।
ধাত্রী সহ ষড়যন্ত্রে করেছিনু এই

অপরাধ ; প্রভুভক্তি বিফল দেখিয়ে
হইলাম কাণ্ডাকাণ্ড বিবেচনা হীন।
বিনা অপরাধে দণ্ড দিলেন আমারে,
তেমনি আমিও দিনু তার প্রতিশোধ।
যা হবার তা হয়েছে—ফিরে নিন এবে
দুই পুত্র আপনার—এদের সমান
বন্ধু পাবনা জগতে - বৃদ্ধ বয়সের
যষ্টি ছিল এরা মোর—সরল, উদার—
স্বভাবেতে রাজপুত্র কুলেতে যেমন।
স্বর্গ হতে সুখ বারি বর্ষুক নিয়ত
এদের উপরে—চিরজীবি হয়ে থাক্—
আশীর্ব্বাদ করি আমি—

জয়।   বলিতে বলিতে
অশ্রুজলে ভেসে গেল তব দুনয়ন।
আশ্চর্য্য হলেম আমি তোমাদের কথা
বার্ত্তা শুনি—এরা তবে আমার সন্তান !
সকল অভাব দুর হইল আমার—

ভরত। এই যে যুবক যার নাম মৃত্যুঞ্জয়
রেখেছিনু এত দিন—ইনিই মহেন্দ্র—
আর এই ধনঞ্জয় ভূপেন্দ্র কণিষ্ঠ।

রচেছিলা মহারাণী শিশু তরে এক
চিত্র বিচিত্র বসন—আছে তা আমার
কাছে, দেখাইতে পারি আজ্ঞা হয় যদি।

জয়। রাজচিহ্ন রাজটীকা ছিল মহেন্দ্রের
ভালে—ছিল সকলের বিস্ময় জননী।

ভরত। এই দেখে নিন—সেই চিহ্ন অদ্যাপিও
রয়েছে কপালে—বিধি দিয়াছিল বুঝি
এ রাজলক্ষণ, চেনাবারে আপনারে
তব হারা ধন—

জয়। আশীর্ব্বাদ করি আমি—
এত দিন বনবাসে কাটালে জীবন—
পেয়ে এবে জন্মভূমি কর রাজ্য ভোগ
মনের সুখেতে। দুঃখ রহিল সুশীলে
রাজ্য লাভ ঘটিল না তোমার কপালে।

সুশী। ত্রিভুবন রাজ্য লাভ হয়েছে আমার—
মহেন্দ্র ভূপেন্দ্র, ভাই তবে কি আবার
দেখা হল তোমাদের সনে? সত্যবাদী
আমি কি না বল—তোমরা ত ভাই বল্যে
ডেকে ছিলে ভগিনীরে—আমি তখনি ত
ভাই বল্যে ডেকেছিনু তোমাদের।

জয় । তবে কি মিলিয়া ছিলে তোমরা সকলে ?

মহে । মিলেছিনু সবে মোরা বিন্ধ্যাচল দেশে ।

ভূপে । ওঁরে দেখিলাম আর ভালবাসা হল
ওঁর পরে—কেমন আশ্চর্য্য !—সুখে সবে
কাটাইনু এক রাত্রি ; পর দিন প্রাতে
আমরা শিকারে গেনু, উনি রহিলেন
গুহার ভিতরে । এসে দেখি, স্পন্দ হীন
অসাড় চেতনা শূন্য ! তবু মনোহর
উষার শশাঙ্ক যেন ; তাই দেখে কত
কান্দিলাম আমরা সবাই—

মাধ । বোঝা গেছে,
এ অনর্থ ঘটেছিল রাণীর ঔষধে—

জয় । কি আশ্চর্য্য ঘটনা গো ! এর আদ্যোপান্ত
সকল না শুনে মন হতেছে না স্থির ।
যে সংক্ষেপ বিবরণ শুনিলাম তাতে
পুরিল না আশ । কোথা চলে গেলে তুমি—
ছিলে বা কেমন—শম্ভুজির অনুচর
কেমনে হইলে তুমি, ভায়েদের সনে
কেমনে মিলন পরে বিচ্ছেদ কি রূপে—
কেন বা তোমরা সবে যুদ্ধেতে আইলে ?

কতই যে জানিবার আছে কৌতুহল!
ভাল, পরে শুনা যাবে সে সব কাহিনী
এখন সময় নাই--স্থানও এ নয়
তার; দেখ দেখ লতা যেন তরুবরে
বীরসিংহে আলিঙ্গিয়ে রয়েছে সুশীলা—
বিদ্যুন্ময়ী দৃষ্টি তার পড়িছে যেখানে
পুলকে প্লাবিত যেন হতেছে সে স্থান।
চল তবে—দেব বন্দনাদি করি গিয়ে;
এস—পুজি সবে সিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বরে—

মন্ত্রী। একটী মিনতি আছে মোর মহারাজ—
আজি সবার আনন্দ—খালি নিরানন্দ
বন্দিগণ—এরা সুখী হয় যাতে এই
মহোৎসব দিনে—করুণ তা মহারাজ!

সুশী। মহারাজ আমারো একটি নিবেদন!

(শম্ভুজির প্রতি)

এই অনুগত দাস ভুলিতে কি পারে
আপনারে মহাশয়? মহারাজ! ইনি
মোর বিপদ সহায়—কৃপা দৃষ্টি করে
এঁর ঘুচান বন্ধন।

শম্ভু। রাজলক্ষ্মী হয়ে

থাক তুমি রাজকন্যা, আশীর্ব্বাদ করি

জয়। আজি সেই মহাবীর সেনাবরে পেলে
আনন্দ সম্পূর্ণ হত আমা সবাকার—

বীর। আমি সে সৈনিক মহারাজ! ছদ্মবেশে,
এই তিন যোদ্ধা সহ মেলি যুঝে ছিনু
প্রাণপণে—সাক্ষী তুই জনার্দ্দন, বল্
আমি সেই কি না? এই যুদ্ধেতে তোরে ত
করেছিনু অস্ত্রহারা—ধরণী-লুণ্ঠিত—
ইচ্ছা হলে তখনই পাঠাতেম তোরে
যমালয়ে, জানিস্ তা?

জনা। ধরাতলে তব বলে পড়েছিনু বীর!
আপন ইচ্ছাতে এবে পড়ি পদতলে—
(চরণে পতন)
বধিলেই হয় এবে, বীর, যোগ্য শাস্তি
অধমের—এই তব অঙ্গুরী—এই সে
স্বর্ণের বলয়!—(প্রদান)

বীর। উঠ উঠ আর পায়ে পড়ো না আমার—
তুলিব না হাত কভু বধিতে তোমারে—
বাঁচাইতে পারি যদি দেখিব তাহার
উপায়— তুই যে কত অনর্থক ক্লেশ

দিলি মোরে—কহিতে তা হৃদয় বিদরে।
তার প্রতিশোধ দেখ্ মার্জ্জনা আমার—
এখন হইতে বুঝে সুঝে চল্ গিয়ে—
আর পাপে কলঙ্কিত করিস্ নে জীবন!

আচার্য্য। ক্ষমা বশীকৃতি র্লোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং।
ক্ষমা গুণোহ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা॥

মহারাজ!

ক্ষমা বশীকৃতি মন্ত্র—ক্ষমা মহাধন,
অশক্তের গুণ ক্ষমা—শক্তের ভূষণ।
ক্ষমা সম রাজধর্ম্ম কি আছে জগতে?

জয়। মার্জ্জনা, মার্জ্জনা বই আর কথা নাই
এ আনন্দ দিনে—

ভূপে। সহযোদ্ধা ছিলে আগে
এখন ত ভাই হয়ে আইলে হেথায়।
আনন্দের নাহিক অবধি—

বীর। জয় লাভ
হল তোমাদেরই বাহুবলে।—দেখ ভাই
শম্ভুজি—ও আচার্য্যেরে ডাক এক বার।
কালি দেখিলাম এক অদ্ভুত স্বপন—
শূলপাণি স্বর্গ হতে নামি, আবির্ভূত

হইলেন স্বপনে, আমার মৃত পিতা
মাতা ভ্রাতাদের সহ। জাগিয়ে উঠিয়ে
এই ভূর্জ্জপত্র দেখি আমার পার্শ্বেতে—
ইহাতে লিখিত আছে যে অক্ষরগুলি
ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন অর্থ নাহি পাই—

শম্ভু। ভৈরবাচার্য্য মশায়!

ভৈরব। কি আজ্ঞা করেন?

শম্ভু। এই ভূর্জ্জপত্র-লেখা পড়ুন আপনি

ভৈর। (পাঠ) "সিংহের শাবক এক প্রবল প্রতাপ,
প্রিয়ারে হারায়ে তার করে পরিতাপ—
বিনা যত্ন পরিশ্রমে বিনা অন্বেষণ
দুখিনী হরিণী এক পাইবে যখন,
হারাধনে পেয়ে পুন বহু দিন পরে
আলিঙ্গন ঘন ঘন দিবে প্রেমভরে;—
অশ্বত্থের দুই শাখা ছাড়ি তরুবর
স্বতন্তর হয়ে রহে দ্বিদশ বৎসর,
আবার মিলিবে যবে তরুবর সনে
শাখা শাখী আলাপিবে সজল-নয়নে—
বীরের দুখের নিশা হবে অবসান
তখন বাড়িবে তার সোহাগ সম্মান—

রাজা প্রজা সবে হবে পুলকিত মন
জয়পুর শ্রীসমৃদ্ধি লভিবে তখন”

(অর্থ) বীরসিংহ তুমি সেই সিংহের শাবক—
সিংহরাজ পিতৃনাম তব। রাজকন্যা
হরিণী সে—বিনা যত্নে বিনা অন্বেষণে
এই দেখ পেলে তারে ভাগ্য বলে তুমি।—
মহারাজ! অশ্বত্থ পাদপ সে আপনি।
বিযুক্ত দুই শাখা তার দুই পুত্র তব।
মিলিয়ে পিতার সনে আবার দুভেয়ে
জয়পুর শ্রীসমৃদ্ধি করিছে বর্দ্ধন।
বীরসিংহ—তোমারও দুখের রজনী
পোহাইল আজি—হল সুদিন উদয়

জয়। অর্থটা সঙ্গত বটে আচার্য্য মশায়!
মহারাষ্ট্র সম্রাটেরে বলগে শম্ভুজি
তার সঙ্গে সন্ধি করা বড় ইচ্ছা মোর—
দুপক্ষেরি কত ক্ষতি বিগ্রহ সমরে
দেখ তা শম্ভুজি—রাণী আর নাই হেথা
কেহ যে কুপরামর্শ দিবেক আমারে;
সে তার পাপের শাস্তি পেয়েছে আপনি।

ভৈরব। মহারাজ এক দিন দেখিনু স্বপনে,

জয়পুর অভিমুখে ত্রিশূল ফেলিলা
ত্রিশূলী—মিলাল তাহা রবির কিরণে;
ভাবিলাম মহারাষ্ট্রীদের হবে জয়!—
গণনায় ভুল হয়েছিল সে আমার—
যখন ত্রিশূল সেই রবির কিরণে
মিশায়ে অদৃশ্য হল—সূর্য্য-বংশ-সূর্য্য
যে আপনি মহারাজ, আপনার জয়
সূচিত হইল পৃথিবীতে

জয়।　　　　　　　　　　চল—চল
দেবার্চ্চনা করা যাক্ গিয়ে;—জয়মাল্য
ঘরে ঘরে—পঞ্চরঙ্গ বিজয় পতাকা
উড়াইয়ে দ্বারে দ্বারে, বিজয় আনন্দ
কর জগতে প্রচার।—যুদ্ধ বিগ্রহের
হোক্ অবসান—সন্ধিবন্ধনে বাঁধহ
শত্রুগণে।—গোপনে গোপনে করেছিলে
মাল্য বিনিময়, তাহে আবার হউক্
তোমাদের সম্মিলন মহোৎসব আজি!
আনন্দের নাহি সীমা এই শুভ দিনে

১

ভৈরব।　　হোন রাজা প্রকৃতিরঞ্জন

প্রজা রাজভক্তিপরায়ণ
আনন্দে মিলুক সর্ব্ব জন।

২

বসুমতী হোক্ ফলবতী ;
প্রসন্ন হইয়ে সরস্বতী
সবাকার দিন শুভ মতি।

৩

দ্বেষ হিংসা করি পরিহার,
বিকশিয়ে প্রণয় উদার
সুখ শান্তি করুক বিস্তার।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত।

মনুষ্য জীবন।

১

বলো না কাতর স্বরে না করি বিচার
জীবন স্বপন সম মায়ার সংসার
সুপ্ত আত্মা মৃতপ্রায় জেনহ নিশ্চয়—
বাহিরে যা দেখা যায় বস্তুতঃ তা নয়।

২

সংসার কর্ম্মের স্থান সত্য এ জীবন
শেষ গতি নহে তার শমন সদন;
শরীর পিঞ্জর বটে ধূলির সমান
আত্মা কিন্তু অনশ্বর নহে তাহে আন।

৩

হইয়ে আশার দাস ভ্রম বার বার
বিষয় সম্ভোগ নহে জীবনের সার
দিনে দিনে পদে পদে হয়ে অগ্রসর
ধর্ম্ম পথে চলে যেই—ধন্য সেই নর

৪

চকিত তড়িত সম জীবন চঞ্চল
প্রস্তুত হইয়ে থাক লইয়ে সম্বল
ধুক ধুক করি করি চলেছে হৃদয়
শমনের ডাকে যেন শমন আলয়

৫

সংসারের রণক্ষেত্রে পূর্ণ কল কলে
জীবনের ভীষণ তরঙ্গ কোলাহলে
হয়ো না মেষের সম নিঃসত্ব পরাণ
যুঝ রণে প্রাণপণে বীরের সমান

৬

ভবিষ্য সুখের আশে হয়ো না চঞ্চল
গতানুশোচনা ছাড় নাহি তাতে ফল
উপস্থিত কার্য্যে সদা থাকহ তৎপর
অন্তরে ভরসা রাখি উপরে ঈশ্বর

৭

মহত চরিত দেখি সদা হয় মনে
মহত হইতে পারি আমরা যতনে
রেখে যেতে পারি ছাড়ি সংসার নিলয়
কালের সাগর তটে পদচিহ্ন চয়

৮

যেই চিহ্ন হেরি কোন ভগ্নতরি জন
দুস্তর ভবসাগরে করি সন্তরণ
ভগন হৃদয় অতি, বিগত ভরসা ;
নূতন সাহস বল পায় সে সহসা।

৯

উঠ তবে লাগ কার্য্যে হইয়ে তৎপর
যা হবে হোক না কেন নাহি তাহে ডর
উঠে পড়ে সাধ নিজ জীবনের কর্ম্ম
শ্রম করি ধৈর্য্য করি—এই সার মর্ম্ম

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
কুঠরী	প্রকোষ্ঠ	১৪	৭
কুঠরী	প্রকোষ্ঠ	২৩	২
তোমার	তাহার	২৫	১৮
বীর	ভীম	৩৭	৩
হারালেম	হারলেম	৩৭	৩
ভীমসেন	ভীমকেতু	৪৭	৬
হব	হবে	৭৩	৩
আপনারা	তবে এখন	৮৮	১৩
ভূপেন্দ্র	ধনঞ্জয়	১১৪	৫
হে ভূপেন্দ্র	ধনঞ্জয়	১১৬	১১
তাও বলি ?	তাও বলি,	১৩৯	৯
চটক	চপক	১৪৫	১৬
উৎপাত ঘটে	উৎপাত	১৬৫	১২

৭৪পৃষ্ঠা ১৩পংক্তিতে "ফলভারে অবনত ছিনু বৃক্ষ হেন" বসিবে

সুশীলা-বীরসিংহ

নাটক।

সেক্সপিয়রকৃত নাটক বিশেষ অবলম্বন করিয়া

বিরচিত।

কলিকাতা

১১-১ বেচুচাটুয্যের ষ্ট্রীট

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৪।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

জয়সিংহ	জয়পুরের রাজা
	রাণীর মাসতুত ভাই
বীরসিংহ	
ভরত (অপর নাম মদন)	এক জন নির্ব্বাসিত রাজসভাসদ
মহেন্দ্র (,, মৃত্যুঞ্জয়)	জয়সিংহের দুই পুত্র
ভূপেন্দ্র (,, ধনঞ্জয়)	জয়সিংহের দুই পুত্র
নরোত্তম	বীরসিংহের বন্ধু } মহারাষ্ট্রীয়
জনার্দ্দন	নরোত্তমের বন্ধু } মহারাষ্ট্রীয়
শম্ভুজি	মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি
ভোলানাথ	বীরসিংহের ভৃত্য
মাধব	চিকিৎসক
ভৈরবাচার্য্য	দৈবজ্ঞ
মন্ত্রী	
মহারাষ্ট্রীয় সুবাদার	
এক জন গুজরাটী	নরোত্তমের বন্ধু
দুই জন রাজসভাসদ	
দুই জন কারারক্ষক	
ভানুমতী	জয়সিংহের রাণী
সুশীলা	জয়সিংহের প্রথমপক্ষের কন্যা
নলিনী	সুশীলার সখী

সভাসদ, সহচরী, গায়ক, দূত, সৈনিক পুরুষ, অনুচর ইত্যাদি